নতুন রূপে নতুন ভাবে
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
24/7 EMERGENCY SERVICES
RNH RUPALI NURSING HOME
রুপালী নার্সিং হোম
আমাদের পরিষেবা
• আই.সি.ইউ. প্যাথলজি , ওপিডি
• ডিজিটাল এক্সরে, মাইক্রো সার্জারী
• হাড়ের অপারেশন
• ই.সি.জি. রক্ত পরীক্ষা, অ্যাম্বুলেন্স
নরমাল ডেলিভারী ও সিজারিয়ান ডেলিভারী সম্পূর্ণ মহিলা ডাক্তার ও স্টাফ দ্বারা পরিচালিত করা হয়
সাহাপুর ডিস্কো মোড়, (বাইপাস ব্রিজের কাছে), মালদা
Ph. No. : 9593964172 | 9647641606 | 9153686368

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার । ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০২ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ফিজিওথেরাপি সেন্টার
:: যোগাযোগ ::
সদরঘাট (এস.বি.আই. এ.টি.এম.-এর পার্শ্বে), মালদা।
ফোন নাম্বার ঃ 86702 93031

Center of Excellence in Education & Culture

TARGET POINT STUDY CIRCLE

A Group of Target Point (R) School
Recognized By : WBBSE, Index No - R1-283
(10+2) STANDARD (ARTS & SCIENCE)

TARGET POINT STUDY CIRCLE Estd 2014 P.O.- Haruchak (Sahabajpur) P.S.- Kaliachak, Dist.- Malda, (W.B.)

A BENGALI MEDIUM HIGHER SECONDARY SCHOOL
FOLLOWED BY W.B.C.H.S.E. CURRICULUM
ARTS and SCIENCE (XI & XII) STREAM
WITH SPECIAL COACHING FOR MEDICAL (NEET) AND ENGINEERING (WBJEE)

MAGNIFICENT PERFORMANCES OF OUR STUDENTS IN H.S. - 2025

Golam Masud Biswas 482 (96.4%)
Sumaya Sultana 479 (95.8%)
Nayan Jabi 469 (93.8%)
Farhin Aktar 468 (93.6%)
Sonia Akhtar 460 (92%)
Asifa Khatun 460 (92%)

Admission Test
for class -XI (Science)
18th February, 2026
(Wednesday) at 12:00 pm

Offline & Online Form Fill-up will Start From 10th December, 2025
login for Online Form Fill-up:
www.targetpointrschool.org

NEET - UG & JEE 2025 Rankers

FARIA HOSSAIN MBBS, I.P.G.M.E.R & S.S.K.M. Hospital, Kolkata.
PUNAM MANDAL MBBS, Diamond Harbour Govt. Medical College
AFROJA KHATUN North Bengal Medical College & Hospital, Siliguri.
SUHANA AKHTAR Calcutta National Medical College &Hospital, Kolkata
RIDA KALIMI MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
GOLAM MASUD BISWAS ECE, Jadavpur University
ABDUL AJIJ Calcutta National Medical College & Hospital, Kolkata
MD JISHAN ALI MBBS, Collage of Medicine & JNM Hospital, Kalyani, Nadia
FAHIM ABRAR MBBS, Collage of Medicine & Sagore Dutta & Hospital, Kamarhati, Kolkata
TAHIR ALAM MBBS, Barasat Govt. Medical College & Hospital
NAIMA KHATUN MBBS, Malda Medical College & Hospital, Malda
MONALISA KHATUN MBBS, Deben Mahata Govt. Medical College & Hospital

SEPARATE CAMPUS FOR BOYS AND GIRLS

BOYS' CAMPUS
SAHABAJPUR (CHHARKATOLA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 8637060130/ 8101609680

GIRLS' CAMPUS
SAHABAJPUR (MASTER PARA)
P.S.- KALIACHAK, DIST - MALDA
CONTACT NO - 9734098601 / 9749271733

REGISTERED OFFICE :-
P.O : HARUCHAK (VIA- SAHABAJPUR),
P.S : KALIACHAK, DIST- MALDA,
WEST BENGAL - 732201

CONTACT NO- 9733080221 (H.M)
9734098601 / 9733093507 / 7872600103
9153199249 / 9775934411 / 8927011677
WEBSITE: www.targetpointrschool.org
Email ID : tprs2003@gmail.com

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার । ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০২ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

SAMSI AL-HAI MISSION

ADMISSION OPEN

CO-ED EDUCATION

FOLLOWING CBSE CURRICULUM

(ENGLISH MEDIUM SCHOOL)

ADMISSION OPEN

Govt. Regd. No.- S/21.5333

www.samsialhaimisson.in

ESTD : 2013

ESTD-2013 KNOWLEDGE IS POWER

এ্যাকাডেমির লক্ষ :

সম্মানীয় সুধীবৃন্দ,
শিক্ষাই প্রতিটি মানব সন্তানের সুপ্ত জ্ঞানকে জাগ্রত করে। আবার শিক্ষাই হল মানব জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষাহীন জাতি পঙ্গু ও অচল। শিক্ষা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। আমরা সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি। এখানে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, আরবী গণিত, বিজ্ঞান এবং কম্পিউটার প্রভৃতি বিষয়গুলি যত্ন সহকারে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা মন্ডলীর দ্বারা পড়ানো হয়। অতএব সমস্ত অভিভাবক-অভিভাবিকাদের আহ্বান করছি যে, আপনাদের আদুরে সন্তান/ সন্ততিদের "সামসী আল-হাই মিশন" এ ভর্তি করে তাদের জীবনকে সফল করুন।

SAMSI AL-HAI MISSION

ADMISSION OPEN

GIRLS' CAMPUS

FOLLOWING CBSE CURRICULUM

(ENGLISH MEDIUM)

ADMISSION OPEN

Govt. Regd. No.- S/21.5333

www.samsialhaimisson.in

ESTD : 2013

ESTD-2013 KNOWLEDGE IS POWER

এ্যাকাডেমির লক্ষ :

- শিক্ষার্থীর নৈতিক, শারীরিক, সামাজিক তথা সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা।
- শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

নতুন রূপে নতুন ভাবে
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
24/7 EMERGENCY SERVICES
RNH
RUPALI NURSING HOME
রুপালী নার্সিং হোম
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য সাথী মান্যতাপ্রাপ্ত বি গ্রেড নার্সিং হোম
আমাদের পরিষেবা
• আই.সি.ইউ. প্যাথলজি , ওপিডি
• ডিজিটাল এক্সরে, মাইক্রো সার্জারী
• হাড়ের অপারেশন
• ই.সি.জি. রক্ত পরীক্ষা, অ্যাম্বুলেন্স
স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে গলব্লাডার, কিডনী পাথর ও সমস্ত রকম হাড়ের অপারেশন বিনামূল্যে করা হয়।
নরমাল ডেলিভারী ও সিজারিয়ান ডেলিভারী সম্পূর্ণ মহিলা ডাক্তার ও স্টাফ দ্বারা পরিচালিত করা হয়
সাহাপুর ডিস্কো মোড়, (বাইপাস ব্রিজের কাছে), মালদা
Ph. No. : 9593964172 | 9647641606 | 9153686368

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

ফিজিওথেরাপি সেন্টার
:: যোগাযোগ ::
সদরঘাট (এস.বি.আই. এ.টি.এম.-এর পার্শ্বে), মালদা।
ফোন নাম্বার : 86702 93031

www.nayajamana.com ৩ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার । ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০২ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েণ্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস -উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari – 644 (92%)	2021:- Faten Nehal – 691 (99%)	2022:- Neha Parvin – 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar – 612 (88%)	2024:- Noor Alam – 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen – 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun – 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun – 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous – 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar – 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad – 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar – 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

-: প্রধান শিক্ষক :-

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ৩ ফাল্গুন।। ১৪৩২।। সোমবার। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪০২ সংখ্যা।। ১৭ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

তারেকের শপথে মোদীর বদলে যাবেন ওম বিড়লা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মঙ্গলবার ঢাকায় তারেক রহমানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। রবিবার বিদেশ মন্ত্রকের একটি বিবৃতিতে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। কূটনৈতিক মহলের মতে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে স্পিকারকে পাঠিয়ে মোদী সরকার যেমন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব বজায় রাখল, তেমনই দেশের বিরোধী শিবিরকেও কৌশলী বার্তা দিল। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় বাংলাদেশের নতুন মন্ত্রিসভার শপথ নেওয়ার কথা।বিদেশ মন্ত্রকের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'আগামী মঙ্গলবার আয়োজিত তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথপাঠ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন স্পিকার ওম বিড়লা।' দুই দেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে কেন্দ্র জানিয়েছে, 'ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আজকের নয়। দুই দেশের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-সংস্কৃতি সবটাই পারস্পরিক ভাবে সম্পর্কিত। তাই বাংলাদেশের বুকে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন নবনির্বাচিত সরকারকেও ভারত স্বাগত জানাচ্ছে।'বিড়লার এই সফর দুই দেশের 'আত্মীকতা' বৃদ্ধি করবে বলেই মনে করছে নয়াদিল্লি। বিএনপি'র বিদেশ উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর জানিয়েছিলেন আগেই যে তারেকের শপথ অনুষ্ঠানে মোদিকে আমন্ত্রণ করার জন্য দলে চিন্তা ভাবনা রয়েছে । তারেকও মোদিকে আমন্ত্রণে উদ্যোগী। তবে এই বিবৃতির পর মোদি কি ঢাকায় যাবেন এ নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল সর্বত্র । আর তাতেই সিলমোহর দিল কেন্দ্র ।তারেক রহমানের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন ঢাকা যাচ্ছেন না, তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা ছিল। তবে সরকারি সূত্র জানাচ্ছে, মঙ্গলবার মুম্বইয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আগে থেকেই একটি বৈঠক নির্ধারিত রয়েছে। সেই ব্যস্ততার কারণেই তাঁর বদলে ওম বিড়লাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কেন্দ্র মুখ খোলেননি । অন্যদিকে, লোকসভায় বিড়লার বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের আবহে তাঁকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া ঘরোয়া রাজনীতিতেও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এই অনুষ্ঠানের জন্য ভারত, পাকিস্তান ও চিন-সহ মোট ১৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইসলামাবাদ থেকে পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের আসার সম্ভাবনা থাকলেও বেজিং এখনও তাদের প্রতিনিধির নাম জানায়নি। ঢাকায় মঙ্গলবার সকাল ১০টায় নবনির্বাচিত সাংসদদের শপথগ্রহণ হবে। এরপর সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন করে বিকেল ৪টে নাগাদ নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেবে। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি নতুন মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করাতে পারেন।

খালেদা-পুত্রের এই অভিষেক অনুষ্ঠানে ওম বিড়লার উপস্থিতি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যের যুবদের ভরসা মুখ্যমন্ত্রীই

যুবসাথী নিয়ে উচ্ছ্বসিত শশী-চন্দ্রিমা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সরকারি শিবিরের বাইরে তখন থিকথিকে ভিড়। রবিবার ছুটির সকালেও খি দমতগারের সামনে লম্বা লাইন। কারও হাতে এমএ-র সার্টিফিকেট, কেউ আবার বিজ্ঞানের স্নাতক। রাজ্যে ফের শুরু হয়েছে 'যুবসাথী' প্রকল্পের আবেদন গ্রহণ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাশাপাশি এবার বেকার যুবক-যুবতীদের পকেটে পৌঁছে যাবে সরকারি অনুদান। শহর থেকে জেলা, সর্বত্রই ছবিটা এক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে রাজ্যের বেকার প্রজন্মের হৃদস্পন্দন বা 'পালস' ধরতে পেরেছেন, সে কথা জোর দিয়ে জানিয়েছেন নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁর মতে, মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিই প্রমাণ করে যে রাজ্য সরকার তাঁদের প্রতি দায়বদ্ধ। শশী পাঁজা বলেন, 'ভালও যেমন লাগছে, তাঁদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতাও আছে। ইতিমধ্যে মানুষ আসতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা ফর্ম তুলবেন, এই প্রকল্প নিয়ে জানবেন ফলে বোঝাই যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা ভেবেছেন এটা সত্যিই যুবদের পালস স্পর্শ করেছে। তাই আমরা তাড়াতাড়ি চাইছি এই প্রকল্প দ্রুত চালু হোক।' এই অনুদানকে বেকারদের এগিয়ে যাওয়ার রসদ হিসেবে দেখ ছেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যও। বিরোধীদের বিঁধে তিনি বলেন, 'যে যুবকরা চাকরি পাচ্ছেন না তাঁদের বুস্টআপ করার জন্য একটা পাঁচ বছরের টাকা দেওয়া হচ্ছে। তাতে ওদের অসুবিধা কী? আগে তো লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়েও কথা বলত, এখন বিজেপি বলে যে ক্ষমতায় এলে তিন হাজার টাকা দেব।

সেটা কি অন্য হয়ে যায় নাকি।' এদিকে কলকাতার ঘনবসতির কথা মাথায় রেখে পুরসভা এবার বিশেষ তৎপরতা নিয়েছে। প্রতিটি বরো অফিসের পাশাপাশি রাসবিহারী, টালিগঞ্জ, বেহালা ও কসবায় খোলা হয়েছে একাধিক বিশাল শিবির। অরূপ বিশ্বাস থেকে দেবাশিস কুমার বিধায়করা ময়দানে নেমে তদারকি করছেন। গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম থেকে শুরু করে চেতলা, পার্ক সার্কাস বা কাশী বোস লেন, সর্বত্রই মিলছে ফর্ম। সরকারের লক্ষ্য, দ্রুত যাচাই পর্ব সেরে সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেওয়া।

ঈশানের ব্যাটিংয়ে তছনছ পাকিস্তান

লজ্জায় মাঠ ছাড়লেন পাক বোর্ড প্রধান

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বয়কটের হুঙ্কার ছিল। কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে নামতেই সব গর্জন জল হয়ে গেল। কলম্বোর আর. প্রেমদাসা স্টেডিয়াম-এ নীল ঝড়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল পাকিস্তান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ৬১ রানে চূর্ণ করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার-এইট নিশ্চিত করল ভারত। ঈশান কিষাণ-এর বিধ্বংসী ব্যাটিং এবং বোলারদের নিখুঁত শাসনে বিশ্বকাপের পরিসংখ্যানে ব্যবধান এখন ৮-১। ১৭৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৮ ওভারে ১১৪ রানেই গুটিয়ে যায় পাকিস্তান। রবিবার কলম্বোর মন্থর পিচে টস জিতে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। উদ্দেশ্য ছিল স্পিন জালে নীল বাহিনীকে ফাঁসানো। শুরুতেই অসুস্থতা কাটিয়ে ফেরা অভিষেক শর্মা শূন্য রানে ফিরলে পাকিস্তান শিবিরে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করে। কিন্তু সেই আনন্দ বেশিক্ষণ টেকেনি। তিলক বর্মাকে সঙ্গী করে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন ঈশান। ঝাড়খ ণ্ডের এই বাঁ-হাতি ব্যাটার যেন অন্য গ্রহের ক্রিকেট খেলছিলেন। মাত্র ২৭ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করে তিনি ৪০ বলে ৭৭ রানে থামেন। ইনিংসে ছিল ১০টি চার ও ৩টি ছয়। ম্যাচ শেষে নিজের ইনিংস প্রসঙ্গে ঈশান বলেন, উইকেট সহজ ছিল না, তাই নিজের দক্ষতার উপর ভরসা রেখে বল দেখেই শট খেলেছেন। তাঁর আউটের পর রানের গতি কিছুটা কমলেও অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব-এর ২৯ বলে ৩২ এবং তিলক বর্মার ২৪ বলে ২৫ রান দলকে লড়াকু পুঁজি এনে দেয়। শেষ দিকে শিবম দুবের ১৭ বলে ২৭ ও রিঙ্কু সিংয়ের ৪ বলে ১১ রানের ঝোড়ো ক্যামিওতে ভারত তোলে ১৭৫/৭;বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বোচ্চ স্কোর। রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে পাকিস্তান। হার্দিক পাণ্ড্য ও জসপ্রীত বুমরার আগুনে স্পেলে প্রথম দুই ওভারেই তিন উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে তারা। সাহিবজাদা ফারহান, সঈম আয়ুব বা সলমন কেউই দুই অঙ্কে পৌঁছাতে পারেননি। বাবর আজমও ফেরেন মাত্র ৫ রানে। উসমান খানের ৩৪ বলে ৪৪ রান হারের ব্যবধান কমানো ছাড়া আর কোনও কাজে আসেনি। ভারতের হয়ে বুমরা, হার্দিক, অক্ষর প্যাটেল ও বরুণ চক্রবর্তী দু'টি করে উইকেট নেন। একটি করে উইকেট পান কুলদীপ যাদব ও তিলক বর্মা। মাঠের লড়াইয়ের পাশাপাশি আলোচনায় ছিল দুই দেশের ক্রিকেটীয় শীতলতা। এশিয়া কাপের পর বিশ্বকাপেও পাক অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন এড়িয়ে যান সূর্যকুমার। টসের সময় দুই অধিনায়ক দুই দিকে হেঁটে যান। ম্যাচের আগের দিন সূর্য জানিয়েছিলেন, দল ভাল ক্রিকেট খে লতেই এসেছে, অন্য বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ম্যাচের পর বোর্ড সূত্রে জানানো হয়, করমর্দন না করার সিদ্ধান্তেই অটল রয়েছে ভারতীয় দল। দলের শোচনীয় পরাজয় গ্যালারিতে বসে সহ্য করতে পারেননি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি। পাকিস্তানের ইনিংসের মাঝপথেই তিনি স্টেডিয়াম ত্যাগ করেন। অন্যদিকে জয় উৎসর্গ করে সূর্যকুমার বলেন, এই জয় গোটা ভারতের জন্য। ১৭৫ রান এই পিচে গড়ের চেয়ে অন্তত ২০ রান বেশি ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সব মিলিয়ে, মাঠের বাইরে বয়কটের হুমকি থাকলেও বাইশ গজে ভারত-পাকিস্তান ব্যবধান আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রাক্তন ক্রিকেটার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকাস্থ ন্-এর মন্তব্যই যেন সত্যি প্রমাণিত হল;খেললেই হারবে। সুপার-এইটের টিকিট নিশ্চিত করে এখ ন বড় লক্ষ্যের দিকেই তাকিয়ে টিম ইন্ডিয়া। কলম্বোর এই জয় শুধু একটি ম্যাচের ফল নয়, বরং ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে ভারতের একাধিপত্যের আরেকটি দলিল। ছবি; এএফপি ।

সীমান্ত ঘেঁষে জামাতের উত্থানে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে সরব বিরোধী দলনেতা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে উগ্র মতাদর্শের প্রসারের আশঙ্কায় রাজ্য সরকারকে আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে এখন জাতীয় নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সামাজিক মাধ্যমে একটি তথ্যচিত্র বা 'ইনফোগ্রাফিক' প্রকাশ করে শুভেন্দু সতর্ক করেছেন যে, সীমান্তের ওপারে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়া ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য এক বড়সড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে বাংলাদেশের ২০২৬ সালের নির্বাচনে সীমান্তবর্তী ৬৮টি আসনে জামায়াতে ইসলামীর মতো সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধিকে তিনি বিপদের সঙ্কেত হিসেবে দেখছেন। বিরোধী দলনেতার মতে, ঢাকার শাসন পরিবর্তনের দিকে যখন বিশ্ব তাকিয়ে, তখন ভারতের পূর্ব সীমান্তে এক গুরুতর রাজনৈতিক সংহতি তৈরি হয়েছে। সাতক্ষীরা থেকে রংপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরের একেবারে উল্টো দিকে। শুভেন্দু মনে করেন, ওপারে আদর্শিক কট্টরপন্থা দানা বাঁধলে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে শিলিগুড়ি করিডর বা 'চিকেনস নেক'-এর ওপর। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র স্থলপথ

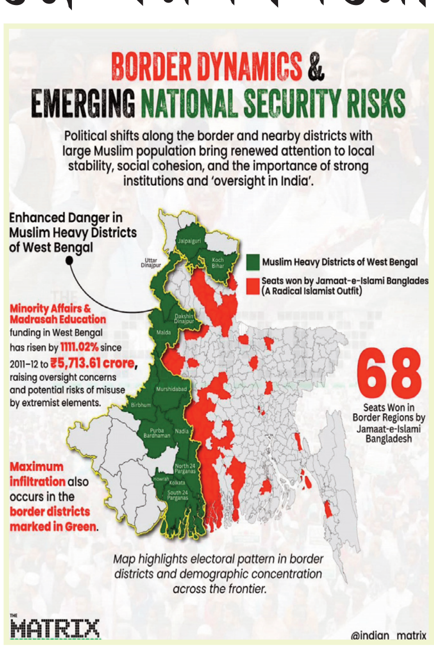

হওয়ায় কৌশলগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই পরিস্থিতিতে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তাই ভারতের নিরাপত্তা।' রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে শুভেন্দু জানান, বহু জায়গায় জমি জটের কারণে বিএসএফের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ আটকে রয়েছে। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, কলকাতা হাইকোর্টও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত জমি হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছিল। প্রশাসনিক টালবাহানায় অনুপ্রবেশ বাড়ছে এবং এর ফলে সীমান্তের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। সেই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরে ২০১১-১২ সালের তুলনায় বরাদ্দ প্রায় ১১১১.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এর আগে । বর্তমানে এই বরাদ্দ ৫,৭১৩.৬১ কোটি টাকা। তাঁর আশঙ্কা, সঠিক নজরদারি না থাকলে চরমপন্থী শক্তি এই বিপুল অর্থের অপব্যবহার করতে পারে। শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট দাবি, তোষণের রাজনীতি চললে জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তিনি তিনটি প্রধান সমাধানের পথ বাতলেছেন, বিএসএফের সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয়, জিরো টলারেন্স নীতি এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করা। তিনি মনে করেন, শুধুমাত্র 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারই সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম। ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, সীমান্তে উগ্র মতাদর্শের উত্থান অবৈধ অনুপ্রবেশকে ত্বরান্বিত করবে এবং 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর ধারণাকে শক্তিশালী করবে। যদিও শাসকদলের তরফে এই বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

উপহারে মমতার 'মিষ্টি' কূটনীতি

'তারেকভাই'কে শুভেচ্ছা 'দিদি'র

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পদ্মাপাড়ে পালাবদলের পর এবার গঙ্গার ধারের বাসিন্দাদের সঙ্গেও সম্পর্কের সুতো নতুন করে বাঁধতে তৎপর কলকাতা। বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-র জয় এবং তারেক রহমানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত হতেই সৌহার্দ্যের বার্তা পাঠালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সৌজন্যের খ াতিরে কেবল ফোনে কথোপকথন বা সমাজমাধ্যমে শুভেচ্ছাবার্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি, রীতিমতো ফুল এবং বাংলার বিখ্যাত মিষ্টি পাঠিয়ে 'তারেকভাই'-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন 'দিদি'। বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা প্রথম আলো সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশনে বিএনপি-র দলীয় কার্যালয়ে সেই উপহার পৌঁছেছে । আর তাতেই দুই বাংলার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন চর্চা। ১৭ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশের মসনদে বসতে চলেছেন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান। নির্বাচনের ফল আসতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের এই বিপুল জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই আমার তারেকভাইকে, তাঁর দলকে ও অন্যান্য দলকে। সবাই ভালো থাকুন, সুখী থাকুন। আমাদের সঙ্গে সব সময় বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে ।

দেশে কৃষক স্বার্থে 'বিশ্বাসঘাতকতা', মোদীকে বিঁধে ৫ প্রশ্নবান রাহুলের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ফের আরেকবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কাঠগড়ায় তুললেন রাহুল গান্ধী। লোকসভার পর সোশ্যাল মিডিয়া সর্বত্রই সুর চড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর অভিযোগ, এই চুক্তির আড়ালে দেশের কৃষকদের সঙ্গে চূড়ান্ত 'বিশ্বাসঘাতকতা' করছে কেন্দ্র। রবিবারের দুপুরে মোদী সরকারের দিকে পাঁচটি ধারালো প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে রাহুল দাবি করছেন, কৃষিপণ্য আমদানির এই সিদ্ধান্তে আদতে কোপ পড়বে দেশের অন্নদাতাদের পেটে।

কংগ্রেস সাংসদের অভিযোগ, আমেরিকার চাপে নতিস্বীকার করে দেশ বিক্রির পথে হাঁটছে বিজেপি সরকার। রাহুলের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আমেরিকার সঙ্গে হওয়া অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি। তিনি মনে করছেন, এই চুক্তির ফলে ভারতের কৃষিব্যবস্থা কার্যত মার্কিন সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। তাঁর প্রথম প্রশ্নটি সরাসরি পশুখাদ্য বা ডিডিজি আমদানি নিয়ে। রাহুল জানতে চেয়েছেন, 'ডিডিজি আমদানির বাস্তবিক অর্থ কী? এর মানে কি, ভারতের গবাদি পশুদের আমেরিকার জিএম কর্ন (ভুট্টার দানা) থেকে তৈরি ডিসটিলার্স গ্রেন খাওয়ানো হবে? এর ফলে আমাদের দুগ্ধজাত পণ্যগুলির উৎপাদন আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে না তো?'

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

অস্ত্রোপচারে এআই আশীর্বাদ না অদৃশ্য ঝুঁকি ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রযুক্তির অগ্রগতি সবসময়ই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই সেই ধারারই সাম্প্রতিকতম সংযোজন। রোগ নির্ণয় থেকে অস্ত্রোপচার সব ক্ষেত্রেই এর ব্যবহার বাড়ছে দ্রুতগতিতে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে প্রযুক্তির ওপর এই নির্ভরতা কতটা নিরাপদ ? সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা দেখাচ্ছে, সুবিধার পাশাপাশি এআই নির্ভর চিকিৎসা যন্ত্র গুরুতর ঝুঁকিও ডেকে আনতে পারে।চিকিৎসা সরঞ্জাম নির্মাতা Johnson & Johnson,এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান Acclarent তৈরি 'ট্রুডি নেভিগেশন সিস্টেম' দীর্ঘমেয়াদি সাইনোসাইটিসের অস্ত্রোপচারে চিকিৎসকদের সহায়তার জন্য ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে অস্ত্রোপচারের সময় যন্ত্রের অবস্থান নির্ধারণে সাহায্য করে। কাগজে-কলমে এটি নিখুঁত সহকারী কিন্তু বাস্তবের চিত্র ভিন্ন।U.S. Food and Drug Administration-এর কাছে জমা পড়া প্রতিবেদনে শতাধিক ত্রুটি ও নেতিবাচক ঘটনার অভিযোগ উঠেছে। ভুল নির্দেশনা, রোগীর মাথার খুলিতে ক্ষতি, ধমনি আঘাত, এমনকি স্ট্রোকের মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতির কথাও উঠে এসেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি এতটাই গুরুতর যে প্রশ্ন জেগেছে যন্ত্রের ওপর অন্ধ বিশ্বাস কি চিকিৎসাকে আরও অনিশ্চিত করে তুলছে ?বর্তমানে সিস্টেমটির মালিক Integra LifeSciences দাবি করেছে, এআই সরাসরি দায়ী এমন প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু দায় প্রমাণের আগেই ক্ষতি তো হয়ে যাচ্ছে। এখানেই মূল উদ্বেগ। প্রযুক্তির ব্যর্থতা মানেই কেবল যান্ত্রিক ত্রুটি নয় অনেক সময় তা মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।আরও চিন্তার বিষয়, গত কয়েক বছরে United States-এ এক হাজারের বেশি এআই,চালিত চিকিৎসা যন্ত্র অনুমোদন পেয়েছে। দ্রুত অনুমোদন যেমন উদ্ভাবনকে উৎসাহ দেয় তেমনই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা যাচাইয়ের ঘাটতি রেখে দেয়। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এআই ভিত্তিক যন্ত্র বাজার থেকে প্রত্যাহারের হারও তুলনামূলক বেশি।এআই চিকিৎসকদের সহায়ক এ কথা সত্য। কিন্তু সহায়ক কখনও সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হতে পারে না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানব চিকিৎসকের হাতেই থাকা উচিত। কারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, নৈতিক বোধ ও তাৎক্ষণিক বিচারক্ষমতার বিকল্প কোনো অ্যালগরিদম হতে পারে না। প্রযুক্তি দরকার,কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ছাড়া নয়।স্বাস্থ্যসেবায় এআই এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে যদি তার সঙ্গে যুক্ত থাকে কঠোর নজরদারি, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। নইলে এই 'স্মার্ট' যন্ত্রই হয়ে উঠতে পারে নীরব বিপদের কারণ।

জীবনী

ধুন্দিরাজ গোবিন্দ ফালকে

ভারতীয় চলচ্চিত্রের আদিপুরুষ এবং স্বপ্নদ্রষ্টা ধুন্দিরাজ গোবিন্দ ফালকে যাঁকে বিশ্ব চেনে দাদাসাহেব ফালকে নামে তাঁর প্রয়াণ দিবস ১৬ ফেব্রুয়ারি। ১৯৪৪ সালের এই দিনে নাশিকে মহাপ্রয়াণ ঘটে এই মহান শিল্পীর, যিনি কেবল একটি নতুন শিল্পমাধ্যমের সূচনা করেননি বরং ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়কে সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দি করে এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। ১৮৭০ সালে মহারাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া এই মানুষটির চলচ্চিত্র তৈরির যাত্রাটি কোনো রূপকথার চেয়ে কম রোমাঞ্চকর ছিল না। পেশায় আলোকচিত্রী ও মুদ্রণ বিশারদ ফালকে যখন ১৯১০ সালে মুম্বাইয়ের একটি প্রেক্ষাগৃহে 'দ্য লাইফ অফ ক্রাইস্ট' সিনেমাটি দেখেন তখনই তাঁর মনে জেদ চেপেছিল যে ভারতীয়দেরও নিজস্ব ছবি থাকতে হবে যেখানে পর্দার চরিত্ররা হবে আমাদের চেনা দেবদেবী।সেই স্বপ্নপূরণের পথে বাধা ছিল অগণিত। তৎকালীন সমাজে চলচ্চিত্রকে কোনো সম্মানজনক পেশা হিসেবে দেখা হতো না। নিজের সম্বল বলতে যা ছিল সব বিক্রি করে দিয়ে এমনকি স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে তিনি সিনেমা তৈরির সরঞ্জাম কিনতে লন্ডনে পাড়ি জমান। সেখান থেকে ফিরে এসে শুরু হয় তাঁর সাধনা। ১৯১৩ সালে মুক্তি পায় ভারতের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্বাক চলচ্চিত্র 'রাজা হরিশচন্দ্র'। সেই যুগে সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে কোনো নারী অভিনয়ে আসতে রাজি হননি ফলে ফালকে পুরুষদের দিয়েই নারীবস্ত্র পরিয়ে অভিনয় করিয়েছিলেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম আর প্যাশনের ফসল হিসেবে যখন পর্দায় প্রথমবার ভারতীয় উপাখ্যান জীবন্ত হয়ে উঠল তখন তা সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করল। ফালকের এই জেদই পরবর্তীকালে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করার প্রথম ধাপ ছিল।তিনি কেবল একজন পরিচালক ছিলেন না একইসাথে তিনি ছিলেন চিত্রনাট্যকার, সম্পাদক এবং স্পেশাল ইফেক্টের কারিগর। তাঁর 'লঙ্কা দহন' বা 'শ্রীকৃষ্ণ জন্ম' ছবিগুলোতে তিনি ক্যামেরা ট্রিকস ব্যবহার করে যেসব জাদু পর্দায় দেখিয়েছিলেন তা সমসাময়িক প্রযুক্তির নিরিখে ছিল বিস্ময়কর। ১৬ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রয়াণ দিবসটি তাই কেবল শোকের দিন নয় বরং ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিবর্তনের ইতিহাসকে ফিরে দেখার দিন। বর্তমানে ভারতীয় সিনেমা যে জৌলুস আর প্রযুক্তির শিখরে পৌঁছেছে তার মূলে রয়েছে ফালকের সেই একক লড়াই। তাঁর সম্মানেই ভারত সরকার ১৯৬৯ সাল থেকে চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ সম্মান 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার' প্রবর্তন করেছে। তিনি আমাদের শিখিয়ে গেছেন কীভাবে শূন্য থেকে সাম্রাজ্য গড়তে হয় এবং কীভাবে নিজের সংস্কৃতির ওপর বিশ্বাস রেখে বিশ্বমঞ্চে জায়গা করে নিতে হয়। আজ ১৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই মহান কারিগরের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নয় বরং নিজের শেকড়কে চেনার এক নিরন্তর প্রক্রিয়া। চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাসের প্রতিটি পাতায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে কারণ তিনিই শিখিয়েছিলেন যে ভারতীয়দের গল্পও পর্দায় কথা বলতে পারে।

মহাশিবরাত্রি

সুমিত্রা সাউ গিরি, কাঁথি,পূর্ব মেদিনীপুর

শিবের মাথায় জল ঢাললে নাকি শিবের মত বর পাওয়া যায় আমরা সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি। সত্যি কি তাই !তাহলে কি শুধু অবিবাহিত মেয়েরাই বর পাওয়ার উদ্দেশ্যে শিবরাত্রি ব্রত পালন করে ! না তা নয় আসলে শিবরাত্রি ব্রত পালন করে সব শ্রেণীর সব বয়সের মানুষই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। শিবরাত্রি হিন্দুদের এক পবিত্র ধর্মীয় উৎসব।

শিব শব্দের অর্থ কল্যাণ। আর রাত্রি মানে আলোর অভাব,অজ্ঞনতা দূরীকরণে শিবরাত্রি।

শিবরাত্রি ব্রত পালনে আত্মশুদ্ধিকরণ, অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞানের আলোয় বিচরণ। সেই ছোট বেলাতে দেখতাম কাঁসার ঘটিহাতে সুসজ্জিত লালপেড়ে সাদা বা হলুদ শাড়ি পরিহিত মা দিদিরা এবং সাদা -লাল হলুদ পাঞ্জাবি পরা দাদারা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য। শিবরাত্রি মানুষের কাছে শুধু ব্রত বা উৎসব নয়। এটা একটা ভক্তি আবেগ আত্মিক শান্তির অন্বেষণ ত্যাগ ও তপস্যা। শিবরাত্রি তো শিব আর শক্তির মিলনের উৎসব। শিবরাত্রি ব্রতের মাধ্যমে কেউ মোক্ষলাভের চেষ্টা করে ,কেউ সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তি কামনা করে। মনের সব কালিমা, কাম -ক্রোধ -লোভ, অশান্তি -আসক্তি, হিংসা থেকে মুক্তি পাওয়ার এক বিশেষ দিন এই শিবরাত্রি। মহাশিবরাত্রি হল হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যা ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে পালিত হয়। বারোমাসে বারোটি শিবরাত্রির এটি অন্যতম মহাশিবরাত্রি তাই। বহু পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কাহিনী রয়েছে এই শিবরাত্রি নিয়ে। শিবমহাপুরাণ অনুসারে, অতি প্রাচীনকালে বারাণসী তথা কাশীধামে এক নিষ্ঠুর ব্যাধ বাস করত। সে প্রচুর জীবহত্যা করত। একদিন শিকারে বেরিয়ে তার খুব দেরী হওয়ার ফলে সে জঙ্গলে পথ হারিয়ে রাতে হীংস্র জন্তুর ভয়ে বেলগাছের উপর আশ্রয় নেয় । কোনো শিকার না পেয়ে সে হতাশ হয়ে গাছ থেকে একটা করে বেলপাতা ছিঁড়ে নীচে ফেলতে থাকে।আর সেই বেলগাছের নীচে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। সেদিন ছিল শিবচতুর্দশী অর্থাৎ মহাশিবরাত্রি। আর ব্যাধও ছিল উপবাসী। তার ফেলা বেলপাতাগুলো শিবলিঙ্গের মাথায় পড়ে এর ফলে তার শিবচতুর্দশী ব্রতের ফল লাভ হয় তার অজান্তেই। পরদিন ব্যাধ বাড়ী ফিরে এলে তার খাবার সে এক অতিথিকে দিয়ে দেয়। মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ হয় । এর কিছুদিন পরে সেই ব্যাধ মারা গেলে যমদূতরা তাকে নিতে আসে। কিন্তু শিবচতুর্দশী ব্রতের ফল লাভ হেতু শিবদূতরা এসে যুদ্ধ করে যমদূতদের হারিয়ে ব্যাধকে নিয়ে যায়। যমরাজ তখন শিকার করেন যে শিবচতুর্দশী ব্রত পালন করে এবং শিব বা বিষ্ণুর ভক্ত যেই জন, তার উপর যমের কোনো অধিকার থাকেনা। সে মুক্তিলাভ করে। এইভাবে মর্ত্যলোকে শিবচতুর্দশী ব্রতের প্রচার ঘটে। বেলপাতা শিবপুজোয় বিশেষ উপাদান হিসেবে গন্য হয়।

লিঙ্গপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্ধপুরাণে মহা শিবরাত্রির উল্লেখ রয়েছে।কিংবদন্তি অনুসারে, এই রাতেই শিব ও পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল এর নিগুঢ় অর্থ হল শিব ও শক্তি তথা পুরুষ ও আদিশক্তি বা প্রকৃতির মিলন। একটি ভিন্ন কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে যে লিঙ্গের মতো শিব মূর্তিগুলিকে অর্পণ করা হল একটি বার্ষিক উপলক্ষ যা অতীতের পাপ থেকে মুক্তি পেতে একটি পুণ্য পথে পুনরায় শুরু করার এবং এর ফলে কৈলাশ পর্বতে পৌঁছানো এবং মুক্তি লাভ। শিবরাত্রি নিয়ে

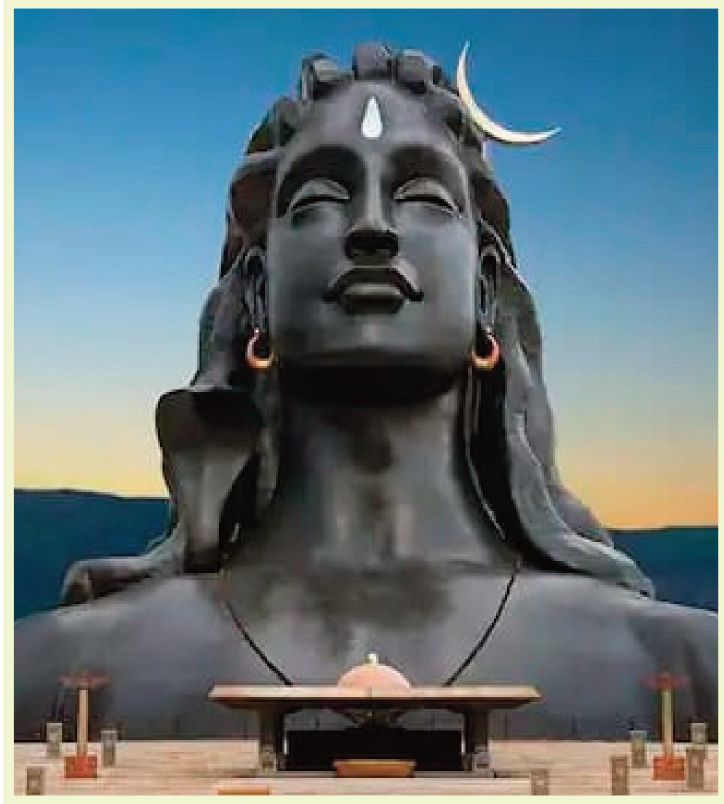

এমন বহু ধারণা,কিংবদন্তী ঘটনা রয়েছে।উৎসবের আচার অনুষ্ঠানেও দেখা যায় নানা রীতি রেওয়াজ। কোথাও শিব, পার্বতীর বিয়ে, কোথাও বা নানা উপচার-সহ রুদ্রাভিষেক। কোথাও শিবের তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কথা বলা হয়েছে। আবার কোথাও বলা হয়েছে শিবচতুর্দশী অর্থাৎ শিবরাত্রির দিনই শিব সমুদ্র মন্থনের হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে জগৎকে রক্ষা করেছিলেন।এ দিন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সারা দিনের উপবাসের শেষে শিবের পুজো করে থাকেন পুণ্য লাভের আশায়। এমনটাই তো চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। সব ব্রতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল এই মহাশিবরাত্রি। ব্রতের আগের দিন ভক্তগণ নিরামিষ আহার করে। রাতে বিছানায় না শুয়ে মাটিতে শুয়ে কাটান অনেকেই ।ব্রতের দিন তারা উপবাসী থাকে। তারপর রাত্রিবেলা চার প্রহরে শিবলিঙ্গকে দুধ, দই, ঘৃত, মধু ও গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর বেলপাতা, নীলকণ্ঠ ফুল, ধুতুরা, আকন্দ, অপরাজিতা প্রভৃতি ফুল দিয়ে পূজা করা হয়। আর 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মহামন্ত্র জপ করা হয় । সেদিন রাত্রি জাগরণ করা হয় ও শিবের ব্রতকথা, মন্ত্র আরাধণা করা হয়। ভারতবর্ষের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ তথা সমস্ত শিবমন্দিরে এই পূজা চলে। এসবই হয় মানসিক শান্তি তথা শুদ্ধিকরণের জন্যই।তান্ত্রিকেরাও এইদিন সিদ্ধিলাভের জন্য বিশেষ সাধনা করে।তবে সময়ের সাথে সাথে নিয়মকানুন, উপাচার সবেতেই পরিবর্তন এসেছে। এখন অনেকেই উপোস করেন বিভিন্ন ভাবে, পুরোপুরি নির্জলা নাও করতে পারেন। শিবের ব্রতে দুধ কলা নারকেল সহযোগে সাগু মাখা খাওয়া যেন অমৃত সমান। তরমুজ, শাঁকালু শসা এসব অনেকেই খেয়ে থাকেন জল ঢালার পর।অনেকেই মন্দিরে না যেতে পারলে বাড়িতেই ভক্তিভরে শিবের আরাধনা করেন। মন্দিরে মন্দিরে ভক্তদের সমাগম হয়। কোথাও কোথাও উৎসব,মেলা বসে। মহাশিবরাত্রি অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গ তথা সোমনাথ, মল্লিকার্জুন, মহাকালেশ্বর, ওঁকারেশ্বর, কেদারনাথ, ভীমশঙ্কর, বিশ্বেশ্বর, ত্র্যয়ম্বকেশ্বর, বৈদ্যনাথ, নাগেশ্বর, রামেশ্বর ও ঘুশ্মেশ্বর এ বহু মানুষের সমাগম হয় ও সবার হাতে এই জ্যোতির্লিঙ্গের পূজা ও পবিত্র স্পর্শলাভ ঘটে।শিবরাত্রি নেপালের একটি জাতীয় ছুটির দিন এবং সারা দেশের মন্দিরে বিশেষ করে পশুপতিনাথ মন্দিরে ব্যাপকভাবে উদযাপিত হয় ।আমাদের এখানে কোথাও কোথাও ছুটি থাকে।খাজুরাহোর শিব মন্দিরগুলিতে মহা শিবরাত্রিতে একটি প্রধান মেলা এবং নৃত্য উৎসব হয়।আমাদের বাংলায় কেদারথান, তারকেশ্বর, চন্দনেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ছাড়াও ছোট বড়ো সব শিবমন্দিরে ভক্তদের লম্বা লাইন পড়ে। অস্থায়ীভাবে ও অনেক জায়গায় শিবের আরাধনার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। হর হর মহাদেব ধ্বনিতে মুখরিত হয় আকাশ এই দিনে অনেকেই শিবের প্রিয় রঙ লাল, হলুদ, সবুজ ইত্যাদি রঙের পোশাক পরে মন্দিরে যান। আর সাজসজ্জার কথা বললে, মন্দিরগুলোও বেশ ফুল, লাইট আর অন্যান্য সাজসজ্জায় সেজে ওঠে । তবে ফ্যাশন, প্রগতি- প্রযুক্তির ছোঁয়া দেখা দিয়েছে আজকাল মহাশিবরাত্রি ব্রত পালনেও। ভক্তির চেয়ে দেখনধারি সাজসজ্জা বেশি। শিবরাত্রি ব্রতের একাল আসলে সনাতন ভক্তি এবং আধুনিক যান্ত্রিক জীবনের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, যেখানে আড়ম্বরের সাথে নিষ্ঠা ও মানসিক আত্মনিবেদন ও জড়িয়ে থাকুক। অন্ধকার আর অজ্ঞানতা দূর হোক সমাজের সকল প্রান্ত থেকে। শিবরাত্রি ব্রতং নামসর্বপাপ প্রণাশনম। আচণ্ডাল মনুষ্যনাং ভক্তি মুক্তি প্রদায়কম। ওঁ নমঃ পার্বতীপতয়ে হর হর মহাদেব শম্ভু।

বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ

সঞ্জয়কুমার দাস

বাংলা ভুলি কী করে? বাংলা বুকের ভিতরে'; এই পংক্তি আজও অনেক বাঙালির স্মৃতির দরজায় নীরবে কড়া নাড়ে। প্রায় তিন দশক আগে রচিত একটি গান কীভাবে সময়ের সীমানা পেরিয়ে বাঙালিত্বের পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ 'বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ চিংড়ি কচি লাউ'। এই গান শুধু একটি সুরেলা সৃষ্টি নয়, বরং বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের এক অনন্য দলিল।

বাংলা গানের ইতিহাস দীর্ঘ ও বহমান। চর্যাপদের ছন্দ থেকে শুরু করে লোকসংগীত, আধুনিক গান কিংবা চলচ্চিত্রের সুর; প্রতিটি স্তরেই বাঙালির আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছে সঙ্গীতকে ঘিরে। লোকগানের সহজ ভাষা ও জীবনঘনিষ্ঠতা সেই ধারাকে আরও গভীর করেছে।

'বড়োলোকের বিটি লো' কিংবা 'লালপাহাড়ির দেশে যা' যেমন মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে, তেমনই নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে এসে নতুন এক আবেগের ভাষা হয়ে ওঠে 'বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ'।

গানটির জন্ম আসলে এক সাংস্কৃতিক উপলব্ধির ফল। আসানসোলের এক অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষা ও বাঙালিয়ানা নিয়ে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা। সেখানে উঠে আসে একটি সহজ প্রশ্ন; নিজের অর্থে কেনা গাড়ির নম্বর যদি নিজের ভাষায় লেখা না যায়, তবে ভাষার ব্যবহার কোথায়? এই কথাই গভীরভাবে নাড়া দেয় গীতিকার গিয়াসুদ্দিন দালালকে। বাস্তব জীবনে বাংলার উপস্থিতি নিয়ে ভাবতে ভাবতেই তাঁর মনে জন্ম নেয় গানটির মূল ভাবনা। পরদিনই লেখা হয়ে যায় গানটি।

প্রথমে স্থানীয় পরিসরে গানটি প্রকাশ পেলেও এর প্রকৃত যাত্রা শুরু হয় কলকাতায় সুরকার কল্যাণ সেন বরাটের হাতে পৌঁছানোর পর। তিনি গানটির কথায় খুঁজে পান এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা। সহজ অথচ হৃদয়গ্রাহী সুরে গানটি সাজানো হয় এবং কণ্ঠশিল্পী লোপামুদ্রা মিত্রের কণ্ঠে ১৯৯৮ সালে রেকর্ড হওয়ার পরই গানটি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলা ভাষা, খাদ্যসংস্কৃতি, উৎসব ও সামাজিক সহাবস্থানের যে মেলবন্ধন গানটির কথায় উঠে এসেছে, তা শ্রোতার মনে সহজেই জায়গা করে নেয়। গানটির জনপ্রিয়তার মূল রহস্য লুকিয়ে আছে তার ভাবনায়। এখানে বাংলা কেবল ভৌগোলিক পরিচয় নয়; বাংলা রয়েছে টুসু গানে, ঈদের লাড্ডুতে, ভাইফোঁটার আচারেও। অর্থাৎ ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস ও লোকসংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন ধারাকে এক সুতোয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এই সমন্বয়ের ভাষাই গানটিকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

পরবর্তী সময়ে নৃত্যনাট্য 'গুপী বাঘার কাণ্ড'-এর প্রয়োজনে গানটির নতুন উপস্থাপনা তৈরি হয়। চরিত্রের প্রয়োজন অনুযায়ী পুরুষ কণ্ঠে গানটি পরিবেশনের জন্য শ্রীকান্ত আচার্যকে দিয়ে পুনরায় রেকর্ড করা হয়। এভাবে গানটি নতুন প্রেক্ষাপট পায় এবং আরও বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌঁছে যায়। সুরকারের ভাবনায় গানটি হয়ে ওঠে বাঙালির শান্তি ও ঐক্যের প্রতীক, যেন গুপী-বাঘার গানের মতোই বিভেদের অবসান ঘটানোর আহ্বান।

গানটির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো এর সঞ্চারী অংশের পরিবর্তন। 'বেওরা পুকুর' শব্দবন্ধ শহুরে শ্রোতার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠায় পরে তা সংশোধন করা হয়। আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে বসেই গীতিকার নতুন করে লিখে দেন অংশটি; যেখানে টুসু গান, শীতের সকাল এবং নতুন চালের ভাপা পিঠের আবেগ অক্ষুণ্ন রাখা হয়। এই পরিবর্তন প্রমাণ করে, একটি গান সময়ের সঙ্গে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারে।

গীতিকার ও সুরকার উভয়ের মতে, গানটির সাফল্যের কারণ তার সহজতা। বক্তৃতা বা তাত্ত্বিক আলোচনায় যে বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানো কঠিন, একটি গান তা অনায়াসে পৌঁছে দিতে পারে।

খাদ্য, উৎসব, লোকসংস্কৃতি আর আবেগের মাধ্যমে বাংলা এখানে জীবন্ত হয়ে ওঠে।আজও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানটি গাওয়া হলে শ্রোতারা এক ধরনের নস্টালজিয়ায় ভেসে যান। অনেকের মতে, গিয়াসুদ্দিন দালাল যদি আর কোনো সৃষ্টি না-ও করতেন, এই একটি গানই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যথেষ্ট। কারণ এটি কেবল একটি জনপ্রিয় গান নয়; এটি বাঙালির আত্মপরিচয়ের সুরেলা প্রকাশ।একটি গানের জন্ম যে কত অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও সময়ের সঞ্চয়ে সম্ভব, 'বাংলা আমার সর্ষে ইলিশ' তারই প্রমাণ। ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে শুরু হয়ে মানুষের সম্মিলিত আবেগে পৌঁছানোর এই যাত্রাই গানটিকে দিয়েছে স্থায়িত্ব। আর সেই কারণেই, তিন দশক পরেও গানটি শুধু শোনা হয় না; অনুভব করা হয়। আমাদের আরও শ্লাঘার কারণ, মুর্শিদাবাদের সাথে গানটির যোগসূত্র। গীতিকার গিয়াসুদ্দিন দালাল মুর্শিদাবাদের জামাই। ফরাক্কা তাঁর শ্বশুরবাড়ি। ফরাক্কাবাসী হিসেবে এও বড়ো প্রাপ্তি।

তথ্যঋণ

সঞ্জয়কুমার দাসকে দেওয়া গিয়াসুদ্দিন দালাল মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ।

সঞ্জয়কুমার দাসকে দেওয়া কল্যাণ সেন বরাট মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ।

উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/16/2026 2:26 AM Page 6

বাতিল হচ্ছিল রিয়্যালিটি শো-র সফর অঙ্কিতার ত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন অভিষেক

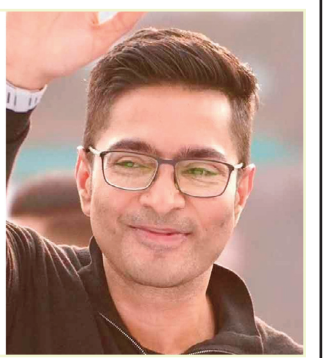

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ শেষ মুহূর্তে স্বপ্নভঙ্গ হতে বসেছিল। পাসপোর্ট জটে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো থেকে বাদ পড়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কাঁথির কন্যা অঙ্কিতা প্রধান। তবে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তড়িৎহস্তক্ষেপে সেই মেঘ কেটে গেল। মায়ের পাসপোর্ট হাতে আসায় এখন দুবাই যাওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত পূর্ব মেদিনীপুরের এই খুদে প্রতিভা।সদ্যই মুম্বই পর্ব শেষ করে ওই সঙ্গীতকেন্দ্রিক রিয়্যালিটি শো-র ‘সেরা ১০ প্রতিযোগী’ পাড়ি দিচ্ছে দুবাইয়ে। সেখানেই হবে পরবর্তী শুটিং। কিন্তু জটিলতা তৈরি হয়েছিল অঙ্কিতাকে নিয়ে। নাবালিকা হওয়ায় অঙ্কিতার সঙ্গে তাঁর মায়ের যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। দু’জনে একসঙ্গে পাসপোর্টের আবেদন জানালেও অঙ্কিতার পাসপোর্ট চলে আসে, অথচ তাঁর মায়ের আবেদনটি আটকে যায়। এদিকে চ্যানেল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তিন দিনের ডেডলাইন ক্রমশ ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিল। সময়মতো পাসপোর্ট না মিললে দুবাইয়ের বিমান ধরা তো দূর, প্রতিযোগিতার লড়াই থেকেও ছিটকে যেতে হতো কাঁথির মেয়েকে।এই চরম উৎকণ্ঠার আবহে অঙ্কিতার পরিবার সরাসরি যোগাযোগ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরের সঙ্গে। বিষয়টি জানতে পেরে দ্রুত পদক্ষেপে উদ্যোগী হন সাংসদ। তাঁর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে দ্রুত জট কাটতে শুরু করে। সব বাধা পেরিয়ে গত শনিবার হাতে আসে অঙ্কিতার মায়ের পাসপোর্ট। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে ওই প্রতিযোগীর পরিবারে।রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনার পিছনে নিছক সহায়তার চেয়েও গভীর তাৎপর্য রয়েছে। বিশেষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দার বিপদে অভিষেকের এগিয়ে আসা ‘স্থানমাহাত্ম্য’ হিসেবেই দেখছেন অনেকে। এর আগে নন্দীগ্রামে ‘সেবাশ্রয়’ কর্মসূচি নিয়েও চর্চা হয়েছিল। যদিও অন্য পক্ষ মনে করছে, এটি একজন দায়িত্বশীল রাজনীতিকের মানবিক পদক্ষেপ মাত্র। তবে শেষ পর্যন্ত সব জট কাটিয়ে অঙ্কিতার সুরেলা সফর বজায় থাকল, এটাই মেদিনীপুরবাসীর কাছে বড় স্বস্তি।

ভূতুড়ে’ ভোটারকাণ্ডে অফিসারদের বিরুদ্ধে এফআইআরের সময়সীমা বেঁধে দিল কমিশন

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে বিদ্ধ চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে রাজ্যকে চরম সময়সীমা বেঁধে দিল নির্বাচন কমিশন। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে নবান্নকে। মাসের পর মাস কেটে গেলেও কেন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়নি, তা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ দিল্লির নির্বাচন সদন। শুক্রবারই রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে দিল্লিতে তলব করে এই বিষয়ে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছিল। তার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এবার কড়া নির্দেশিকা পাঠিয়ে নবান্নকে কার্যত কোণঠাসা করল কমিশন।গত বছর থেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় ‘ভুয়ো’ নাম অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। অভিযোগের তির ছিল মূলত চার আধিকারিকের দিকে তথাগত মণ্ডল, দেবোত্তম দত্তচৌধুরী, বিপ্লব সরকার এবং সুদীপ্ত দাস। তাঁদের সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল সুরজিৎ হালদার নামে এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরেরও। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছিল, তালিকায় বেআইনিভাবে নাম ঢুকিয়ে ওই আধিকারিকেরা গুরুতর অপরাধ করেছেন। তাঁদের তৎক্ষণাৎ নিলম্বিত করে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল গত ৫ এবং ৮ অগস্ট। কিন্তু নবান্ন কেবল সুদীপ্ত এবং সুরজিৎকে দায়িত্ব থেকে সরিয়েই দায় সারে। বাকিদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশকে গুরুত্ব না দেওয়ায় গত ২ জানুয়ারি দুই জেলাশাসককে ফের রিমাইন্ডার পাঠানো হয়েছিল। তবুও বরফ গলেনি। পালটা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের থেকে আইনি পরামর্শ নিয়ে নবান্ন জানায়, ওই আধিকারিকদের অপরাধ এফআইআর করার মতো গুরুতর নয়। রাজ্যের বক্তব্য ছিল, ওই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে ‘অপরাধ’ এফআইআর করার মতো যথেষ্ট নয়। কম গুরুত্বপূর্ণ অপরাধে এত বড় শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু নবান্নের এই যুক্তি ধোপে টেকেনি কমিশনের কাছে।

স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনওরকম আপস করতে নারাজ কমিশন এবার সরাসরি সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বুঝিয়ে দিল, মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে এফআইআর না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। এখন দেখার, কমিশনের এই ‘ডেডলাইন’ মেনে নবান্ন শেষ পর্যন্ত পিছু হটে কি না।

সাতসকালে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড টালিগঞ্জে, আতঙ্কিত তারকারা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রবিবার সকালে খাস কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড। টালিগঞ্জের অভিজাত ডায়মন্ড সিটি সাউথ আবাসনে বিধ্বংসী আগুনের জেরে তুমুল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। আবাসনের টাওয়ার-২ এর চারতলায় আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই জীবন বাঁচাতে সন্তানকে নিয়ে পথে নেমে আসেন টলি-দম্পতি যশ দাশগুপ্ত ও নুসরত জাহান। ওই একই আবাসনে থাকেন অভিনেত্রী তথা বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দমকল ও পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার সকালে আচমকাই টাওয়ার-২ এর একটি বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন বড় আকার ধারণ করে। সেই সময় ফ্ল্যাটের ভেতরে কেউ না থাকলেও দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে ঘরের আসবাবপত্র। সাতসকালে আগুনের খবর চাউর হতেই বাসিন্দাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বহুতল আবাসন থেকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করেন সকলে। আতঙ্কে নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে দ্রুত নিচে নেমে আসেন যশ ও নুসরত। প্রাথমিক তদন্তে দমকলের অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই বিপত্তি ঘটেছে।আবাসন কর্তৃপক্ষ দ্রুত খবর দেয় পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর মেলেনি, তবে যান্ত্রিক বিভ্রাটে ফ্ল্যাটের ভেতরে প্রচুর টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সময়মতো দমকল না পৌঁছলে আগুন অন্যান্য ফ্লোরে ছড়িয়ে পড়ে বড়সড় বিপর্যয় ঘটাতে পারত।অন্যদিকে ঘটনার সময় আবাসনে উপস্থিত ছিলেন না সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, ‘আবাসনে আগুন লাগার কথা শুনেছি। তবে সেই সময় আমি ওখানে ছিলাম না। বরাহনগরে ক্যাম্পে এসেছি। আমি সুস্থই আছি।’ উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের এক বহুতলে আগুন লেগে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার খাস টালিগঞ্জের তারকা-খচিত আবাসনে এই অগ্নিকাণ্ড শহরের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিল।

‘ভাতা রাজনীতি’ রুখতে আদিবাসী ক্ষোভে শান দিয়ে বুথমুখী হাত শিবির

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিধানসভা ভোটের দামামা বাজার আগেই বাংলার রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল কংগ্রেস। এবারের লড়াইয়ে আদিবাসী ও তফসিলি জনজাতি সম্প্রদায়ের সমর্থনকেই তুরুপের তাস করতে চাইছে বিধান ভবন। স্রেফ সরকারি ভাতার মলাটে যে জনজাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়, সেই ‘ক্ষোভ’কে হাতিয়ার করেই এবার রাজ্যের প্রতিটি বুথে বিশেষ কমিটি গড়ার ডাক দিল প্রদেশ কংগ্রেস। শনিবার বিধান ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই বড়সড় সাংগঠনিক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন দলের এসসি সেলের চেয়ারম্যান রাজেন্দ্রপাল গৌতম। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার ২৯৪টি আসনের পাটিগণিত কষতে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব দেখছে, রাজ্যের প্রায় ৩৮ শতাংশ ভোটারই তফসিলি জাতি ও জনজাতিভুক্ত। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের দাবি, জনগণনা হলে এই পরিসংখ্যান আরও বাড়বে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের সমর্থন পেতে তৃণমূল ও বিজেপি উভয় শিবিরের বিরুদ্ধেই সুর চড়িয়েছে হাত শিবির। রাজেন্দ্রপালের কথায়, ‘কংগ্রেস সরকারই আদিবাসী জনজাতির জন্য প্রকৃত কাজ করেছে। এখন বিজেপি ও তৃণমূল দুই সরকারই তাঁদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। নির্বাচনের আগে ভাতার প্রলোভন দেখিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা চলছে।’সাম্প্রতিক রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বেকারদের জন্য ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের ঘোষণাকে সরাসরি কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। তৃণমূল সরকারের এই দাওয়াইয়ের মোকাবিলায় রাজেন্দ্রপালের সাফ বক্তব্য, ‘কাজের সুযোগ না বাড়িয়ে ভাতা দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না।’ কেন্দ্র ও রাজ্যের বিরুদ্ধে সমান আক্রমণ শানিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, এক লক্ষের বেশি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন দলিত ও আদিবাসী পড়ুয়ারা। তাঁর দাবি, ‘সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে বেসরকারি শিক্ষার প্রসার বাড়ছে। কিন্তু বেসরকারি স্কুলে মাসে ন্যূনতম চার হাজার টাকা খরচ করা জনজাতি পরিবারের পক্ষে অসম্ভব। অনেক পরিবারের মাসিক আয়ই যেখানে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে, সেখানে পড়াশোনা চালানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। এই আর্থিক টানাপোড়েন আর স্কলারশিপের দীর্ঘসূত্রতার কারণে বহু পড়ুয়া মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়ছে, এমনকি আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতারা।

তাঁদের মতে, জনজাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে গেলে চাই নিবিড় আন্দোলন। সেই লক্ষ্যেই বুথ, ব্লক ও বিধানসভা স্তরে আলাদা কমিটি গড়ে আদিবাসীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হচ্ছে । শুভঙ্কর সরকার মনে করেন, বাংলায় রবীন্দ্র-নজরুলের ঐতিহ্য থাকলেও বর্তমানে কেবল বিভেদের রাজনীতি চলছে।

সংখ্যালঘু ভোট টানতে শুভেন্দুর উল্টো পথে এবার রাজ্য সভাপতি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট ও সংগঠন নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ‘কঠোর’ অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সংখ্যালঘু সমাজকে ব্রাত্য করে নয়, বরং তাঁদের আপন করে নেওয়ার ডাক দিলেন তিনি। শনিবার দলের সংখ্যালঘু মোর্চার সম্মেলনে শমীক সাফ জানান, বিজেপি বিভাজনের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজেপি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে যে প্রচার চলছে, তাকে স্রেফ বিভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দেন তিনি। বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে শমীকের এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দলের অন্দরে শুভেন্দু যখন সংখ্যালঘু মোর্চার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, ঠিক তখনই উদার মনোভাবের পরিচয় দিলেন রাজ্য সভাপতি। সম্মেলনে শমীকের বার্তা, ‘সংখ্যালঘুদের কাছে পৌঁছতে হবে। যাঁদের হাতে তরোয়াল আছে সেটা কেড়ে তাঁদের হাতে আমরা কলম ধরিয়ে দেব। বোমার পরিবর্তে হাতে বই তুলে দেব।’ শমীক মনে করেন, উন্নয়ন ও শিক্ষার আলো পৌঁছে দিলেই ভ্রান্ত ধারণা মুছে যাবে। এদিন কৌশলে সিপিএম এবং ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকেও এক সারিতে বিঁধেছেন শমীক। সম্প্রতি কলকাতায় হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে মহম্মদ সেলিমের গোপন বৈঠক নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছিল। সেই প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, ‘বাবরি মসজিদ তৈরির চেষ্টা হুমায়ুনের। আর মসজিদ তৈরির পিছনে সিপিএম পার্টির মধ্যে সেলিমও আছেন। ধর্ম না মানা বামপন্থীরা কেন রাতের অন্ধকারে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দেওয়া নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। সেলিমের নাম করে তাঁর কটাক্ষ, ‘ধর্ম না মানা পার্টির নেতা এখানে যিনি বিজেপিকে আক্রমণ করছেন। রাতের বেলা হুমায়ুনের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করছেন। এদিনের সম্মেলনে রাহুল সিনহা, অমিতাভ রায়, আলি হোসেন ও কাশেম আলিদের উপস্থিতিতে শমীক বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপি সবকা সাথ, সবকা বিকাশের নীতিতেই অনড়।

বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় জলপথে বদল আসছে হাই-স্পিড ক্যাটামারান

নয়া জামানা, হুগলী ঃ যানজটের ঝক্কি এড়িয়ে এবার গঙ্গার হাওয়ায় গা ভাসিয়েই পৌঁছে যাওয়া যাবে হলদিয়া বা গঙ্গাসাগর। হুগলি নদীর জলপথ পরিবহণে আমূল বদল আনতে একগুচ্ছ অত্যাধুনিক ক্যাটামারান ভেসেল কিনছে রাজ্য সরকার। সাধারণ লঞ্চের তুলনায় দ্বিগুণ গতি আর আধুনিক সুযোগ-সুবিধার মিশেলে এই জলযানগুলি পর্যটন ও যাতায়াতের সংজ্ঞাই বদলে দেবে বলে মনে করছে নবান্ন। বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে এই ভেসেলগুলি কেনা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রের খবর, নদীপথে যাতায়াতের সময় প্রায় অর্ধেক কমিয়ে আনবে এই ক্যাটামারান। নতুন এই উদ্যোগে একদিকে যেমন মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ বা মায়াপুরের মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলো হাতের নাগালে আসবে, তেমনই যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে এতে থাকছে বাতানুকূল ব্যবস্থা এবং বায়ো-টয়েলেট। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ‘নতুন ধরনের যে ক্যাটামারান ভেসেল কেনা হচ্ছে, সেগুলি অপেক্ষাকৃত কম ওজনের ইস্পাত দিয়ে তৈরি হবে। সেজন্য এগুলির গতি বেশি হবে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আরও কিছু বাড়তি সুবিধা থাকবে এতে। আমরা অনেক নতুন জেটি বানাচ্ছি। তার জন্য নতুন ভেসেল কিনতে হচ্ছে।’ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২০টি নতুন জলযান কেনা হচ্ছে। এর মধ্যে ৩০০ জন যাত্রী বহনে সক্ষম ৫টি বড় ক্যাটামারান থাকছে, যার প্রতিটির দাম প্রায় ৪ কোটি টাকা। এছাড়াও ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১০০ আসন বিশিষ্ট ১০টি ছোট ক্যাটামারান এবং ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা দামের ৫টি মনোহাল ভেসেল কেনা হচ্ছে। এই জলযানগুলি মূলত ইস্পাতের তৈরি এবং ডিজেলে চালিত। দুটি ইঞ্জিন থাকায় মাঝনদীতে একটি বিকল হলেও যাত্রীদের নিরাপত্তার কোনও অভাব হবে না। এমনকি অগভীর জলেও এগুলি অনায়াসে চলতে পারবে। আধুনিক নেভিগেশন ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে মোড়া এই ভেসেলগুলির জন্য গঙ্গার দুই পাড়ে মোট ৫০টি নতুন জেটি তৈরি করছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। আগে হলদিয়া রুটে বেসরকারি উদ্যোগে এমন পরিষেবা চালু হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

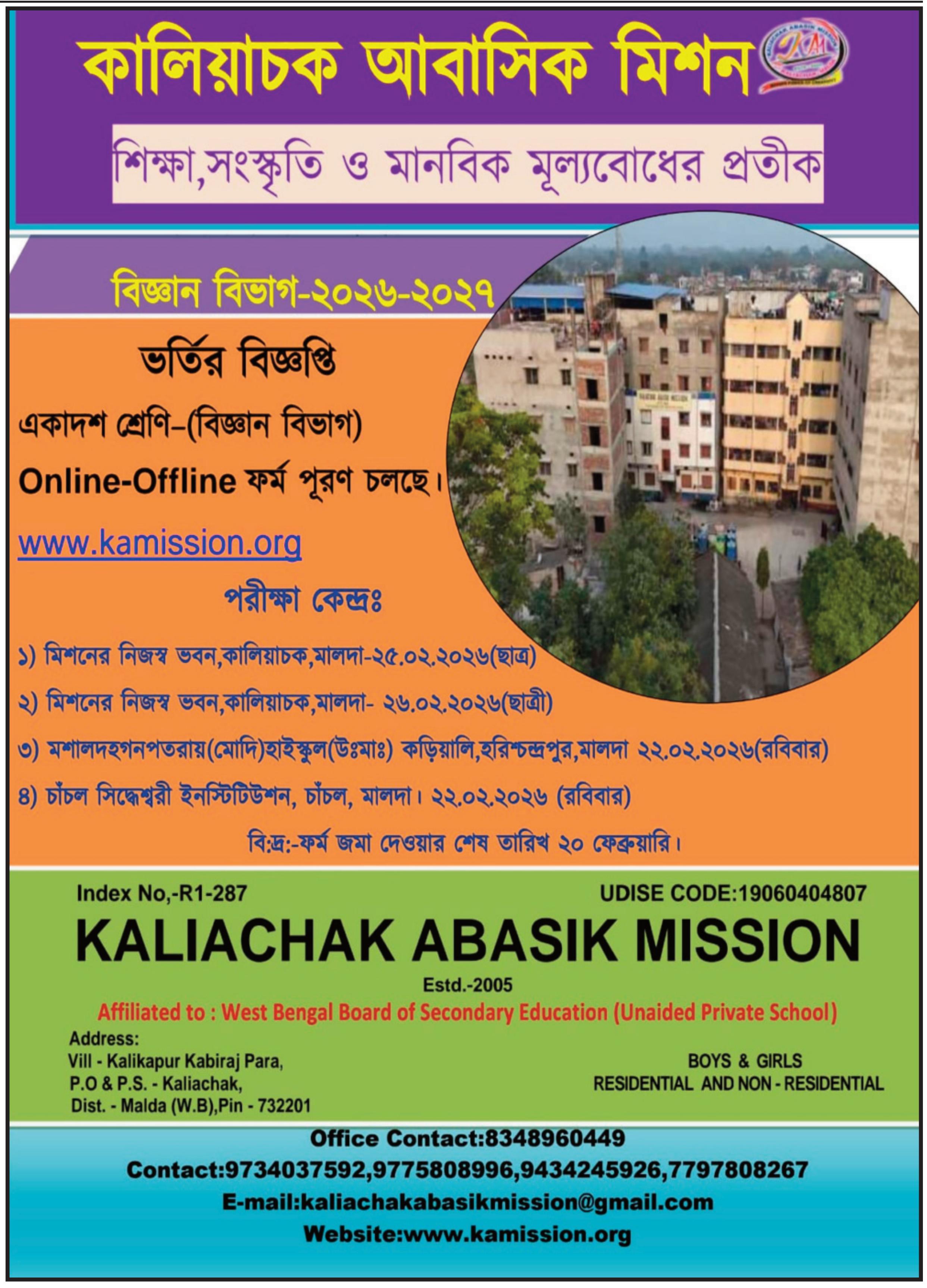

বেহাল অবস্থায় বানারহাটের দুরামারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

খাদিমুল ইসলাম, নয়া জামানা, বানারহাট ঃ বানারহাট এলাকার দুরামারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল পরিকাঠামো ও চিকিৎসা পরিষেবা ঘিরে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। অভিযোগ, সপ্তাহে মাত্র দু'দিন চিকিৎসকের দেখা মেলে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ফলে আশপাশের একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, হঠাৎ অসুস্থতা বা জরুরি পরিস্থিতিতে সময়মতো চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে অনেককেই দূরবর্তী হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে, তেমনি বাড়তি আর্থিক চাপও পড়ছে সাধারণ মানুষের উপর। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যদি নিয়মিত চিকিৎসকই না থাকেন, তাহলে কীভাবে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত হবে? উল্লেখ্য, ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের সমর্থনে প্রচারে এসে দলীয় নেত্রী সায়নী ঘোষ আশ্বাস দিয়েছিলেন, নির্বাচনে জয়ী হলে দুরামারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়ন ও রূপান্তরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। যদিও পরবর্তীতে নির্মল চন্দ্র রায় নির্বাচনে জয়ী হন, তবুও স্থানীয়দের অভিযোগ;এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিস্থিতিতে তেমন কোনও পরিবর্তন দেখা যায়নি। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীদের একাংশ। তাঁদের মতে, এই ইস্যুর প্রভাব আগামী ধূপগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনে পড়তে পারে।

শিবরাত্রির পূণ্য লগ্নে শুরু উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মেলা ,পুণ্যার্থীদের সমাগমে মুখরিত ময়নাগুড়ি

রঞ্জন সাহা ।। নয়া জামানা ।। ময়নাগুড়ি

রবিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মেলা। প্রথম দিন থেকেই মেলা প্রাঙ্গণ ও মন্দির চত্বরে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায়। শিব চতুর্দশী উপলক্ষে জল্পেশ্বর মহাদেবের দর্শন ও পুজো দিতে সুদূর নেপাল থেকেও বহু ভক্ত এদিন জল্পেশে এসে পৌঁছান। সকাল থেকেই ভক্তরা সারিবদ্ধভাবে মন্দিরে প্রবেশ করে পুজো দেন এবং পুজো শেষে মেলার নানা স্টল ও আয়োজন উপভোগ করেন। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার থেকে শুরু হওয়া এই জল্পেশ মেলা মোট দশ দিন ধরে চলবে। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর মেলায় স্টলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য, খেলনা, গৃহস্থালি সামগ্রী থেকে শুরু করে নানা ধরনের দোকান বসেছে মেলা চত্বরে, যা দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করছে।

রবিবার বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, অনগ্রসর কল্যাণ শ্রেণি দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক, ময়নাগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায়, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদ রঞ্জন রায়, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রসেনজিৎ কুণ্ডু-সহ জেলা পরিষদের আধিকারিকরা। এ বছর জল্পেশ মেলাকে প্লাস্টিক-মুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন স্থানে প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য ফেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থান তৈরি করা হয়েছে। জেলাশাসক শমা পরভিন জানান, এবার আমরা সম্পূর্ণ প্লাস্টিক ফ্রি মেলা করার চেষ্টা করছি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ইজারাদারদের দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে যুবসাথী প্রকল্পের ক্যাম্পও করা হচ্ছে। মেলার মাঠে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি বিশাল শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছে, যার উপর সারাক্ষণ ঝর্ণার জল প্রবাহিত হচ্ছে। এই অভিনব আয়োজন এ বছরের মেলার অন্যতম আকর্ষণ বলে জানিয়েছেন সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন। নেপাল থেকে আসা ভক্ত শ্যাম নিরোলা জানান, প্রথমবার জল্পেশে এলাম। মন্দিরে পুজো দিয়ে খুব ভালো লাগছে। এবার মেলাও ঘুরব। জলপাইগুড়ির মাসকালাই বাড়ি এলাকা থেকে আসা রিপন কর্মকার বলেন, জল্পেশ মেলা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। প্রতি বছরই পুজো দিয়ে মেলা ঘুরতে আসি। দশ দিনের এই জল্পেশ মেলায় প্রতিদিন মুক্ত মঞ্চে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ভক্তি, সংস্কৃতি ও উৎসবের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এ বছরের জল্পেশ মেলা।

নতুন রাস্তার শিলান্যাস খড়িবাড়িতে

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ি ব্লকের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আরও এক নতুন সংযোজন ঘটল। কেশরডোবা এলাকায় প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সি.সি ঢালাই রাস্তার শিলান্যাস করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। মহকুমা পরিষদ ও অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় নির্মিত হতে চলা এই রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০ মিটার এবং প্রস্থ ৮ ফুট। পুরোনো জরাজীর্ণ কংক্রিট রাস্তা ভেঙে নতুন করে মজবুত সি.সি ঢালাই করা হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অংশে গার্ডওয়াল নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কেশরী মোহন সিংহ। তিনি জানান, চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন যাতায়াতের সমস্যা ছিল। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে খড়িবাড়ি স্কুল, হাসপাতাল ও স্থানীয় বাজারে যাতায়াত সহজ হবে। বিশেষ করে চা বাগান এলাকার শ্রমিক পরিবার, স্কুল পড়ুয়া ও কৃষকরা উপকৃত হবেন বলে স্থানীয়রা আশাবাদী।

ছয় বছরের নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধার পুলিশের, গ্রেপ্তার তিন

সোমনাথ দত্ত, নয়া জামানা, মালবাজার ঃ ছয় বছরের নিখোঁজ শিশুকে উদ্ধার করল মালবাজার থানার পুলিশ। বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে রবিবার মালবাজার থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি মালবাজার ব্লকের ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে শিশুটি নিখোঁজ হয়। ঘটনার পর শিশুটির মা দুগ্নি সাহানি মালবাজার থানায় লিখিত নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মালবাজার থানার পুলিশ তদন্তে নামে। তদন্তে উঠে আসে, ওদলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা কুনাল কুমার ও তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা খাতুন শিশুটিকে ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে বিহারের পূর্ণিয়ার বাসিন্দা সুরেশ সিংয়ের কাছে বিক্রি করেছেন।

তথ্য নিশ্চিত হওয়ার পর মালবাজার থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল শনিবার রাতে পূর্ণিয়ায় অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে এবং সুরেশ সিংকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় মোট তিনজনকে গ্রেফতার করে জলপাইগুড়ি জেলা দায়রা আদালত-এ তোলা হয়েছে। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ জানান, নিখোঁজের অভিযোগ পাওয়া মাত্রই দ্রুত তদন্ত শুরু করা হয় এবং তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তিন অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পেছনে কোনও বৃহত্তর চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। নিখোঁজ শিশুকে নিরাপদে উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের তৎপরতাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিশুটির পরিবার ও এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শিশুটির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব আইনি ও সামাজিক সহায়তার ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।

যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন শিবিরে ব্যাপক সাড়া উত্তরবঙ্গ জুড়ে

নয়া জামানা, উত্তরবঙ্গ ব্যুরো ঃ রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প 'যুবসাথী'-র আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হতেই উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শনিবার থেকে ধূপগুড়ি, কোচবিহার এবং রাজগঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে বিশেষ আবেদন ও রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প। ধূপগুড়িতে সকাল থেকেই বিডিও অফিস চত্বরে আবেদনকারীদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। শুধু বিডিও অফিস নয়, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এসডিও অফিস ও ধূপগুড়ি পৌরসভা এলাকাতেও আলাদা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। হাতে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে শত শত যুবক-যুবতী লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম পূরণ করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত কর্মী মোতায়েন করে আবেদন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এক আবেদনকারী জানান, মাসিক ১৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পড়াশোনা ও চাকরির প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। এদিকে কোচবিহার শহরেও রবিবার থেকে যুবসাথী প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প শুরু হয়েছে। শহরের রবীন্দ্র ভবন ও পঞ্চানন ভবন-এ আলাদা আলাদা ওয়ার্ডের জন্য শিবির খোলা হয়েছে।

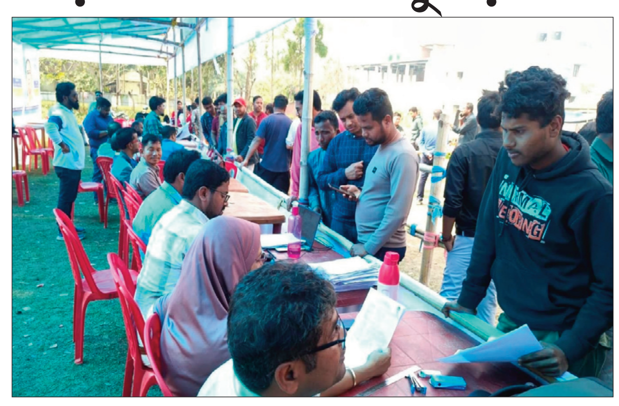

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পর্যায়ক্রমে রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রেই এই প্রকল্পের আবেদন নেওয়া হবে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সসীমার বেকার যুবক-যুবতীরা এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। রাজগঞ্জ বিধানসভা এলাকাতেও যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন শিবির শুরু হয়েছে। রাজগঞ্জ বিডিও অফিস সংলগ্ন ফায়ার ব্রিগেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত এই শিবিরে সকাল থেকেই উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। শিবির পরিদর্শনে আসেন খগেশ্বর রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার ও বিডিও সৌরভ কান্তি মণ্ডল। প্রশাসন জানিয়েছে, ১৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে আবেদন গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের আশা,

যুবসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার বহু বেকার যুবক-যুবতী সাময়িক আর্থিক স্বস্তি পাবেন এবং ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

ডাম্পার-ট্রাক সংঘর্ষে আহত চালক

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ শনিবার গভীর রাতে শিমুলতলা এলাকায় জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। দুটি ভারী যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দা নরেন সিংহ জানান, গভীর রাতে বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়।

বাইরে এসে তাঁরা দেখেন, একটি ডাম্পারকে ধাক্কা মেরে দ্রুতগতিতে একটি ট্রাক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ট্রাকটি শনাক্ত করা সম্ভব না হলেও ডাম্পারটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং চালক কেবিনে আটকে পড়েন। স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ উদ্ধারকাজ শুরু করে।

আহত চালককে প্রথমে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ স্থানান্তর করা হয়। পুলিশ পলাতক ট্রাকের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে।

শিব চতুর্দশীতে মনিকর্নিকা নারী সংগঠনের কলসযাত্রা শিলিগুড়িতে

রিংকু সরকার, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ রবিবার শিব চতুর্দশী উপলক্ষে মনিকর্নিকা নারী সংগঠনের উদ্যোগে এক ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনামূলক কলসযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন মোট ২০৮টি কলস নিয়ে যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের সদস্যরা। চম্পাসারি, সমর নগর ও নেতাজী রোড-এর ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত সার্বজনিক শিব হনুমান মন্দির প্রাঙ্গণে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়। সমর নগর শিব মন্দির থেকে কলসযাত্রা শুরু হয়ে বাঘা যতীনের পার্বতী ঘাট থেকে জল সংগ্রহ করা হয়। মুখে শিবমন্ত্র জপ করতে করতে

> **রবিবার শিব চতুর্দশী উপলক্ষে মনিকর্নিকা নারী সংগঠনের উদ্যোগে এক ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনামূলক কলসযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিন মোট ২০৮টি কলস নিয়ে যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন সংগঠনের সদস্যরা।**

সেই পবিত্র জল নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে শিব ঠাকুরের স্নান করানো হয়। এই যাত্রায় মনিকর্নিকা নারী সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি সমর নগর এলাকার বহু বাসিন্দা অংশ নেন। ২০২৫ সালে গঠিত মনিকর্নিকা নারী সংগঠন সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি নারীদের অধিকার রক্ষায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হচ্ছে এই সংগঠন। বর্তমান যুগের ঝাঁসিরানির মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে নারীদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে তারা। শিব চতুর্দশীর এই পবিত্র তিথিতে নারীদের ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানান সংগঠনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রিংকু সরকার। এই আয়োজনে বিশেষ সহযোগিতা করেন ধীরাজ জাসওয়াল।

নির্বাচনের আগে তৃণমূলের আগাম প্রচার শুরু আলিপুরদুয়ারে

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ ২০২৬ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না হলেও, তার আগেই আলিপুরদুয়ার জেলায় নির্বাচনী তৎপরতা জোরদার করতে শুরু করল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন। রবিবার আলিপুরদুয়ার শহরের মহাকাল ধাম বলাই মোড় এলাকা থেকে দেয়াল লিখন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। সংগঠনের সদস্যদের তুলির টানে দলীয় প্রতীক ও স্লোগানে রঙিন হয়ে উঠতে শুরু করেছে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের দেয়াল। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, টাউন ব্লক সভাপতি দীপ্ত চ্যাটার্জী, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারী, জেলা সম্পাদিকা মৌমিতা অধিকারী, কাউন্সিলর শ্রীলা দত্ত-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতা-কর্মীরা। তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি কৌশিক সরকার জানান, আলিপুরদুয়ার শহর থেকে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে এবং ধাপে ধাপে সারা জেলা জুড়ে দেয়াল লিখন করা হবে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই প্রচারে এগিয়ে থাকতে চায় সংগঠন। রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের নির্ঘণ্টের আগেই এই সক্রিয়তা স্পষ্ট করছে যে, আলিপুরদুয়ারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোনও রকম ফাঁকফোকর রাখতে চাইছে না ঘাসফুল শিবির।

প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে প্রিয়াঙ্কার সাফল্যে গর্বিত ময়নাগুড়ি

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ প্রত্যন্ত গ্রামের সীমাবদ্ধতাকে পিছনে ফেলে এক অনন্য সাফল্যের নজির গড়লেন ময়নাগুড়ি,দমোহানি ১ নম্বর অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা দত্ত। ইউটিউব ও বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে তাঁর সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে তিনি ইতিমধ্যেই ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষের ভালোবাসা ও অনুসরণ অর্জন করেছেন। এই বিরল কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে প্রিয়াঙ্কা দত্তের উদ্দেশ্যে 'উন্নয়নের পাঁচালী' ও সংবর্ধনা বার্তা পাঠানো হয়। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁর এই সম্মান কঠোর পরিশ্রম, প্রতিভা ও সমাজে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবেই প্রদান করা হয়েছে। এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বুলুচিক বারই এবং জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি দিগন্ত রায়-এর হাত দিয়ে প্রিয়াঙ্কা দত্তের হাতে এই সংবর্ধনা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা তাঁর সংগ্রাম ও সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সম্মান প্রমাণ করে যে, গ্রামের মাটিতে বেড়ে ওঠা একজন প্রতিভাবান তরুণীও নিজের যোগ্যতা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বড় মঞ্চে পরিচিতি লাভ করতে পারেন। প্রিয়াঙ্কা দত্ত আজ শুধু তাঁর এলাকার নয়, গোটা জেলার গর্ব। তাঁর এই সাফল্যে খুশি পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং গোটা গ্রামের মানুষ।

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

যানজট নিরসনে আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে টোটো ইউনিয়ন

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ রামগঞ্জের দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নিল ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসি। সভাপতি আতাউর রহমানের নেতৃত্বে রবিবার টোটো ও অটো চালকদের নিয়ে রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এক সভার মাধ্যমে টোটো ইউনিয়ন গঠন করা হয়। নেতৃত্বদের দাবি, এই সংগঠনের মাধ্যমে টোটো চলাচলে শৃঙ্খলা ফিরবে এবং যানজট অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে। পাশাপাশি চালকরাও বিভিন্ন প্রশাসনিক ও পেশাগত সুবিধা পাবেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি কামাল উদ্দিন, আইএনটিটিইউসি সভাপতি আতাউর রহমান, রামগঞ্জ ২ নম্বর অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি ইদরিস আমিনসহ একাধিক নেতৃত্ব। সভায় টোটো চালকদের ঐক্যবদ্ধ থেকে নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়।

কুশমন্ডি শিব মন্দিরে বিধায়িকার পূজা ও চৌষায় শুরু কালীপূজা

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুশমন্ডি ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন বেতহার এলাকার জাগ্রত নড়বড়িয়া শিব মন্দিরে এদিন পূজা দিলেন কুশমন্ডি বিধানসভার বিধায়িকা রেখা রায়। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তরা শিবের মাথায় জল ঢেলে আরাধনা করেন এবং মানত পূরণের আশায় প্রার্থনা জানান। স্থানীয়দের বিশ্বাস, জাগ্রত এই নড়বড়িয়া শিব মন্দিরে আন্তরিক ভক্তিভরে পূজা দিলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন কুশমন্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা, কুশমন্ডি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক কৃষ্ণ বসাক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ভক্তদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কুশমন্ডি থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে, একই দিনে কুশমন্ডি ব্লকের উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌষা এলাকায় শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী মাসব্যাপী কালীপূজা। পূজাকে ঘিরে এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যা নামতেই পূজা মণ্ডপে ভক্তদের ভিড় বাড়তে থাকে। স্থানীয় কমিটির উদ্যোগে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, প্রসাদ বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি কুশমন্ডি ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন থেকে অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা করা হয় দুটি। মহিলাদের জন্য নিরাপত্তা সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা করা হয়। একদিকে সীমান্ত এলাকার শিব মন্দিরে ভক্তিমূলক পরিবেশ, অন্যদিকে উদয়পুরে কালীপূজার উৎসব দুই মিলিয়ে কুশমন্ডি ব্লক জুড়ে এদিন ধর্মীয় আবেগ ও উৎসবের আবহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিহার থেকে বিজেপি কর্মীদের জন্য এল বাইক, সরব তৃণমূল

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে জেলায় জেলায়। সেই আবহেই রবিবার সকালে মালদহ শহরে দেখা গেল এক চাঞ্চল্যকর ছবি।

বিহারের নম্বর প্লেট লাগানো একাধিক মোটরবাইক বোঝাই গাড়ি ঢুকল ভারতীয় জনতা পার্টি-র দক্ষিণ মালদহের সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ ভবনে। গাড়ি থেকে একে একে নামানো হয় বাইকগুলি এবং কার্যালয় চত্বরে রাখা হয়। ঘটনা জানাজানি হতেই সরব হয় মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সীর অভিযোগ, ভোটের আগে বাইরে থেকে লোক ও বাইক এনে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বিজেপি। তাঁর দাবি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করারই অপচেষ্টা এটি ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। নির্বাচনের মুখে বাইকের বহর কি নিছক সাংগঠনিক প্রস্তুতি নাকি বাড়তি কৌশল তা নিয়েই শুরু হয়েছে চাপানউতোর। ভোট যত ঘনাচ্ছে, ততই বাড়ছে তরজা।

গনেশ ও শনি পুজোয় সামাজিক উদ্যোগ

নয়া জামানা, বুনিয়াদপুর ঃ শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী-র পাথরঘাটায় গনপতিদেব ও শনি মহারাজ পুজো কমিটির পরিচালনায় মহাবাড়ি পঞ্চায়েত ভবনের নিকটবর্তী স্থানে ঘটা করে সিদ্ধিদাতা গনেশ ও শনিদেবের পুজো সম্পন্ন হয়। পুজোকে কেন্দ্র করে বিকেলে একটি বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল পাঞ্জারিপাড়া থেকে ধুমসাদিঘী পর্যন্ত পরিক্রমা করে।

ধর্মীয় আবহে ঢাক-ঢোল, শঙ্খধ্বনি ও ভক্তদের অংশগ্রহণে এলাকাজুড়ে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে

সন্ধ্যায় নিয়ম-নীতি মেনে সিদ্ধিদাতা গনেশ ও শনিদেবের পুজো সম্পন্ন করা হয়। পুজো শেষে প্রায় ১৫০০ জন মানুষকে পাত পেড়ে প্রসাদ হিসেবে খিচুড়ি ও সবজি পরিবেশন করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে রবিবার বিকেলে পুজো কমিটির উদ্যোগে ৩০ জন দুস্থ ব্যক্তিকে নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়। পাশাপাশি প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৫০ জন দুঃস্থ শিশু পড়ুয়ার হাতে সহায়ক পুস্তক তুলে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে পাথরঘাটার এই পুজো কমিটির উদ্যোগ এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

যুবসাথী প্রকল্পে ফর্ম ফিলাপে এসে অসুস্থ দুই

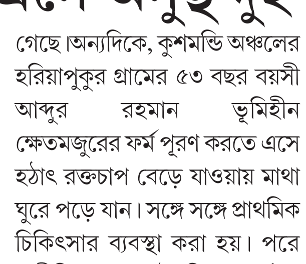

নয়া জামানা,কুশমন্ডি ঃ কুশমন্ডি ব্লকের কৃষক বাজারে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন দু'জন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও দ্রুত তৎপরতায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। জানা গেছে, কুশমন্ডি অঞ্চলের ভেটাহার গ্রামের বাসিন্দা ২২ বছর বয়সী শামীমা আক্তার 'যুব সাথী' প্রকল্পের ফর্ম ফিলাপ করতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষয়টি নজরে আসতেই কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রেজা জাহির আব্বাস তড়িঘড়ি তাঁকে কুশমন্ডি গ্রামীণ হাসপাতাল-এ নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, কুশমন্ডি অঞ্চলের হরিরামপুকুর গ্রামের ৫৫ বছর বয়সী আব্দুর রহমান ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের ফর্ম পূরণ করতে এসে হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ায় মাথা ঘুরে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুরো ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় স্থানীয়দের তরফে কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষের ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায়।

বিজেপির চাকরি চাই বাংলা কর্মসূচি

নয়া জামানা,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুশমন্ডি ব্লকের কুশমন্ডি বাসস্ট্যান্ড চত্বরে চাকরি চাই বাংলা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনতা পার্টি-র উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে কর্মসংস্থানের দাবিকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ যোগ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী। পাশাপাশি অংশ নেন জেলা বিজেপি সম্পাদক তাপস চন্দ্র রায়, রঞ্জিত সরকার, আনন্দ সরকার, অজিত সরকার, মনতোষ মণ্ডল, রিমা সরকার-সহ অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। বক্তারা সভা থেকে রাজ্যের বেকারত্ব সমস্যার দ্রুত সমাধান এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুর দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে চাকরিপ্রার্থীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন, ফলে অবিলম্বে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা জরুরি। এদিনের কর্মসূচির বিশেষ আকর্ষণ ছিল একটি ড্রপ বক্স, যেখানে সাধারণ মানুষ নিজেদের মতামত, অভিযোগ ও দাবি লিখিতভাবে জমা দেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই মতামত সংগ্রহ মহলে পৌঁছে দিয়ে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে আরও জোরদার করা হবে। এই কর্মসূচিকে ঘিরে কুশমন্ডি এলাকায় রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট সাড়া পড়েছে বলে জানা গিয়েছে।

যুবসাথী প্রকল্পে ফর্ম জমা দিতে উপচে পড়া ভিড়

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ রাজ্যজুড়ে শুরু হওয়া বাংলার যুবসাথী প্রকল্প-এর ফর্ম জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকে এদিন দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়। সকাল থেকেই নির্দিষ্ট ক্যাম্পগুলিতে বেকার যুবক-যুবতীরা নাম নথিভুক্ত করতে ভিড় জমাতে শুরু করেন।ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে প্রশাসনের উদ্যোগে একটি বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি চোপড়া ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) অফিস প্রাঙ্গণেও আলাদাভাবে ফর্ম গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও রামগঞ্জের গরুহাটি মাঠে বসে আরও একটি ক্যাম্প। প্রতিটি শিবিরেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদনকারীদের ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দিতে দেখা যায় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবসাথী প্রকল্পের মূল লক্ষ্য এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। আবেদন প্রক্রিয়া যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত কর্মী ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সব মিলিয়ে যুব সমাজের মধ্যে এই প্রকল্পকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ ও সাড়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রশাসনিক কর্তাদের মতে, যুবকদের এই আগ্রহই প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে আরও একবার স্পষ্ট করে তুলেছে।

প্রাচীর উদ্বোধন ঘিরে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর

নয়া জামানা, পুরাতন মালদা ঃ পুরাতন মালদা পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তাতিপাড়া মহাশক্তি সংঘ ও লাইব্রেরির মাঠে বিধায়ক তহবিলের ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রাচীর নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। রবিবার দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ নারকেল ফাটিয়ে এই উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা, বিজেপি নগর মণ্ডলের সভাপতি বাসন্তী দাস, বিজেপি নেতা সুজিত দাস-সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব ও স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। তবে উন্নয়ন কাজের সূচনার আনন্দের মধ্যেই ক্ষোভ উগরে দেন এলাকার সাধারণ মানুষ। উদ্বোধনী মঞ্চেই স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিনের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় এখনও সঠিক নিকাশি ব্যবস্থার অভাব রয়েছে, রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত বেহাল এবং মাঠ চত্বরে অসামাজিক কার্যকলাপ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। দ্রুত এই সমস্যাগুলির সমাধান না হলে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হওয়ারও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়েছেন এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সমস্যার দায় অনেকটাই তিনি পুরাতন মালদা পৌরসভা-র ওপর চাপান। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে পাল্টা কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুরাতন মালদা পৌরসভার প্রতিনিধি। পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম বলেন, ভোট এলেই বিধায়কদের এলাকায় দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের সমস্যা সারা বছর ধরেই থেকে যায়। যদিও তিনি আশ্বাস দেন, এলাকায় যে উন্নয়নের কাজগুলি এখনও বাকি রয়েছে, সেগুলি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। সব মিলিয়ে প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হলেও পুরাতন মালদার এই এলাকায় নিকাশি, রাস্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেল।

চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার

নয়া জামানা , পতিরাম ঃ বিভিন্ন জায়গায় চুরি হওয়া ও হারানো ২২ টি মোবাইল বিশেষ অ্যাপসের মাধ্যমে উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পতিরাম থানার পুলিশ। রবিবার পতিরাম থানা প্রাঙ্গনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোবাইলগুলি প্রকৃত প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।এরা প্রত্যেকেই মোবাইল হারানোর পর পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।এদিনের মোবাইল ফেরত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পতিরাম থানার নবনিযুক্ত ওসি অনন্ত মন্ডল , পুলিশ আধিকারিক অরুণাংশু ঘোষ , দুলাল মাসুদ সহ অন্যান্যরা।বেশ কিছুদিন আগে হারানো মোবাইল ফেরত পেয়ে প্রাপকেরা পতিরাম থানার পুলিশের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কামালপুর গ্রামের মোবাইল প্রাপক এনামুল মন্ডল বলেন , ৮ মাস আগে মোবাইল হারিয়েছিল।তারপর থানায় অভিযোগ দায়ের করি।এই মোবাইল ফেরত পাব ভাবতে পারিনি । পুলিশের এই কাজকে কুর্নিশ জানাই । পতিরাম থানায় নবনিযুক্ত ওসি অনন্ত মন্ডল বলেন , দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের বিশেষ অ্যাপসের মাধ্যমে এই ২২টি মোবাইল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ।সেগুলি প্রাপকদের হাতে ফেরত দেওয়া হল । ওসি আর বলেন , পতিরাম এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতি , বেআইনি মদ , জুয়া সহ সমস্ত রকম আইনবিরোধী কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে । কোথাও কোন অভিযোগ পেলে দ্রুত অভিযান চালিয়ে এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । আইন শৃঙ্খলাকে স্বাভাবিক রাখতে পতিরাম থানার পুলিশ সর্বদা কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

বাধা বিপত্তির মধ্যে কংগ্রেসের কর্মীসভা

নয়া জামানা,ইসলামপুর ঃ ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার রামগঞ্জের গরুহাটি মাঠে একটি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়। কংগ্রেসের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা তাদের সমর্থকদের সভায় যোগ দিতে বিভিন্নভাবে বাধা দেয়। পাশাপাশি কর্মীসভার পাশেই তৃণমূলের দুটি পৃথক কর্মসূচি আয়োজন করা হয় বলে দাবি করেন ব্লক সভাপতি হারুন রশীদ। তাঁর বক্তব্য, এর ফলে বহু কর্মী উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে সমস্ত বাধা সত্ত্বেও সভা সফল হয়েছে এবং এদিন দশটি পরিবার অন্যান্য দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে বলে দাবি তাঁর হারুন রশীদ জানান, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে কর্মসূচির প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল এবং কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের স্টেট সেক্রেটারি হাসান ইমাম, জেলা মহিলা সভাপতি ডঃ সুলতানা বেগম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব অন্যদিকে রামগঞ্জ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ ইয়াসিন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, কংগ্রেসের দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এলাকায় তাদের কোনও সাংগঠনিক অস্তিত্ব।

সুন্নি হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ১১তম বার্ষিক অনুষ্ঠান

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ ইসলামপুরের রামগঞ্জে ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল ১১তম বার্ষিক অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের মতো এ বছরও সমগ্র অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন করে রামগঞ্জ সুন্নি হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংগঠনের উদ্যোগ, শৃঙ্খলা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এলাকাবাসীর প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইলাল আগারওয়াল। তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে। প্রধান বক্তা হিসেবে ইউপি'র বেরেলী শরীফ থেকে আগত হুজুর তৌসিফ রেজা খান ইসালে সওয়াবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং ইন্তেকাল করা ব্যক্তিদের রূহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন ইসলামপুর ও চোপড়া বিধানসভা এলাকার বহু হাজী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশ নেন এই ফাতেহা মাহফিলে। সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা দিয়েই সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয় অনুষ্ঠান।

চোপড়ায় শুরু হল যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন

সুবল গোপ, নয়া জামানা, চোপড়া ঃ রাজ্য সরকারের ঘোষিত বাংলার যুবসাথী প্রকল্প-এ নাম নথিভুক্ত করার আবেদন প্রক্রিয়া রবিবার থেকে শুরু হতেই উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া ব্লকে দেখা গেল রেকর্ড ভিড়। সকাল থেকেই চোপড়া বিডিও অফিসের সামনে বেকার যুবক-যুবতীদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে।

ভিড় সামাল দিতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় চোপড়া থানা-র পুলিশ বাহিনী। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিশেষ আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে এবং চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এদিন ২৮ নম্বর চোপড়া বিধানসভা এলাকার চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের আবেদনকারীদের ভিড় ছিল সবচেয়ে বেশি। লাইনে দাঁড়ানো আবেদনকারীদের শংসাপত্র ও প্রয়োজনীয় নথি যাচাইয়ের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা চালায় ব্লক প্রশাসন। নজরদারিতে উপস্থিত ছিলেন চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা ও চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান। রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এই প্রকল্পে যোগ্য আবেদনকারীরা প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। যদিও প্রকল্পের সুবিধা কার্যকর হবে ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই আবেদন জমা দিতে বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রথম দিনেই এই প্রকল্পে মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনা স্পষ্ট।

বারাবনি ও সালানপুরে রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পে ভিড়

নয়া জামানা ঃ রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প 'যুবসাথী'-র আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো আজ(রবিবার) থেকে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি যুবক-যুবতীদের জন্য ঘোষিত এই প্রকল্পকে ঘিরে প্রথম দিনেই ব্যাপক সাড়া পড়েছে বারাবনি ও সালানপুর ব্লকে। এই উপলক্ষে বারাবনি ব্লক অফিস ও সালানপুর ব্লক বিডিও অফিসে রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই ফর্ম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। বহু যুবক-যুবতী নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে ক্যাম্প পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন বারাবনি ব্লকের ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুবসমাজের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'যুবসাথী' প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও আর্থিক সহায়তার একটি নতুন দিগন্ত খুলে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিধান উপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী পরিকল্পনার ফলেই রাজ্যের যুবসমাজ উপকৃত হবে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/16/2026 2:27 AM Page 9

তৃণমূলের নির্বাচনী কোর কমিটি, হুমায়ুন বিরোধীদের গুরুত্ব শাসকদলের

নয়া জামানা ।। মুর্শিদাবাদ

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে কড়া ভাষায় 'জবাব' দিতে মুর্শিদাবাদে তাঁর ঘোষিত বিরোধী হিসেবে পরিচিত একাধিক ব্যক্তিকে জেলার সাংগঠনিক নির্বাচনী কোর কমিটিতে জায়গা করে দিল তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। সংখ্যালঘু ভোটার অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় ২০২১- এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২২ টির মধ্যে কুড়িটি আসন থেকে জয়ী হয়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সেই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি করার লক্ষ্যে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে শনিবার মুর্শিদাবাদের দু'টি সাংগঠনিক জেলা- জঙ্গিপুর এবং বহরমপুরের জন্য মোট ছাব্বিশ জনের দু'টি কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হল। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলায় এই কোর কমিটিতে বড় কোন চমক নেই ।সাংগঠনিক জেলার সভাপতি খলিলুর রহমান সহ এই কমিটিতে ওই সাংগঠনিক জেলায় ন'টি বিধানসভা কেন্দ্রের ন'জন বিধায়ককে নিয়ে মোট ১০ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে ।অন্যদিকে বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত ১৩ টি বিধানসভা আসনের জন্য মোট ১৬ জনের কোর কমিটি তৈরি করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ভাবে এই কমিটিতে চারজন ব্লক সভাপতি,একজন পুরসভার চেয়ারম্যান এবং একজন জেলা পরিষদের কোমেন্টরকে স্থান দেওয়া হয়েছে ।যদিও দু'টি কমিটির ক্ষেত্রেই রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের তরফ থেকে সভাপতি বা অন্য কোনও পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হয়নি ।বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ এবং বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদকেও এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।গত কয়েক মাসে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে অনেকটাই দূরত্ব বাড়িয়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ইতিমধ্যেই তৃণমূল দল তাঁকে সাসপেন্ডও করেছে। হুমায়ুন কবীরের অভিযোগ ছিল, ভরতপুর বিধানসভা এলাকার দু'জন ব্লক সভাপতি -মুস্তাফিজুর রহমান(সুমন) এবং নজরুল ইসলামের জন্য তিনি নিজের এলাকায় কাজ করতে পারছেন না। সাময়িকভাবে তৃণমূলের তরফ থেকে ওই দুই ব্লক সভাপতিকে তাঁদের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও হুমায়ুন দল বিরোধী আচরণ শুরু করতেই ফের মুস্তাফিজুর রহমান এবং নজরুল ইসলামকে যথাক্রমে ভরতপুর -২ এবং ভরতপুর-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পদে ফিরিয়ে আনে রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব ।এবার সেই দুই ব্লক সভাপতিকেই এই নির্বাচনী কোর কমিটিতে স্থান দিয়েছে রাজ্য নেতৃত্ব। অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যুক্ত থাকার অভিযোগে দীর্ঘদিন জেলবন্দী রয়েছেন বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা। বড়ঞা উত্তর এবং দক্ষিণ, দুই সংগঠনিক ব্লক থেকে সেখানকার দুই ব্লক সভাপতি এই কোর কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন। বড়ঞা থেকে এই কোর কমিটিতে স্থান পেয়েছেন জেলার রাজনীতিতে অপর হুমায়ুন বিরোধী নেতা মাহে আলম।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই প্রার্থী,নাড়ুগোপাল মুখার্জি এবং শাওনি সিংহ রায় পরাজিত হন। নাড়ুগোপালবাবু বর্তমানে বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান এবং শাওনি সিংহ রায় মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কোমেন্টর পদে রয়েছেন। তাঁদের দু'জনকেই এই কমিটিতে রাখা হয়েছে।

বহরমপুর সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত বাকি যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের বিধায়করা রয়েছেন তাঁরাও এই কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। গত কয়েক মাস আগে ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে শূন্য হয়েছে সেই আসনটি। যদিও তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বে তরফ থেকে ডোমকলের কোনও স্থানীয় নেতাকে এই কমিটিতে রাখা হয়নি। এই কমিটির গঠন দেখে অনেকেরই অনুমান রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় বড় কোনও রদবদল হবে না ।গত নির্বাচনে যে প্রার্থীরা যে কেন্দ্রে লড়েছিলেন সম্ভবত তাঁরাই ফের একবার সেই কেন্দ্র থেকে টিকিট পেতে চলেছেন। যদিও বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রটি সংরক্ষিত আসন হওয়ায় কোর কমিটিতে থাকা সেখানকার দুই ব্লক সভাপতির কেউই ওই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। অন্যদিকে ভরতপুর, বড়ঞার মতো আসনে হুমায়ুনর ঘোর বিরোধী হিসেবে পরিচিত মাহে আলম ,মুস্তাফিজুর রহমান এবং নজরুল ইসলামের মতো সংখ্যালঘু নেতাকে দায়িত্বে এনে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের বহু আগে থেকেই জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুনকে কড়া বার্তা দিয়ে রাখলো। আগামী নির্বাচনে তৃণমূল দল, জনতা উন্নয়ন পার্টিকে সেখানে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বে না। অন্যদিকে তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে রেখেছেন তিনি রেজিনগর এবং বেলডাঙা আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ওই দু'টি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বর্তমান দুই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তৃণমূল বিধায়ককেও এই কমিটিতে রাখা হয়েছে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে টার্গেট করে জেইউপি দলের চেয়ারম্যান হুমায়ুনের একের পর এক হুঙ্কার তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব হুমায়ুন বিরোধী সংখ্যালঘু নেতাদের দিয়েই যে মোকাবিলা করতে চলেছে, তা এই সিদ্ধান্তে পরিষ্কার ।বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, এই কমিটি গঠনের মাধ্যমে কাজের দায়িত্ব অনেকের মধ্যে বন্টন করায় নির্বাচনী কাজের গতি আসবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলী বলেন, প্রত্যেক বড় নির্বাচনের আগে একটি জেলা স্তরের নির্বাচনী কমিটি হয় ।আজ সাংগঠনিক জেলা স্তরের নির্বাচনী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি জানান,দলের তরফ থেকে প্রত্যেক বিধানসভার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিধানসভার প্রার্থীকে আহ্বায়ক করে একটি বিধানসভা ভিত্তিক নির্বাচনী কমিটি তৈরি করা হবে ।এই দুই কমিটি সমন্বয় রেখে গোটা বিধানসভা নির্বাচন পরিচালনা করবে। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, তৃণমূল দলকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আরও শক্তিশালী করতে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট করার জন্য এই নির্বাচনী কমিটি কাজ করবে। বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জি বলেন, ক্ষুনির্বাচনী কমিটি গঠন করার মধ্যে দিয়ে আমাদের দলের রাজ্য নেতৃত্ব ভোটের দামামা বাজিয়ে দিল। যে এলাকায় যেমন দরকার সেখানকার ইস্যু ভিত্তিক বিষয় নিয়ে এই কমিটি কাজ করবে।

তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা

নয়া জামানা , জঙ্গিপুর ঃ দলীয় সংহতি ও সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনে সরগরম হয়ে উঠল জঙ্গিপুর। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি কামাল হোসেনের ডাকে আয়োজিত এক বিশাল প্রতিবাদ সভায় যোগ দিলেন কয়েকশ কর্মী-সমর্থক। রবিবার সুতি ২ নম্বর ব্লক থেকে প্রায় ৪০০-৫০০ জন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে এই কর্মসূচিতে শামিল হন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের সহ-সভাপতি দিলদার হোসেন। এদিন সুতি থেকে একাধিক বোলেরো গাড়ির কনভয় নিয়ে রঘুনাথগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেন দিলদার হোসেন। যাত্রাপথে চাঁদের মোড় টোল ট্যাক্স এলাকায় পৌঁছালে কর্মীদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখানে দফায় দফায় স্লোগানে এলাকা মুখরিত করে তোলেন তৃণমূল কর্মীরা। রঘুনাথগঞ্জের মঙ্গলজন নূর ভবন মাঠে আয়োজিত এই সভাকে কেন্দ্র করে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যুব নেতা দিলদার হোসেন বলেন, 'আমাদের জেলা সভাপতির আহ্বানে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সুতি থেকে কয়েকশ একনিষ্ঠ কর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে এসেছেন। দলের নির্দেশ পালন করা এবং যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য।' তিনি আরও যোগ করেন যে, তৃণমূলের এই জমায়েত প্রমাণ করে দেয় যে সাধারণ মানুষ এবং যুব সমাজ আজও উন্নয়নের পাশেই আছে। উল্লেখ্য, জঙ্গিপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার দলীয় কর্মী এদিন রঘুনাথগঞ্জে জমায়েত হন। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং আগামী দিনে দলের সাংগঠনিক ভীত আরও মজবুত করা। মঙ্গলজন নূর ভবন মাঠ কার্যত কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, যা আগামী নির্বাচনের আগে তৃণমূলের জন্য এক ইতিবাচক বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যুবসাথী রেজিস্ট্রেশন শিবিরে উপচে পড়া ভিড়, কড়া নজরদারি পুলিশের

কমল মজুমদার , নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ আহিরণ কিষাণ মান্ডিতে যুবসাথী রেজিস্ট্রেশন শিবিরের সূচনা, প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের পরিদর্শন সুতি ১ নম্বর ব্লকের আহিরণ কিষাণ মান্ডি প্রাঙ্গণে রবিবার থেকে শুরু হল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন শিবির। 'যুবসাথী' প্রকল্পের নিবন্ধনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই বিশেষ ক্যাম্পে সকাল থেকেই ভিড় লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভান্ডার, কৃষক, ভূমিহীন সহায়তা এবং সেচ কর মুকুব সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াও একসঙ্গে চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

শিবির পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর জেলার পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাও এবং জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সুতি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অরূপ কুমার সাহা, সুতি থানার আইসি তন্ময় ভকত, আহিরণ ফাঁড়ির ওসি অভিজিৎ সরকার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সমস্ত কাউন্টার পৃথকভাবে সাজানো হয়েছে এবং পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে যাতে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা যায়। বিশেষ করে যুব সমাজের জন্য 'যুবসাথী' প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একই সঙ্গে মহিলাদের আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পেও বহু আবেদন জমা পড়েছে ।কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারগুলির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। সেচ কর মুকুব সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণের জন্য আলাদা ডেস্ক রাখা হয়েছে। নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরদারি ছিল গোটা শিবির জুড়ে। পরিদর্শন শেষে জেলা পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য আধিকারিকরা সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এভাবে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সরকারি প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেন। প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই ক্যাম্পে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

কর্মসংস্থানের আশায় যুবসাথী ক্যাম্পে ভিড়, জঙ্গিপুরে তদারকিতে বিধায়ক জাকির হোসেন

কমল মজুমদার , নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ রাজ্যজুড়ে জনসভা নয়, পরিষেবা পেতেই মানুষের ঢল। কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় থাকা বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য রাজ্য সরকারের যুবসাথী প্রকল্প ঘিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক উৎসাহ। রবিবার থেকে শুরু হয়েছে প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া, আর প্রথম দিনেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেল নজিরবিহীন সাড়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে চালু হওয়া এই যুবসাথী প্রকল্পে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সি বেকার যুবক-যুবতীদের মাসিক ১৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এই আর্থিক সহায়তা কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। কর্মসংস্থানের চেষ্টায় থাকা যুবসমাজকে আর্থিকভাবে কিছুটা স্বস্তি দিতেই এই উদ্যোগ বলে প্রশাসনের দাবি ।রবিবার রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে একযোগে শুরু হয় রেজিস্ট্রেশন শিবির। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে, যা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রথম দিনেই সেই সব ক্যাম্পে উপচে পড়ে ভিড়।

কাকদ্বীপ থেকে কালিম্পং;জেলার পর জেলা, ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে যুবকদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছে। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মির্জাপুর অঞ্চলের মির্জাপুর স্কুল মাঠেও এদিন চালু হয় যুবসাথী ক্যাম্প। ক্যাম্প পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক জাকির হোসেন। সঙ্গে ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সুবীর দাস, ব্লক সভাপতি গৌতম ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানোয়ারা খাতুন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

তাঁরা শিবিরে এসে আবেদন প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখেন এবং যুবকদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যাতে কোনও আবেদনকারী অসুবিধায় না পড়েন সেজন্য প্রয়োজনীয় নথি যাচাই থেকে ফর্ম পূরণ সব ক্ষেত্রেই সহায়তা করা হচ্ছে। বহু যুবক-যুবতী সকাল থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদন জমা দেন। অনেকের মতে, দীর্ঘদিন কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তার মধ্যে এই প্রকল্প তাদের জন্য সাময়িক হলেও বড় ভরসা। রাজনৈতিক জনসভা নয়, সরকারি পরিষেবা পেতেই যে মানুষের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ভিড় হতে পারে, যুবসাথী প্রকল্পের প্রথম দিনের চিত্র যেন তারই প্রমাণ দিল। এখন দেখার, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কত সংখ্যক যুবক-যুবতী এই প্রকল্পের আওতায় নাম নথিভুক্ত করেন এবং এপ্রিল থেকে কত দ্রুত তাদের হাতে পৌঁছয় প্রতিশ্রুত আর্থিক সহায়তা।

নিঃশব্দে মানবতার সেবা, তানভীর এখন অসহায়দের আশার আলো

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকে কেবল আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন জঙ্গিপুরের এক সাধারণ পরিবারের সন্তান তানভীর। কোনো প্রকার ব্যক্তিগত প্রচার বা রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়াই তিনি আজ এলাকার শত শত অসহায় মানুষের প্রধান ভরসাস্থল হয়ে উঠেছেন। তানভীরের সেবার পরিধি কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। গ্রামের দরিদ্র কৃষক থেকে শুরু করে দিনমজুর বা বিধবা মা;সবার জন্যই তার দরজা সবসময় খোলা। বিশেষ করে অসহায় পরিবারের কন্যার বিবাহ দান, মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা করার ক্ষেত্রে তিনি এক অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। স্থানীয়দের মতে, তানভীরের কাছে সাহায্য চেয়ে কেউ কোনোদিন খালি হাতে ফিরে যাননি। তানভীরের বিশেষত্ব হলো তার ত্বরিত পদক্ষেপ। অনেক সময় গভীর রাতে কোনো অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গাড়ির ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে ওষুধের খরচ পর্যন্ত তিনি একাই সামাল দেন।

সমাজের কল্যাণে কাজ করাকে তিনি বড় কোনো কৃতিত্ব মনে করেন না, বরং একে মানুষের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা ও 'ইবাদত' হিসেবে গণ্য করেন। বর্তমান যুগে যেখানে সামান্য সাহায্য করে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে, সেখানে তানভীর ব্যতিক্রম। তিনি বিশ্বাস করেন, দান হতে হবে নিঃশব্দে। ক্যামেরার সামনে আসতে বা সংবাদমাধ্যমে নিজের নাম প্রকাশ করতে তার চরম অনীহা। আজ আমরা তার অজান্তেই এই মানবিক কাজের কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছি। গ্রামের সাধারণ মানুষ তাকে কেবল একজন দাতা নয়, বরং একজন মানবিক হৃদয়ের মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করেন। সমাজকর্মীদের মতে, তানভীরের মতো নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরাই সমাজের আসল শক্তি। যারা নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে অন্যের মুখে হাসি ফোটান, তাদের মাধ্যমেই পৃথিবী এখনো সুন্দর হয়ে টিকে আছে।

ফের ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্থা! যুবককে ট্রেন থেকে ধাক্কা দেওয়ার দেওয়ার অভিযোগ

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ সাম্প্রতিক সময়ে, একেবারে পরপর উঠে এসেছে একগুচ্ছ অভিযোগ। বাংলার মানুষদের, বাংলায় কথা বলার অপরাধে ভিন রাজ্যে বারেবারে নানা হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ খ ুনের। এখনও পুরুলিয়ার সুখেন মাহাতো খুনের রেশ কাটেনি। তার মাঝেই ফের ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্থার অভিযোগ। অভিযোগ, বেঙ্গালুরু থেকে ফিরছিলেন মুর্শিদাবাদের যুবক। মাথপথে তাঁর পরিচয়পত্র চায় অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবক। তিনি পরিচয় পত্র দেখালে, তাঁকে একপ্রকার ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য, ওই যুবক ফিরছিলেন বেঙ্গালুরু থেকে। বেলদার কাছে বাঁকড়াবাদে ট্রেনের মধ্যেই আচমকা পরিচয়পত্র দেখ তে চাওয়া হয়। যুবক প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড দেখান বলেও জানা গিয়েছে। অভিযোগ, তারপরেই তাঁকে ট্রেন থেকে একপ্রকার ঢাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, বেলদা থানার পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করে, বেলদা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসা হয়েছে তাঁর। যুবকের শরীরের একাধিক জায়গায় চোট, তথ্য তেমনটাই। ওই যুবকের নাম শেখ মণিরুল। যুবক সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, তাঁকে বাংলাদেশি সন্দেহে ধাক্কা দেওয়া হয়। অভিযোগ, প্রাণে মারার চেশটা করা হয়। হাতে, পায়ে এবং বুকে চোট পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন মণিরুল নিজেই। ঘটনায় সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দল। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছে। তাতে লেখা হয়েছে, 'পুণেতে সুখেন মাহাতোর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর, বিজেপিজোর দিয়ে বলেছে যে বাংলার জনগণের বিরুদ্ধে কোনও পরিচয়-ভিত্তিক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে না।' তারপরেই এই ঘটনার উল্লেখ পোস্টে। এর আগে, বুধবারেই সামনে আসে সুখেন মাহাতোর মৃত্যুর ঘটনা। নিহত সুখেন মাহাতো পুরুলিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। কর্মসূত্রে থাকতেন মহারাষ্ট্রের পুণেতে। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল বরাবাজারের তুমড়াশোলের বাঁধডিতে। পুরুলিয়ার ৭৮ নম্বর বুথের ভোটার তিনি। নিহত ওই পরিযায়ী শ্রমিক তাঁর দাদার সঙ্গেই একই গাড়ির পার্টস তৈরির কোম্পানিতে কাজ করতেন। তাঁর ছোট ভাই কাজ করতেন একটি ওয়েল্ডিং কারখানায়। তৃণমূলের অভিযোগ, ফের ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্থার। ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/16/2026 2:27 AM Page 10

যুবসাথী প্রকল্পে আবেদনের ঢল, বিডিও অফিসের সামনে উপচে পড়া ভিড়

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার থেকে শুরু হলো যুবসাথী প্রাপকদের রেজিস্ট্রেশন। প্রথম দিনেই রেকর্ড ভিড় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরে।উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বাজেটে বেকার যুবক যুবতীদের জন্য বড় ঘোষণা করেছেন। ঘোষণায় জানানো হয়েছে, মাধ্যমিক পাশ বেকারদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে। সেই অনুযায়ী রবিবার থেকে এই প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আবেদন জমা দিতে ভিড় করেছেন বহু যুবশ্রী প্রাপক। পাশাপাশি গোটা রাজ্যের পাশাপাশি নদীয়া জেলার শান্তিপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তরে এদিন সকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে যুবক যুবতীরা ফর্ম ফিলাপ করতে এসেছেন। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, যাঁরা মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এবং বর্তমানে বেকার, তাঁদের মধ্যেই ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সীরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। প্রাপকেরা প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। তবে এই সুবিধা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে। এর মধ্যে কেউ চাকরি পেয়ে গেলে তাঁর ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল বেকার যুবকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ খোঁজার সময় তাঁদের পাশে দাঁড়ানো।রবিবার থেকে শুরু হওয়া রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহু যুবক যুবতী এই সুবিধা পাওয়ার আশায় আবেদন করছেন। যার ফলস্বরূপ, এই প্রকল্পের আওতায় নাম নথিভুক্ত করতে এক প্রকার উদ্যোগী প্রত্যেক বেকার যুবক-যুবতীবা। তাদের বক্তব্য পড়াশোনা শেষে বা পড়াশোনা চলাকালীন বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যে মাসিক খরচ প্রয়োজন সেটারই যোগান দিয়েছে রাজ্য সরকার।

বামদেবের স্মৃতিধন্য গ্রামে শিবলিঙ্গে জল নিবেদন, দুই দিনব্যাপী উৎসবে জনসমাগম

সায়ন ভান্ডারী ।। নয়া জামানা ।। বীরভূম

বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত আটলা গ্রাম। বছর ঘুরলেই ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দশীতে এই শান্ত গ্রাম পরিণত হয় ভক্তি ও উৎসবের জনারণ্যে। প্রতি বছরের ন্যায় এইবারও শিবরাত্রি উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী আয়োজন ঘিরে গ্রামজুড়ে দেখা গেল উপচে পড়া ভিড়। ভোর হতেই শিবমন্দির চত্বরে শুরু হয় জল ঢালার পালা। হর হর মহাদেব ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে চারদিক, ঘণ্টা-শঙ্খের শব্দে যেন আলোকিত হয় আকাশ-বাতাস।স্থানীয়দের কথায়, আটলার শিবরাত্রির ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। লোকমুখে প্রচলিত, এই গ্রামেই ছিল সাধক বামদেবের বাড়ি।

তাঁর স্মৃতিধন্য এই ভূমিতে শিবপূজার মাহাত্ম্য ঘিরে রয়েছে বিশেষ আবেগ। সেই বিশ্বাসেই দূরদূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হন এখানে। অনেকেই উপবাস থেকে গভীর রাত কিংবা প্রভাতে শিবলিঙ্গে গঙ্গাজল, দুধ, বেলপাতা ও ধুতুরা অর্পণ করেন।

মন্দির চত্বর ছাপিয়ে ভক্তদের লাইন গিয়ে পৌঁছয় গ্রামের মূল সড়ক পর্যন্ত। শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতাও চোখে পড়ার মতো।শুধু ধর্মীয় আচারেই সীমাবদ্ধ নয় এই আয়োজন। দুই দিন ধরে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত শিল্পীদের পরিবেশনায় ভক্তিগীতি, বাউল, কীর্তন ও নৃত্যানুষ্ঠানে মুখরিত হয়ে ওঠে মঞ্চ।

সন্ধ্যা নামতেই আলোকসজ্জায় সেজে ওঠে গোটা গ্রাম। গ্রামবাসী থেকে শুরু করে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষও ভিড় জমান অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে। ছোটদের জন্য মেলা প্রাঙ্গণে ছিল নানা আকর্ষণ। ফলে ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি মিলনমেলায় পরিণত হয় আটলা।

উৎসবের অন্যতম প্রধান দিক সমাজসেবামূলক কর্মসূচি। আয়োজকদের উদ্যোগে হাজার হাজার ভক্তের জন্য খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে।রবিবার দুপুর থেকেই ভক্তদের আপ্যায়নে কোনও খামতি ছিল না। পাশাপাশি প্রায় দু'শোরও বেশি দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। আয়োজকদের দাবি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে মানবসেবাকে যুক্ত করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এলাকার বহু অসহায় পরিবার এই উদ্যোগে উপকৃত হয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা।

উৎসব ঘিরে নিরাপত্তার দিকেও ছিল কড়া নজরদারি।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক দলও সক্রিয় ভূমিকা নেয়।সব মিলিয়ে, বামদেবের স্মৃতিধন্য আটলায় এ বছরের শিবরাত্রি উৎসব ভক্তি, সংস্কৃতি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য সমন্বয় হিসেবে ধরা দিলো।

গ্রামবাসীদের মতে, এই উৎসব শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বরং গ্রামীণ ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কয়েক হাজার মানুষের সমাগমে আটলা যেন আবারও প্রমাণ করল ঐতিহ্যের টানে বিশ্বাসের বন্ধনে এখনও অটুট রয়েছে বাংলার গ্রামীণ সমাজ।

শিবরাত্রির পুণ্যলগ্নে শিবনিবাসে হাজার হাজার শিবভক্তের সমাগম

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, নদীয়াঃ নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কৃষ্ণগঞ্জে রয়েছে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ শিবলিঙ্গ, যার মন্দির স্থাপন করেছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। স্থাপিত মন্দিরের নাম শিবনিবাস। মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে ভগবান মহাদেবের কাছে পুজো অর্পণ করতে অসংখ্য ভক্তবৃন্দরা ছুটে আসেন এই শিবনিবাসে। কেউ আসে বাকে করে জল নিয়ে, কেউ আবার মনস্কামনা পূরণের জন্য আসেন দন্ডি কেটে। জানা যায়, শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার এক ঐতিহ্যপূর্ণ দিন হয়ে থাকে এই শিবনিবাস মন্দির কে কেন্দ্র করে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিবলিঙ্গে জল ঢালতে ছুটে আসে ভক্তরা। ঠিক তেমনি মহা শিবরাত্রির পূন্যলগ্নে উপবাস থেকে ব্রতী হন পুন্যার্থীরা। অন্যদিকে শুধু নদীয়ার শিবনিবাস মন্দির নয়, নদীয়ার বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী অতি প্রাচীন শিবমন্দির। এক একটি মন্দির প্রায় পাঁচশ বছরের প্রাচীন। টেরাকোটার নকশাই সৌন্দর্যময় প্রত্যেকটি মন্দির। রয়েছে সাবেকি আনার ছোঁয়া। রবিবার মহা শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রত্যেকটি মন্দিরে অবস্থিত শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢাললেন লক্ষ্য লক্ষ্য পূর্ণার্থীরা। এই বছর শিবরাত্রি দুদিন রয়েছে। রবিবার ও সোমবার এই দুদিনই ভক্তদের আগমন ঘটবে শিবনিবাসে। তবে পঞ্জিকা অনুযায়ী, রবিবার বিকেলে লেগেছে চতুর্দশী। তাই মহাদেবের ভক্তদের ভক্তির ছবি ফুটে ওঠে রবিবার রাতেই।

কোলাহলের মাঝে সময়ের ঠিকানা ঃ সদর শহরে বসলো ক্লক টাওয়ার

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হল আরও এক নতুন অধ্যায়। শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড চত্বরে নবনির্মিত ক্লক টাওয়ারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হলো জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই ক্লক টাওয়ারের উদ্বোধন করেন এসআরডিএ-র চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চ্যাটার্জী, পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিক, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি ও বহু সাধারণ মানুষ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা জানান, সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী ও পথচলতি মানুষের অন্যতম প্রধান যাতায়াত কেন্দ্র।

সেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই আধুনিক ও নান্দনিক ক্লক টাওয়ার নির্মিত হওয়ায় একদিকে যেমন যাত্রীদের সময় সম্পর্কে সচেতন হতে সুবিধা হবে, তেমনই শহরের সৌন্দর্যও নতুন রূপ পাবে। বিশেষ করে সন্ধ্যা ও রাতের আলোকসজ্জায় এই ক্লক টাওয়ার শহরের আকর্ষণ আরও বাড়াবে বলে মনে করছেন অনেকে।বক্তারা আরও বলেন, সিউড়ির সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে একের পর এক পরিকল্পিত প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। রাস্তা সংস্কার, নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা, শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও জনবহুল এলাকায় সৌন্দর্যায়ন;সব মিলিয়ে সিউড়িকে একটি আধুনিক ও বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তোলাই প্রশাসনের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যপূরণে এই ক্লক টাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। উল্লেখ্য, সিউড়ি শুধু বীরভূম জেলার প্রশাসনিক সদর শহরই নয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জেলা আদালত, প্রশাসনিক দফতর, নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পরিষেবার কেন্দ্র হিসেবে সিউড়ির আলাদা পরিচিতি রয়েছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই শহরে নতুন ক্লক টাওয়ার যুক্ত হওয়ায় শহরের গর্ব আরও বাড়ল বলেই মত স্থানীয় বাসিন্দাদের। অনুষ্ঠান শেষে সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা যায় উচ্ছ্বাস। অনেকেই ক্লক টাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন এবং শহরের এই নতুন সংযোজনকে স্বাগত জানান।

শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র নিয়ে বেকার ভাতার লাইনে একাধিক

সিউড়িতে বিশেষ ক্যাম্প

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলতি বছরের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বাজেটে বেকার যুবসমাজের জন্য একাধিক জনমুখী ঘোষণা করেন। তারই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল রাজ্যের যোগ্য বেকার যুবকদের প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা করে আর্থিক ভাতা প্রদান। সেই বাজেট ঘোষণার বাস্তব রূপ দিতেই রবিবার ১৫ তারিখ থেকে সিউড়ি পৌরসভা অফিসে শুরু হলো 'যুব সাথী' প্রকল্পের ফর্ম ফিল-আপ প্রক্রিয়া। প্রথম দিনেই সিউড়ি পৌরসভার ১ নম্বর, ২ নম্বর ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আবেদনকারীদের জন্য ফর্ম পূরণের ব্যবস্থা করা হয়।

সকাল থেকেই পৌরসভা অফিস চত্বরে চোখে পড়ার মতো ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

নির্দিষ্ট ওয়ার্ড অনুযায়ী আবেদনকারীরা সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে আধার কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, ব্যাঙ্ক পাসবুকসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়ে ফর্ম পূরণ করেন।পৌরসভার পক্ষ থেকে গোটা প্রক্রিয়াটি সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একাধিক কাউন্টার খোলা হয় এবং পৌরসভার কর্মীরা আবেদনকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফর্ম পূরণে সহায়তা করেন। নথিপত্র ভালোভাবে যাচাই করেই আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে কোনও বিভ্রান্তি না হয় এবং নির্ধারিত সময়ে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভাতা পাঠানো সম্ভব হয়।

পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের রাজ্য বাজেটে যুবকল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়া পর্যন্ত বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিকভাবে কিছুটা স্বস্তি দিতেই এই 'যুব সাথী' প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের যুবসমাজ উপকৃত হবে বলেই মনে করছে প্রশাসন।এদিকে পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পর্যায়ক্রমে সিউড়ি পৌরসভার অন্যান্য ওয়ার্ডগুলির জন্যও নির্দিষ্ট দিনে ফর্ম ফিল-আপের ব্যবস্থা করা হবে। সেই সূচি আগাম নোটিস ও বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

আবেদনকারীদের অনুরোধ করা হয়েছে, নির্ধারিত দিনে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে সময়মতো উপস্থিত থাকতে, যাতে ফর্ম পূরণের কাজ দ্রুত ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায়।রাজ্য বাজেটের এই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দিতে শুরু হওয়া এই উদ্যোগে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন বহু বেকার যুবক-যুবতী।

শিবরাত্রিতে অকাল মৃত্যু, লরির চাকায় পিষ্ট বাইক আরোহী

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার কৃষ্ণনগর করিমপুর রাজ্য সড়কের পানিনালা এলাকায় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি ১০ চাকার লরি কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুরের দিকে যাচ্ছিল।

সেই সময় উল্টো দিক থেকে একটি মোটরসাইকেলের দুইজন যুবক দ্রুতগতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার প্রায় ডানদিক অংশে চলে যায়। এরপর মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে যায় বাইক আরোহী যুবক। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই বাইক আরোহীর। অপর বাইক আরোহী রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যায়।

গুরুতর আহত অবস্থায় নদীয়ার শক্তিনগর জেলা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। উল্টো দিকের একটি টোটো গাড়িকেও ধাক্কা মারে লরিটি, সেই কারণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় টোটো গাড়ীটি। ঘটনাস্থলে উত্তেজিত জনতা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এরপর কোতোয়ালি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ এসে মৃত যুবকটিকে ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হসপিটালে নিয়ে যায়। যদিও এখন কৃষ্ণনগর করিমপুর রাজ্য সড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক।

৫০ বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ান এনসিসি ঃ বোলপুর কলেজে অনুষ্ঠিত হলো 'সি' সার্টিফিকেট পরীক্ষা

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেট পরীক্ষা ক্যাডেটদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। রবিবার সকালে এনসিসি'র গ্রুপ হেডকোয়ার্টার বর্ধমান এনসিসি ডিরেক্টরেট, কলকাতা এবং হেডকোয়ার্টার ডি.জি. এনসিসি, দিল্লি দ্বারা ৫০ বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এই পরীক্ষা।

উল্লেখ্য, এই বার্ষিক পরীক্ষা ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ ও নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতির সমাপ্তি চিহ্নিত করে। তাদের দক্ষতা ও উৎসর্গ প্রদর্শন করে। 'সি' সার্টিফিকেটটি উৎকর্ষতার প্রতীক, যা প্রায়শই সরাসরি এসএস বি -র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় আবেদন করার জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে, এটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সুযোগ সৃষ্টি করে। গ্রুপ কমান্ডার বর্ধমান, ব্রিগেডিয়ার অশ্বিনী বশিষ্ঠ বোলপুর কলেজে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেন এবং ক্যাডেট ও আয়োজকদের প্রচেষ্টাকে সমাদর করেছেন।এই মর্যাদাপূর্ণ 'সি' সার্টিফিকেটটি বিশেষ করে সামরিক এবং প্রতিরক্ষা ক্যারিয়ারে বহু সুবিধা প্রদান করে, যা ক্যাডেটদের পরিশ্রম ও উৎসর্গের প্রমাণ।

মায়াপুরে শুরু হলো গৌড় পূর্ণিমা মহোৎসব, চলবে টানা ৩৫ দিন

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার অন্যতম পুণ্যভূমি মায়াপুরে সারা বছর একাধিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হলেও গৌড় পূর্ণিমা মহোৎসব তার মধ্যে অন্যতম।এইবছর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৪০ তম আবির্ভাব বর্ষ উপলক্ষে এই মহোৎসবের সূচনা হয় যা চলবে ৫ই মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত।এদিন চিরাচরিত নিয়ম-প্রথা মেনে ফ্ল্যাগ হোস্টিং ও বিশেষ পূজার মাধ্যমে মহোৎসবের শুভ সূচনা হয়। এই পুরো সময়েটাতে ইসকন মন্দির জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে কীর্তন,অধিবাস, ধর্মীয় আলোচনা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ আরও একাধিক কর্মসূচি। ১৪ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে কীর্তন মেলা। ১৯ থেকে ২৫ শে ফেব্রুয়ারি আয়োজিত হবে নবদ্বীপ মেলা পরিক্রমা। তাই সার্বিকভাবে এই বছরও সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তির মেলবন্ধনে মায়াপুরের গৌড় পূর্ণিমা মহোৎসব এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে।

বাজেট প্রস্তাবে খুশি বোলপুর-শান্তিনিকেতন ! আধুনিক শহর গড়ার ভাবনা পুরসভার

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ রাজ্য বাজেটে একাধিক শহরকে আধুনিকীকরণ বা উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব ঘোষণা হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে বোলপুর শান্তিনিকেতন শহর। তাতেই নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত এই শহর। কীভাবে এই শহরকে আরও উন্নত করা যায়, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে বোলপুর পুরসভা।এই প্রস্তাব ঘিরে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারাও। উল্লেখ্য, বর্তমানে ২২টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত বোলপুর শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, এমনকি পুরনির্বাচনের সময় কয়েকটি পঞ্চায়েত এলাকা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শহরকে আন্তর্জাতিক মানের করে তুলতে আগেই কিছু সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছিল পুরসভা। শ্রীনিকেতন মোড়ে শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহের আদলে প্রবেশ তোরণ তৈরি থেকে শুরু করে রাস্তার ধারে স্ট্রিট লাইট সহ বিভিন্ন সৌন্দর্যায়নের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এমনটাই পুরসভা সূত্রে জানা যায়। সম্প্রতি রাজ্য বাজেট পেশ করে অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যের ২৫টি শহরকে পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই প্রস্তাবে নাগরিক পরিষেবা উন্নত করা, কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো জোরদারের কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে একটি কমিটি গড়ে ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বোলপুর পুরসভার পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ বলেন, শহরের ঐতিহ্য রক্ষা করে সৌন্দর্যায়নের কাজ আগেই শুরু হয়েছে। নতুন এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে পুরসভা প্রস্তুত। যদিও এখনও পর্যন্ত প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা হয়নি, ফলে বাস্তবায়ন নিয়ে কিছুটা প্রশ্ন রয়ে গেছে। তবে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বোলপুর,শান্তিনিকেতন আগামী দিনে আরও আধুনিক ও উন্নত শহর হিসেবে গড়ে উঠবে।

শুরু যুবসাথীর আবেদন, প্রথম দিনেই উপচে পরা ভিড়

নয়া জামানা ।। বর্ধমান

শিবরাত্রির পূণ্য দিনে রাজ্য জুড়ে শুরু হল স্বনির্ভর বাংলা প্রকল্পের ফর্ম বিতরণ। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লক অফিস থেকেও আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ফর্ম দেওয়া শুরু হয়। সকাল থেকেই ব্লক চত্বরে উপভোক্তাদের ভিড় চোখে পড়ার মতো ছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাজেট অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন, ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুবক-যুবতীদের জন্য 'বাংলার যুব সাথী' প্রকল্প চালু করা হবে।

এই প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তারা পাঁচ বছর ধরে প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন। পাশাপাশি ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের ফর্মও এদিন থেকে বিতরণ শুরু হয়েছে। জামালপুর ব্লক অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, ব্লক কৃষি আধিকারিক বিপাশা দাস, জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। তাঁরা প্রতীকীভাবে কয়েকজনের হাতে ফর্ম তুলে দেন। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তা করে দেখান। বাজেটে ঘোষণার পর দ্রুত ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে।

যতদিন না পর্যন্ত স্থায়ী কর্মসংস্থান মিলছে, ততদিন এই আর্থিক সহায়তা যুব সমাজের কাজে লাগবে।বিডিও পার্থ সারথী দে জানান, আজ জামালপুর ১ ও ২ অঞ্চলে ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ফর্ম বিতরণ ও জমা নেওয়ার কাজ চলবে। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রশাসন সবরকম সহায়তা করবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। বিধানসভা ভোটের আগে এই প্রকল্পকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও চর্চা শুরু হয়েছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এই উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা উদ্বোধন

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে খন্ডঘোষ ব্লকে ধারাবাহিক ভাবে চলছে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা উদ্বোধন। পরপর খন্ডঘোষ ব্লকে দুটি রাস্তা উদ্বোধন করা হয়। একটি রাস্তা উদ্বোধন করা হয় এনায়েত নগরে। অন্যটি সরঙ্গা গ্রামে। দুটি রাস্তাই ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম। এদিন একটি পিচ রাস্তার উদ্বোধন করা হয় উখরিদ অঞ্চলের এনায়েত নগরে। আড়াই কিলোমিটার এই রাস্তা তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৭১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮২৪ টাকা। রাস্তাটি শুরু হয়েছে বেরুগ্রাম রোড মোষ গড়ে থেকে এনায়েত নগর আইসিডিএস সেন্টার পর্যন্ত। এদিন রাস্তা উদ্বোধন করে জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের ডাক দিয়েছেন সেই পথশ্রী প্রকল্পে এই কাজ করা হয়েছে। এদিন উদ্বোধন উপলক্ষে অন্যান্য দের মধ্যে ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অনাবিল ইসলাম প্রমুখ। এদিনই দুপুরে আরও একটি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা উদ্বোধন করা হয়। এই পিচ রাস্তা শুরু হয়েছে সরঙ্গা গ্রাম থেকে তরুণ ঘাটেরপাড়া পর্যন্ত। এর খরচ হয়েছে ৫১ লক্ষ ৮০ হাজার ১৫৬ টাকা। জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ জানান, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এই কাজের দায়িত্ব পেয়েছে। তার মধ্যে এই ব্লকে ১১ টি বড়ো রাস্তার পর পর উদ্বোধন হবে। প্রতিটি রাস্তার জন্য গ্রামবাসীদের দাবি মেনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কাজ হয়েছে। বলেন , রাজ্যের প্রতিটি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে অঞ্চলে উন্নয়ন পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খন্ডঘোষ ব্লকে পথশ্রী প্রকল্পে একাধিক রাস্তা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। এদিন দুটি রাস্তার উদ্বোধন করা হল। এখনও পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা উদ্বোধন হতে বাকি আছে।

ক্রিকেট লিগের সূচি ঘোষণা জেলা ক্রীড়া সংস্থার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ দ্বিতীয় বিভাগে খেলা চলাকালীন প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ক্লাব ভিত্তিক সূচি ঘোষণা হল বর্ধমানে। ক্রীড়াসূচী ঘোষণা করা হলো বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থা (বিডিএসএ)। চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ওই প্রতিযোগিতা শুরু হবে বলে ক্রীড়া সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে এবার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বাছাই করা ১০ টি দল অংশগ্রহণ করবে। তার মধ্যে আছে শিবাজী সংঘ, বিবেকানন্দ সংঘ, কল্পতরু ক্লাব, সুব্রত স্মৃতি সংঘ, দিলীপ স্মৃতি সংঘ, বরশুল ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশন, বাম অ্যাথলেটিক ক্লাব, আরএইউসি, নির্ভিক সংঘ এবং মিলনী সংঘ। এই দল গুলোকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে খেলা হবে। খেলা শুরু হবে ২২ ফেব্রুয়ারি। সংস্থার নিজস্ব মাঠ রাধারানী স্টেডিয়ামে লিগের ওই খেলা চলবে আগামী ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত। এরই মধ্যে অবশ্য দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ক্রিকেটের খেলা শুরু হয়ে গেছে শনিবার থেকে। অন্যদিকে রবিবার থেকে রাধারানী স্টেডিয়ামে অনূর্দ্ধ ১৫ জেলা ক্রিকেট দলের আবাসিক শিবির শুরু হয়েছে। সিএবি আয়োজিত আন্তঃজেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা এবার হবে বাঁকুড়ায়। ওই খেলায় অংশ নিতে পূর্ব বর্ধমান জেলা দল রওনা দেবে ১৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে রাধারানী স্টেডিয়ামে চলবে প্রস্তুতি শিবির। ইতিমধ্যে জেলা দলের জন্য ২২ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়েছে।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড,আতঙ্কে যাত্রীরা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের একটি কামরায় হঠাৎ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রবিবার ভোরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া রেল স্টেশনের দুনম্বর প্লাটফর্মে।রবিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লোকাল। হঠাৎই যাত্রীরা ট্রেনের একটি বগি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। ছড়িয়ে পড়ে কামরা জুড়ে। হঠাৎ আগুন দেখে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জিআরপি ও আরপিএফ। খবর দেওয়া হয় দমকল দফতরে।দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।যদিও ওই কামরাতে কোন যাত্রী ছিলেন না। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। পরে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এলে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। তবে ঠিক কী কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছেন রেলের আধিকারিকরা। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।এদিনই অবশ্য আগুন লাগার ঘটনা নিয়ে রেলের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিরা কাটোয়া স্টেশনে আসেন।বিস্তারিত ভাবে খোঁজ খবর নেন।শর্টসার্কিট থেকে আগুন কিনা

তাও ক্ষতিয়ে দেখা হয়। যে বগিতে আগুন লাগে সেই বগি রেলের তরফে সিল করে দেওয়া হয়।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ স্টেশন এলাকায় ফুল তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়ে।

রবিবার ছিল শিবরাত্রি। ওই যুবক শিব পুজোর জন্য আকন্দ ফুল সংগ্রহ করতে এদিন ব্যান্ডেল- কাটোয়া রেল শাখার সমুদ্রগড় স্টেশনে যান। সেখানে ফুল তোলার সময় কোনভাবে ট্রেনের ধাক্কায় লাইনের ধারে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় রেল লাইনের পাশে। দেহের পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল ফুলের ব্যাগ ও ফুল। যদিও মৃত যুবকের নাম জানা না গেলেও ওই যুবক বিভিন্ন জায়গায় ফুল তুলে বিক্রি করে বেড়াতেন বলে জানা গেছে। পরে রেল পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

হবু দম্পতির থেকে বন্দুক উদ্ধারে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

শনিবার শহর বর্ধমানের গোলাপবাগ মোড়ে স্কুটির ডিকি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় নাটকীয় মোড় নিল পুলিশি তদন্তে। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীকান্ত দাস (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশি জেরায় ধৃত অভিযুক্ত স্বীকার করেছে, খাগড়াগড়ের বাসিন্দা জনৈক জুয়েল আহমেদ তাকে ওই আগ্নেয়াস্ত্রটি স্কুটির মধ্যে রাখার জন্য দিয়েছিল।

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শনিবার শহর বর্ধমানের গোলাপবাগ মোড়ে স্কুটির ডিকি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় নাটকীয় মোড় নিল পুলিশি তদন্তে। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীকান্ত দাস (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশি জেরায় ধৃত অভিযুক্ত স্বীকার করেছে, খাগড়াগড়ের বাসিন্দা জনৈক জুয়েল আহমেদ তাকে ওই আগ্নেয়াস্ত্রটি স্কুটির মধ্যে রাখার জন্য দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই জুয়েল আহমেদকে ধরতে জোর তল্লাশি শুরু হয়েছে। ধৃত শ্রীকান্ত দাসকে রবিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।এদিন এক হবু দম্পতি রাস্তায় যাবার সময় পুলিশ তাদের আটকায়। তাদের স্কুটির ডিকি থেকে একটি বন্দুক উদ্ধার করে পুলিশ।ঘটনার সূত্রপাত এবং পরবর্তী পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে জনমানসে একাধিক প্রশ্ন দানা বেঁধেছে। স্কুটিতে যে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ছিল সেই খবর পুলিশকে কে বা কারা দিল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর সংশয়। কেনই বা এক তরুণী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও একজন চাকরিপ্রার্থী যুবককে প্রকাশ্য জনবহুল রাস্তা থেকে পুলিশের গাড়িতে থানায় নিয়ে যাওয়া হল এবং পরে ছেড়েও দেওয়া হল। এই পুলিশি অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা এবং ভুক্তভোগীর পরিবার। তরুণী পরীক্ষার্থীর দিদিমা লক্ষ্মী পাল জোরালো ভাষায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, 'স্কুটির ডিকিতে বন্দুক উদ্ধারের ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাজানো। শত্রুতা করে কেউ এই বন্দুক গাড়িতে রেখে দিয়েছে।

আমার নাতনি ও হবু জামাই সম্পূর্ণ নির্দোষ, ওদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।' পরিবারের দাবি, পুলিশ কীভাবে জানলো যে স্কুটারের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে? তবে কি ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে পুলিশের একাংশের কোনো যোগসাজশ রয়েছে।

মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ওই অস্ত্র ছাত্রীর ব্যবহার করা স্কুটারে রাখা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

স্বপ্নে সর্বস্বান্ত , সাইবার প্রতারণার জালে লক্ষ লক্ষ উধাও

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ বিনিয়োগের কয়েক গুণ মুনাফার প্রলোভনে পা দিয়ে ফের বড়সড় সাইবার প্রতারণার শিকার হলেন রেলশহর চিত্তরঞ্জনের এক গৃহবধূ। আইপিও ট্রেডিংয়ের নাম করে ধাপে ধাপে প্রায় ৩১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা খুইয়েছেন স্ট্রিট নম্বর ৮৫-এর বাসিন্দা অর্চনা কুমারী। শুক্রবার রাতে আসানসোল সাইবার ক্রাইম থানায় এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৬ অক্টোবর থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে প্রতারকদের পাতা ফাঁদে পা দেন অর্চনা। তাঁকে একটি বিশেষ অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত করা হয়েছিল। 'নিশ্চিত লাভ'-এর আশায় তিনি বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে মোট ৩১.১০ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করেন। প্রতারকদের তৈরি করা অ্যাপে তাঁর বিনিয়োগের অঙ্ক বেড়ে ৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার বেশি দেখাচ্ছিল।

স্ক্রিনে কোটি টাকার মুনাফা দেখেই বিশ্বাস বাড়ে অভিযোগকারীর। কিন্তু ১৮ নভেম্বর ৫০ লক্ষ টাকা তোলার চেষ্টা করতেই ধরা পড়ে জালিয়াতি। টাকা তো আসেইনি, উল্টে তাঁকে গ্রুপ থেকে বের করে দিয়ে লগ-ইন আইডি ব্লক করে দেওয়া হয়। আসানসোল সাইবার ক্রাইম থানা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারীদের মতে, এটি একটি সুপরিকল্পিত 'ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম'। বর্তমানে দ্রুত বড়লোক হওয়ার টোপ দিয়ে মানুষকে অননুমোদিত অ্যাপে লগ্নী করানোই সাইবার অপরাধীদের প্রধান কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগেও এই অঞ্চলে কোটি কোটি টাকার জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের স্পষ্ট সতর্কবার্তা; যাচাই না করে কোনও অপরিচিত লিঙ্ক বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে বিনিয়োগ করবেন না।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ শনিবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ছিল ভ্যালেন্টাইন ডে। আর এই ভালোবাসার দিনে সকলের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক গড়ে তুলতে শিবির হল শহর বর্ধমানে। আয়োজক বর্ধমান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংস্থার প্রান পুরুষ তথা সম্পাদক মহম্মদ আসরাফউদ্দিন বাবুর উদ্যোগে এবারের রক্তদান শিবির ১১০ তম। পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ মানুষ উৎসবের আবহে এই রক্তদান শিবিরে অংশ নেন। বিশেষ করে মহিলাদের এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে নজর কাড়ে সকলের। রক্তযোদ্ধা হিসাবে দীর্ঘ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন মহম্মদ আসরাফউদ্দিন বাবু। তার এই কাজের ধারাবাহিকতা দেখে সকলে এখন তাঁকে ব্লাড ম্যান বলেও ডাকছেন। বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবে আয়োজিত বড়ো ধরনের শিবিরে প্রায় আটশোর বেশি মানুষজন দাতা হিসাবে রক্তদান করেন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, টেরেসা ব্লাড ব্যাঙ্ক, রশ্মি ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং ক্যামরী এই চারটি সংস্থা থেকে মুমুর্ষ রোগীদের জন্য রক্ত সংগ্রহ করা হয়।একবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে ছিল রক্ত দেবার আগ্রহ। শিবির উপলক্ষে বিশিষ্ট মানুষজন উৎসাহ দিতে হাজির ছিলেন। শিবিরে হাজির বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি মহম্মদ আসরাফউদ্দিনের এই ধরনের ধারাবাহিক উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই শিবিরে মহম্মদ আসরাফউদ্দিন নিজেও রক্তদান করে সকল দাতাদের উৎসাহ দেন। এই নিয়ে তিনি ১২০ বার রক্তদান করলেন।

জঙ্গলমহল

নয়া জামানা

পাসপোর্ট জট কেটে দুবাই উড়ান, অভিষেকের সহযোগিতায় স্বপ্নপূরণের পথে মেদিনীপুরের অঙ্কিতা

নয়া জামানা ।। পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির কিশোরনগরের ছোট্ট মেয়ে অঙ্কিতা প্রধান আজ বড় স্বপ্নের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ রাখছে। জনপ্রিয় সঙ্গীত রিয়্যালিটি শো ইন্ডিয়ান আইডল -এ পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিযোগী হিসেবে জায়গা করে নিয়ে ইতিমধ্যেই নজর কাড়েছে সে। অসাধারণ গায়কিতে বিচারকদের মন জয় করে অঙ্কিতা পৌঁছে গিয়েছে শীর্ষ দশের দোরগোড়ায়। তার গানের প্রশংসা করেছেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল -ও। মাত্র সাড়ে সাত বছর বয়সে টেলিভিশনে গান শুনে শুনেই গানের প্রতি আগ্রহ জন্মায় অঙ্কিতার। এরপর স্থানীয় প্রশিক্ষক স্বপন দাসের কাছে তার সঙ্গীতযাত্রা শুরু। ২০২২ সালে সুপারস্টার সিঙ্গার -এ অংশ নিয়েও সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। বর্তমানে সঙ্গীতশিল্পী ও সুরকার রথীজিৎ ভট্টাচার্য্য-র কাছে তালিম নিচ্ছে অঙ্কিতা। এবার 'ইন্ডিয়ান আইডল'-এর শীর্ষ দশের শুটিং হওয়ার কথা দুবাইয়ে। কিন্তু সেখানেই বাঁধে বিপত্তি। নাবালিকা হওয়ায় অঙ্কিতাকে মায়ের সঙ্গে যেতেই হবে। দু'জনেই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলেও অঙ্কিতা পাসপোর্ট পেলেও তার মা মহুয়া প্রধান পাননি। শো কর্তৃপক্ষ তিন দিনের মধ্যে পাসপোর্টের নথি জমা দিতে বলায় পরিবারে উদ্বেগ বাড়ে।

স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কায় ভেঙে পড়েন মহুয়া দেবী। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয়দের পরামর্শে তারা যোগাযোগ করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী -র দপ্তরে। দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে অবশেষে মহুয়ার পাসপোর্ট হাতে আসে। শনিবার মুম্বই বিমানবন্দর থেকে আবেগঘন কণ্ঠে মহুয়া বলেন, মেয়ে আর শোতে অংশ নিতে পারবে না ভেবেছিলাম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই আজ মেয়ের স্বপ্নপূরণ সম্ভব হল। বর্তমানে কাঁথি সেন্টাল বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় মায়ের সঙ্গে থাকে অঙ্কিতা। ছোট শহর থেকে উঠে এসে জাতীয় মঞ্চে নিজের জায়গা তৈরি করা সহজ নয়। তবে অঙ্কিতার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও পরিবারের সমর্থন তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এখন চোখ দুবাইয়ের মঞ্চে;সেখানে আরও একবার নিজের সুরের জাদু ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত মেদিনীপুরের এই প্রতিভাবান কিশোরী।

শরৎচন্দ্রের ১৫০ বছরে স্মরণ ও আলোচনা, তমলুকে সাহিত্যচর্চার নতুন অঙ্গীকার

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ মরমী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর সার্ধশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে রবিবার বিকেলে তমলুকের হরিসভা হল-এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দেড়শোতম জন্মবর্ষকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে তাঁর সাহিত্য ও জীবনদর্শন নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। তমলুকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

'বর্তমান সময়ে শরৎ সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা' বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী অঞ্জন জানা। তিনি বলেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্প আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সমাজের নানা অসঙ্গতি, নারীর অবস্থান, প্রেম, মানবিকতা ও প্রতিবাদের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন, তা আজকের সময়েও গভীর তাৎপর্য বহন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দিলীপ মিত্র, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রশান্ত পাড়ই, সমাজকর্মী ও তমলুকের বিশিষ্ট নাগরিক সুনন্দা অধিকারীসহ শহরের বহু গুণীজন। বক্তারা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তির পাশাপাশি তাঁর জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন। এই সার্ধশত জন্মবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বছরভর বিভিন্ন সাহিত্যসভা, পাঠচক্র ও জীবনীচর্চার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছে 'শরৎ সার্ধশত জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটি, তমলুক শাখা'। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুনন্দা অধিকারী।

যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন তপন মিত্র ও তরুণ ঘোড়াই। এছাড়াও শহরের বিশিষ্ট অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী ও সচেতন নাগরিকরা সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। আয়োজকদের মতে, নতুন প্রজন্মের কাছে শরৎচন্দ্রকে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

পিএইচডি ছাত্র যুব সাথীর লাইনে ! মানবাজার শিবিরে চমকপ্রদ ছবি

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ মানবাজার-১ ব্লক সংলগ্ন স্টেডিয়ামে আয়োজিত যুব সাথী প্রকল্পের শিবিরে রবিবার দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য। বেকার ভাতার ফর্ম নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক পিএইচডি ছাত্র। ঘটনাটি ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। পুরুলিয়ার জিতুজুড়ি গ্রামের বাসিন্দা দীপক কালিন্দী বর্তমানে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। ২০২১ সাল থেকে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

তাঁর গবেষণা কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানান তিনি। উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও কেন যুব সাথী প্রকল্পের লাইনে; এমন প্রশ্ন উঠতেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন দীপক। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এই উদ্যোগকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত নয়। যুব সাথী প্রকল্পের আর্থিক সহায়তা অনেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কেউ সেই অর্থ দিয়ে চাকরির প্রস্তুতির কোচিং নিতে পারেন, কেউ আবার বিভিন্ন চাকরির ফর্ম পূরণ করতে পারেন। বর্তমান সময়ে চাকরি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। তাই এই ধরনের প্রকল্প বেকার যুবকদের কিছুটা আর্থিক স্বস্তি দেয় বলেই তাঁর মত। শিবিরে উপস্থিত অন্যান্য যুবকদের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। আয়োজকদের মতে, প্রকৃত প্রাপকদের হাতে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিতেই এই শিবিরের আয়োজন। দীপকের মতো উচ্চশিক্ষিত যুবকের উপস্থিতি দেখিয়ে দিচ্ছে, কর্মসংস্থানের অভাব কতটা বাস্তব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পিংলায় 'স্বনির্ভর বাংলা' মেগা ক্যাম্পের সূচনা, বাড়ল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও যুব-সাথী ভাতা

ভরত বেরা,নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 'স্বনির্ভর বাংলা' প্রকল্পকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিশেষ সহায়তা শিবির। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিংলা ডেভেলপমেন্ট ব্লক এলাকায় আজ থেকে শুরু হল মেগা ক্যাম্প। ১৫ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত (রবিবার বাদে) প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে এই শিবির। সরকারি ঘোষণায় এ বছর একাধিক প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা বাড়ানো হয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের মাসিক ভাতা ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করা হয়েছে। তপশিলি জাতি ও জনজাতিভুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ১,২০০ টাকা থেকে বেড়ে ১,৭০০ টাকা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় ২.৪২ কোটি মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী। এছাড়াও যেসব ক্ষেতমজুরের নিজস্ব জমি নেই বা ভাগচাষি হিসেবে নথিভুক্ত নন, তাঁদের জন্য বছরে ৪,০০০ টাকা সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে। খরিফ ও রবি মরশুমের শুরুতে ২,০০০ টাকা করে দুই কিস্তিতে এই অর্থ দেওয়া হবে। যুব-সাথী প্রকল্পে ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী বেকার যুবক-যুবতীরা মাসিক ১,৫০০ টাকা করে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত পাবেন। আগামী ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছবে। পাশাপাশি কৃষকদের সেচের জলের উপর ধার্য জলকর সম্পূর্ণ মকুব করা হয়েছে। ক্যাম্পে আবেদন করতে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবই, পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও প্রয়োজনীয় শংসাপত্র সঙ্গে আনতে বলা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক লাকপা ওয়াংচু শেরপা, কৃষি আধিকারিক ডঃ সৌমেন মন্ডলসহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

ভুড়ভুড়ির টানে শিবভক্তের ঢল, মহাশিবরাত্রিতে মুখর ডেবরার কেদার কুন্ডু মন্দির

ভরত বেরা,নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ মহাশিবরাত্রি;ভগবান শিবের আরাধনার অন্যতম পবিত্র রাত্রি। পুরাণ মতে, এই দিনেই শিব ও দেবী পার্বতীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাই এই রাতকে শুভ মিলনের প্রতীক হিসেবে মানা হয়। শিবলিঙ্গে জল ও দুধ অর্পণ, উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও 'অভিষেক';সব মিলিয়ে দিনটি ভক্তির এক বিশেষ অধ্যায়। এই পবিত্র দিনে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের কেদার কুন্ডু শিব মন্দিরে দেখা গেল ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। স্থানীয়ভাবে 'কেদার ভুড়ভুড়ি' নামে পরিচিত এই প্রাচীন মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে নানা জনশ্রুতি ও বিশ্বাস। প্রায় ৭০০ বছরের পুরনো এই মন্দিরের ইতিহাস সোলাঙ্কি রাজাদের আমল পর্যন্ত পৌঁছায় বলে জানা যায়। মন্দিরের পাশের পুকুরে বর্ষাকালে জল বুদবুদ হয়ে উঠত। সেই 'ভুড়ভুড়ি' শব্দ থেকেই নাকি নামের উৎপত্তি। যদিও এখন পুকুরে আগের মতো জল নেই, তবুও গর্ভগৃহের শিবলিঙ্গ সারা বছর জলে নিমজ্জিত থাকে। ভক্তদের বিশ্বাস, এখানে পুজো দিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় এবং রোগ-ব্যাধি দূর হয়। মহাশিবরাত্রির ভোর থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে দীর্ঘ লাইন পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে উপবাস রেখে জল ও বেলপাতা অর্পণ করেন। মন্দির চত্বরে প্রায় আট দিনের মেলা বসেছে, যা শুধু ধর্মীয় নয়, সামাজিক মিলনক্ষেত্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আজ নয়, শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারেও এখানে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও প্রাচীন ঐতিহ্যের টানে কেদার কুন্ডু শিব মন্দির আজও ডেবরার অন্যতম শ্রদ্ধার কেন্দ্র হয়ে রয়েছে।

বান্দোয়ানে 'মাওবাদী' পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য, ভুয়ো বলে প্রাথমিক অনুমান

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, বান্দোয়ান ঃ পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল এলাকায় ফের মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার ভোরে বান্দোয়ান ব্লকের কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের যশপুর অঞ্চলে একাধিক দেওয়ালে লাল কালি দিয়ে লেখা পোস্টার চোখে পড়ে স্থানীয়দের।

তৃণমূল কার্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেওয়ালে ওই পোস্টারগুলি সাঁটা ছিল বলে জানা গেছে। এর আগে বোরো থানা এলাকায় একই ধরনের পোস্টার উদ্ধার হয়েছিল। ফলে একই কায়দায় লেখা পোস্টার ঘিরে নতুন করে আতঙ্ক ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। পোস্টারগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা এবং ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য)-র কয়েকজন নেতার নাম উল্লেখ করে তাঁদের বিরুদ্ধে 'বেনিয়ম'-এর অভিযোগ তোলা হয়েছে।

গণ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং 'গণ আদালতে বিচার'-এর হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। তবে লক্ষণীয়, পোস্টারে বিজেপির নাম নেই। কুমড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ভবতোষ দাস ও সদস্য সঞ্চয় পাত্রের নামও পোস্টারে রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে দলীয় নাম ভাঙিয়ে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও পুলিশ সূত্রে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এগুলি মাওবাদীদের আসল পোস্টার নয়, বরং 'ভুয়ো' পোস্টার। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। বান্দোয়ান ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জগদীশচন্দ্র মাহাতো বলেন, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জঙ্গলমহল এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এই ধরনের চক্রান্ত সফল হবে না। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

চলন্ত লরির স্টিয়ারিং বিকল, চালকের উপস্থিত বুদ্ধিতে বড় দুর্ঘটনা এড়াল জামনা মোড়

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত জামনা বাজার সংলগ্ন ব্যস্ত চৌরাস্তার মোড়ে আজ সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একটি মালবোঝাই লরি আচমকা স্টিয়ারিং বিকলের সমস্যায় পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারানোর মুখে পড়ে। ঘটনায় মুহূর্তের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জানা গেছে, লরিটি ১২বেড়িয়া থেকে পিংলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। জামনা চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছতেই হঠাৎ স্টিয়ারিং কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ফলে গাড়িটি সোজা পথে চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। তবে চালকের দ্রুত সিদ্ধান্ত ও উপস্থিত বুদ্ধির কারণে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, লরিটি খুব বেশি গতিতে ছিল না, তাই বিপদের আশঙ্কা কমে যায়। চালক দক্ষতার সঙ্গে গাড়িটিকে রাস্তার একপাশে থামাতে সক্ষম হন। ঘটনার সময় মোড়টিতে যথেষ্ট যান চলাচল ছিল। আশপাশে বেশ কিছু দোকান ও পথচারীও ছিলেন। অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনা এড়ানোয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন স্থানীয়রা। কিছু সময়ের জন্য এলাকায় যানজট তৈরি হলেও খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পিংলা থানার পুলিশ। ট্রাফিক বিভাগের কর্মীরাও পরিস্থিতি সামাল দেন। তাঁদের তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যেই যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। স্থানীয়দের মতে, চালকের সচেতনতা এবং পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ না থাকলে বড় বিপদ ঘটতে পারত। ঘটনায় কেউ হতাহত না হওয়ায় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে।

> পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলা থানার অন্তর্গত জামনা বাজার সংলগ্ন ব্যস্ত চৌরাস্তার মোড়ে আজ সকাল প্রায় এগারোটা নাগাদ এক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

ক্রীড়া-সংস্কৃতিতে সম্মাননার ঝলক, পূর্ব মেদিনীপুরে ৩৪ সংগঠনকে স্বীকৃতি

নয়া জামানা , পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ দেখা গেল শনিবার। মাই ভারত পূর্ব মেদিনীপুর এবং কেয়ার অফ খেজুরি -র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেলার ৩৪টি সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংগঠনকে সংবর্ধনা জানানো হয়। খেজুরি ১ব্লক , খেজুরি ২ ব্লক এবং নন্দীগ্রাম ২ ব্লক এলাকার সংগঠনগুলি এই সম্মাননা পায়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘদিন ধরে সাংস্কৃতিক চর্চা ও ক্রীড়া বিকাশে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই এই উদ্যোগ বলে জানান উদ্যোক্তারা। অনুষ্ঠানে যুব মণ্ডল বিকাশ যোজনার আওতায় মাই ভারতের বিভিন্ন কর্মসূচি, যুব উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সামাজিক অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। 'কেয়ার অফ খেজুরী'-র সঙ্গে যুক্ত সংগঠনগুলি 'বন্ধু সংস্থা' হিসেবে একসঙ্গে কাজ করে জেলার সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের অঙ্গীকার গ্রহণ করে। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৬ সালের বাজেট নিয়ে একটি কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কৃতী প্রতিযোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মাননা স্মারক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ইয়ুথ অফিসার পাপাই দাস , খেজুরী কলেজের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ডক্টর দেবাঞ্জন গুছাইট , প্রাক্তন অধ্যক্ষ অসীম কুমার মান্না , জেলার ক্রিকেটার আনন্দ মাইতি , সাংবাদিক বাসব বারিক , সমাজকর্মী শুভ্রজিৎ পান্ডা এবং কবি ভোলানাথ পাল । উদ্যোক্তাদের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ জেলার যুব সমাজকে আরও ইতিবাচক ও সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করবে এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

যুবসাথী ও অনুদান শিবিরে ভরসার হাত, জয়পুরে শুভ সূচনা

নয়া জামানা , বাঁকুড়া ঃ জয়পুর ট্যাক্সি স্ট্যান্ড প্রাঙ্গণে আজ শুরু হলো বাংলার যুবসাথী ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুর অনুদান প্রকল্প সংক্রান্ত বিশেষ শিবির।

এলাকার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে আয়োজিত এই শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন হরকালী প্রতিহার, কোতুলপুর বিধানসভার সম্মানীয় বিধায়ক। শিবিরটি চলবে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। তবে ২২ ফেব্রুয়ারি শিবির বন্ধ থাকবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রয়োজনীয় নথি ও ফর্ম জমা দিতে পারবেন। এই শিবিরে যুবসাথী প্রকল্প, ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের আর্থিক সহায়তা, লক্ষ্মী ভাণ্ডারসহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে।

বহু উপভোক্তা যাতে সহজে সরকারি সুবিধা পান, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামের যুবক-যুবতী এবং প্রান্তিক কৃষিশ্রমিকদের কথা মাথায় রেখে শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত থেকে বিধায়ক হরকালী প্রতিহার বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ।

তিনি সকল যোগ্য উপভোক্তাকে শিবিরে এসে আবেদন করার আহ্বান জানান। এই কর্মসূচির সহায়তায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর এবং কৃষি দপ্তর।

বাংলা আবাসে নাম নেই! শ্যামপুরের ১৫ পরিবারের বিক্ষোভ, তদন্তে নামল প্রশাসন

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের শ্যামপুর গ্রামে বাংলা আবাস যোজনাকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। ডেবরা ব্লকের ২ নম্বর ভরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই গ্রামের ১৫টি পরিবার অভিযোগ তুলেছে, প্রকৃত প্রাপকদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ পরিবারগুলি সরাসরি বিডিওর দফতরে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগকারীদের দাবি, তাঁদের অধিকাংশ এখনও কাঁচা বা মাটির বাড়িতে বসবাস করেন। সরকারি নিয়ম মেনে সার্ভেও হয়েছে। এমনকি মোবাইলে বার্তা পেয়ে তাঁরা জানতে পারেন যে তাঁরা আবাস যোজনার সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছেন।

কিন্তু পরে প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় নিজেদের নাম খুঁজে না পেয়ে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন তাঁরা। কেন তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হল, সে বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছেন পরিবারগুলি। গ্রামবাসীদের একাংশ এই ঘটনায় পঞ্চায়েত প্রধান সাকিলা বিবির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ডেবরা ব্লকের বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ী জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগ তাঁর দফতরে জমা পড়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এখন তদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় দিন গুনছেন শ্যামপুরের ১৫টি পরিবার।

শ্মশানঘাটে পুলিশের হানা ! আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলিসহ ধৃত যুবক

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত শালিপুর এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড গুলিসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম কবিরুল মোল্লা (২২)। তার বাড়ি হাড়োয়া থানার ঝিনকিয়া গ্রামে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাড়োয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরিন্দম হালদারের নেতৃত্বে পুলিশ একটি বিশেষ দল গঠন করে। এরপর শালিপুর শ্মশানঘাট এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকেই তাকে হাতেনাতে আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড গুলিসহ গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য মেলেনি। তবে কীভাবে ওই যুবকের কাছে অস্ত্র ও গুলি এল, তা খতিয়ে দেখতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। এলাকার বাসিন্দাদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে অপরাধমূলক কার্যকলাপ রুখতে পুলিশের এই তৎপরতা ইতিবাচক পদক্ষেপ। গোটা ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

‘গুন্ডা পরিচালক’ বনাম ‘ক্রিমিনাল’ ! ব্যারাকপুরে রাজ-অর্জুন তরজায় বাড়ছে ভোটের উত্তাপ

নয়া জামানা ।। ব্যারাকপুর

ভোট যত এগোচ্ছে, ব্যারাকপুর-এর রাজনৈতিক পারদ ততই চড়ছে। তৃণমূল বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী ও প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং-এর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ। গত লোকসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। তবে ব্যারাকপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিলেন অর্জুন সিং। সম্প্রতি ওই ওয়ার্ডে নাগরিক সভা করে তৃণমূলের ফল খারাপ হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন রাজ চক্রবর্তী। তিনি প্রশ্ন তোলেন, উন্নয়নের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেন সেখানে বিজেপি প্রার্থী বেশি লিড পেলেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অর্জুন সিংকে ‘ক্রিমিনাল’ বলে কটাক্ষ করেন এবং বলেন, তাঁকে ভোট দিলে এলাকায় অশান্তির পরিবেশ ফিরে আসতে পারে। তাঁর এই মন্তব্য দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এর পাল্টা জবাবে অর্জুন সিং বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানুষের পাশে রয়েছেন বলেই সমর্থন পান। রাজ চক্রবর্তীকে আক্রমণ করে তিনি মন্তব্য করেন, তিনি এখন আর শুধু চলচ্চিত্র পরিচালক নন, গুন্ডা পরিচালক। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষই প্রকৃত বিচার করবে। এই পাল্টাপাল্টি মন্তব্যে ব্যারাকপুরের রাজনৈতিক আবহ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। সাতটি বিধানসভার মধ্যে একমাত্র ভাটপাড়ায় তৃণমূল পিছিয়ে ছিল, বাকি ছ’টিতে শাসকদল এগিয়ে। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ব্যারাকপুরের আনন্দপুরীতে সভা করে গিয়েছেন। বিজেপি এ বার ভালো ফলের আশায় জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূলও প্রতিটি ওয়ার্ডে নাগরিক সভা করে সংগঠন মজবুত করার চেষ্টা করছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই তরজা শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, আসন্ন নির্বাচনের আগে শক্তি প্রদর্শনের লড়াইও বটে।

‘সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ র‍্যালিতে সরব মগরাহাট ! মাদকবিরোধী বার্তায় পথে নামল পুলিশ ও সাধারণ মানুষ

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ পথ নিরাপত্তা ও মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ নিল মগরাহাট থানা ও মগরাহাট ট্রাফিক বিভাগ। রবিবার দুপুরে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি মগরাহাট থানার প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে মগরাহাট রেল স্টেশন পর্যন্ত পদযাত্রা করে। ‘সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার গুরুত্ব বোঝানো এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমানো।

অংশগ্রহণকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক স্লোগান তোলেন। হেলমেট ব্যবহার, সিটবেল্ট বাঁধা, অতিরিক্ত গতি এড়ানো এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি মাদকবিরোধী প্রচারও চালানো হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মাদকাসক্তি ব্যক্তি ও সমাজ;দু’দিকেই মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে। তাই মাদক থেকে দূরে থাকা এবং অন্যদেরও সচেতন করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। র‍্যালিতে পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার সচেতন নাগরিকরাও অংশ নেন।

তাঁদের উপস্থিতিতে কর্মসূচি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পথচলতি মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং অনেকেই ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার অঙ্গীকার করেন।

পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের কর্মসূচি চালানো হবে। নিরাপদ সড়ক ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের যৌথ প্রচেষ্টাই সবচেয়ে বড় শক্তি;এই বার্তাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হল।

ধুলোয় দমবন্ধ নবপল্লি ! পাইপলাইন বসিয়ে পড়ে আছে বেহাল রাস্তা

নয়া জামানা , বারাসত ঃ বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে বারাসত পুরসভা। সেই প্রকল্পের অংশ হিসেবে কয়েক মাস আগে বারাসত শহরের প্রাণকেন্দ্র নবপল্লি সার্কুলার রোডে মাটি খুঁড়ে নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজ শুরু হয়। প্রায় এক মাস আগে পাইপ বসানোর কাজ শেষ হলেও এখনও পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি। ফলে ভাঙাচোরা রাস্তা ও উড়ন্ত ধুলোয় নাভিশ্বাস উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, কলোনি মোড় থেকে কবরখোলা পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে পাইপলাইন বসানো হয়েছে। মূলত ৫ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে এই কাজ হয়েছে। কিন্তু রাস্তা খোঁড়ার পর তা ঠিকমতো মেরামত না হওয়ায় যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হয়েছে। জাতীয় সড়ক ও ব্যারাকপুর রোডের সংযোগ থাকায় এই রাস্তায় সারাদিন গাড়ির চাপ থাকে। ফলে ধুলো উড়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা নির্মল রায়চৌধুরী বলেন, পাইপলাইন বসানো ভালো উদ্যোগ, কিন্তু রাস্তা সারাই না হওয়ায় দুর্ভোগ বাড়ছে। তাপস দাসের অভিযোগ, বয়স্কদের শ্বাসকষ্ট বেড়েছে। প্রাক্তন রেলকর্মী সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় জানান, তাঁকে সবসময় ইনহেলার সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, দ্বিতীয় জল পরিশোধন কেন্দ্রের জন্য এই কাজ হয়েছে। মাটি বসে গেলেই দ্রুত ঢালাইয়ের কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

গোপালের মেলায় যাওয়ার পথে বিপত্তি ! টোটো উল্টে জখম তিন পুণ্যার্থী, দ্রুত তৎপর পুলিশ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বিদ্যাধরী সেতু সংলগ্ন এলাকায় গোপালের মেলায় যাওয়ার পথে টোটো দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন তিন পুণ্যার্থী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হাড়োয়া থেকে কয়েকজন পুণ্যার্থী একটি টোটোতে করে হাড়োয়া থানার অন্তর্গত বকজুড়ি গ্রামে অনুষ্ঠিত গোপালের মেলায় যাচ্ছিলেন।

বিদ্যাধরী সেতু থেকে নামার সময় সামনে থাকা একটি মাছ বোঝাই গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। মুহূর্তের মধ্যে টোটোটি রাস্তায় উল্টে পড়ে যায়। এতে টোটোতে থাকা তিনজন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাড়োয়া থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতাল-এ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তর করেন।

পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত চিকিৎসা পাওয়ায় বড়সড় বিপদ এড়ানো গেছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। এই ঘটনায় মেলায় যাওয়া অন্যান্য পুণ্যার্থীদের মধ্যেও উদ্বেগ ছড়িয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন।

২০২৬-এর আগে মগরাহাটে বড় ভাঙন ! তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ বহু নেতা-কর্মীর

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট-এ নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত মিলল। তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙনের ছবি সামনে এসেছে। মগরাহাট স্টেশন চত্বরে কংগ্রেস ভবনে প্রদেশ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তৃণমূলের জোড়া ফুলের পতাকা ছেড়ে কংগ্রেসের হাত চিহ্নের পতাকা তুলে নিলেন বহু নেতা-কর্মী। শুধু তৃণমূল নয়, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মারক্সিস্ট)-এর একাধিক পরিবারও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যোগদানের মধ্যে রয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি ও প্রাক্তন প্রধান বৃন্দাবন সরদার, সানোয়ার হোসেন, আকরাম মোল্লা, উত্তম মণ্ডল, বিশ্বনাথ মণ্ডল এবং সিপিএমের বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য হাসান মোল্লা।

> ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট-এ নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত মিলল। তৃণমূল কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙনের ছবি সামনে এসেছে। মগরাহাট স্টেশন চত্বরে কংগ্রেস ভবনে প্রদেশ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে তৃণমূলের জোড়া ফুলের পতাকা ছেড়ে কংগ্রেসের হাত চিহ্নের পতাকা তুলে নিলেন বহু নেতা-কর্মী। শুধু তৃণমূল নয়, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মারক্সিস্ট)-এর একাধিক পরিবারও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের ভিতরে অসন্তোষ বাড়ছিল। অবশেষে প্রকাশ্যে দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, মানুষ তৃণমূলের ভ্রান্ত উন্নয়নের মোহ কাটিয়ে কংগ্রেসের আদর্শে আস্থা রাখছেন। তাঁদের বক্তব্য, ২০২৬-এ পরিবর্তনের হাওয়া বইবে, আজকের যোগদান সেই বার্তাই দিচ্ছে। অন্যদিকে শাসকদল অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস -এর তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। স্থানীয় নেতৃত্ব ঘটনাকে ‘সামান্য’ বলেই উড়িয়ে দিয়েছে বলে সূত্রের খবর। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই দলবদল ভবিষ্যতের বৃহত্তর সমীকরণের ইঙ্গিত হতে পারে।

ধোসায় আইএনটিটিইউসি-র বিশেষ ক্যাম্প ! শ্রমিকদের হাতে সরকারি প্রকল্প পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার

কুতুব উদ্দিন মোল্লা, নয়া জামানা, জয়নগর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শ্রমিক সংগঠন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (আইএনটিটিইউসি)-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল একটি বিশেষ অধিবেশন ক্যাম্প। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা এলাকার এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা

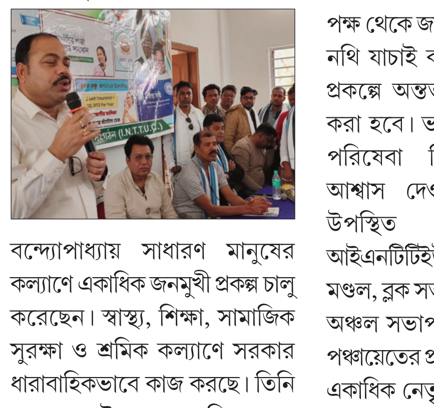

বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের কল্যাণে একাধিক জনমুখী প্রকল্প চালু করেছেন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা ও শ্রমিক কল্যাণে সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। তিনি জানান, কেউ যেন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। ক্যাম্পে উপস্থিত শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া শোনা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করে যোগ্য ব্যক্তিদের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করা হবে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের পরিষেবা শিবির আয়োজনের আশ্বাস দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল, ব্লক সভাপতি সোমনাথ পাল, অঞ্চল সভাপতি মুন্নাফ শেখ, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সরদারসহ একাধিক নেতৃত্ব। স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে এই উদ্যোগকে ঘিরে উৎসাহ দেখা যায়। সংগঠনের দাবি, এ ধরনের ক্যাম্প সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ আরও মজবুত করবে।

র‍্যালি দিয়ে সূচনা ! হিঙ্গলগঞ্জে যুব সাথী ও স্বনির্ভর বাংলা ক্যাম্প শুরু

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে আজ থেকে শুরু হল ‘স্বনির্ভর বাংলা’ ও ‘যুব সাথী’ প্রকল্পের রেজিস্ট্রেশন ক্যাম্প। হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও অফিস থেকে একটি র‍্যালি বেরিয়ে কালীবাড়ি যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে পৌঁছায়। সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬ সালের বাজেটে যুব সমাজের জন্য বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ‘যুব সাথী’ প্রকল্পের ঘোষণা করেন। সেই বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলা এবং তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা। আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়ক দেবেশ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শহীদুল্লাহ গাজী, বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলী, হিঙ্গলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রূপা গুপ্তা, উপপ্রধান লতিফ গাজী এবং যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ নাথ সহ একাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে।

রাতের অন্ধকারে আগুনের তাণ্ডব ! দোকান-ঘর পুড়ে ছাই, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল পরিবার

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ-এর পূর্ব খেজুরবেড়িয়া এলাকায় গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে একই এলাকায় একটি দোকান, চারটি বসতবাড়ি এবং দুটি খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন দাউদাউ করে ছড়িয়ে পড়ে এবং এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, প্রথমে একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যাসের সিলিন্ডার ফাটার বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আশপাশের বাসিন্দাদের। বাইরে বেরিয়ে তারা দেখেন, আশেপাশের বাড়ি ও খড়ের গাদাতেও আগুন জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয় এবং এলাকাবাসী ছুটে এসে ঘরগুলির ভেতর থেকে পরিবারের সদস্যদের নিরাপদে বের করে আনেন। অল্পের জন্য বড়সড় প্রাণহানি এড়ানো গেছে। তবে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ঘর-বাড়ির আসবাবপত্র, দোকানের সামগ্রী, নগদ টাকা-পয়সা এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র। গ্রামবাসীরা নিজেরাই জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু ততক্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়। কারা বা কী উদ্দেশ্যে এই অগ্নিসংযোগ করেছে, তা নিয়ে এলাকায় নানা প্রশ্ন উঠছে। শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা বলে অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুত আর্থিক সাহায্যের দাবিও জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে এলাকাজুড়ে।

হরেকরকম

নয়া জামানা

৮ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ কেমন যাবে?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

গরম পড়ার আগেই কাজের এক ফাঁকে বাড়িতেই বানিয়ে নিন হট চকলেট

নয়া জামানা ঃ হট চকলেট হট কোকো বা পানীয় চকলেট নামেও পরিচিত। এটি সাধারণত গলানো চকলেট বা কোকো পাউডার উত্তপ্ত দুধ বা জল এবং সাধারণত একটি মিষ্টি দিয়ে তৈরি। এটি প্রায়শই হুইপড ক্রিম বা মার্শম্যালো দিয়ে সাজানো হয়।বাড়িতে হট চকলেট বানানোর পদ্ধতি

উপকরণ
১ কাপ দুধ
২-৩ চা চামচ কোকো পাউডার
১-২ চা চামচ চিনি (স্বাদ অনুযায়ী)
১/৪ চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স (ঐচ্ছিক)
১/৪ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়া (ঐচ্ছিক)
হুইস্কড ক্রিম বা মার্শমেলো (গার্নিশের জন্য)

পদ্ধতি

১. একটি পাত্রে দুধ নিয়ে মাঝারি আঁচে গরম করুন।
২. অন্য একটি বাটিতে কোকো পাউডার, চিনি, ভ্যানিলা এসেন্স, এবং দারুচিনি গুঁড়া (যদি ব্যবহার করেন) মিশিয়ে নিন।

৩. গরম দুধে কোকো পাউডারের মিশ্রণটি ধীরে ধীরে যোগ করুন এবং ক্রমাগত নাড়তে থাকুন।
৪. মিশ্রণটি ফুটে উঠলে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন।
৫. হট চকলেটটি মগে ঢেলে হুইস্কড ক্রিম বা মার্শমেলো দিয়ে গার্নিশ করুন।

টিপস
দুধ গরম করার সময় ক্রমাগত নাড়তে থাকুন যাতে তা পাত্রের তলায় লেগে না যায়।
কোকো পাউডারের পরিবর্তে চকলেট চিপসও ব্যবহার করতে পারেন।
স্বাদ অনুযায়ী চিনির পরিমাণ কম-বেশি করতে পারেন।

মাছ ভাজতে গিয়ে কড়াইয়ের গায়ে লেগে যায়? জেনে নিন ভাজা ঠিক উপায়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মাছ রান্না করার সময় সাধারণত আমরা সেটাকে ভেজে নি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, মাছ ভাজার সময় কড়াইয়ের গায়ে লেগে যায়, মাছ উল্টোতে গেলে মাছের চামড়া আলাদা হয়ে যায় আবার অনেক ক্ষেত্রে পুরো মাছ তুলতে গিয়ে ভেঙে যায়। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে যদি মেনে চলেন কিছু উপায়। কড়াইতে মাছ ভাজার সময় লেগে যাওয়া থেকে রক্ষা পেতে কিছু কৌশল
১. কড়াই গরম করা মাছ ভাজার আগে কড়াই ভালো করে গরম করে নিন। এতে মাছ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে।
২. তেল গরম করা কড়াইতে তেল দিয়ে গরম করুন। তেল গরম হলে মাছ দিন।
৩. মাছে মরিচ-হলুদ মাখানো মাছে মরিচ-হলুদ মাখিয়ে নিন। এতে মাছের স্বাদ বাড়বে এবং লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা কমবে।
৪. মাছ ভাজার সময় না নাড়ানো মাছ ভাজার সময় তা না নাড়ানোই ভালো। এতে মাছ ভেঙে যেতে পারে এবং লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।
৫. কড়াইতে মাছের পরিমাণ কড়াইতে একসাথে বেশি মাছ দেবেন না। এতে মাছ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।
৬. তেলের পরিমাণ কড়াইতে তেলের পরিমাণ ঠিক রাখুন। তেল কম হলে মাছ লেগে যাবে, আর বেশি হলে মাছ তেলে ভাসবে না।
৭. মাছ ভাজার সময় আঁচ মাছ ভাজার সময় আঁচ মাঝারি রাখুন। বেশি আঁচে মাছ ভাজলে তা লেগে যেতে পারে।

এছাড়াও, কড়াইতে মাছ ভাজার সময় তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তেল বা আঁচ পরিবর্তন করুন।

নজরে INSTA

ঈশিতা

কাভি

নূসরাত

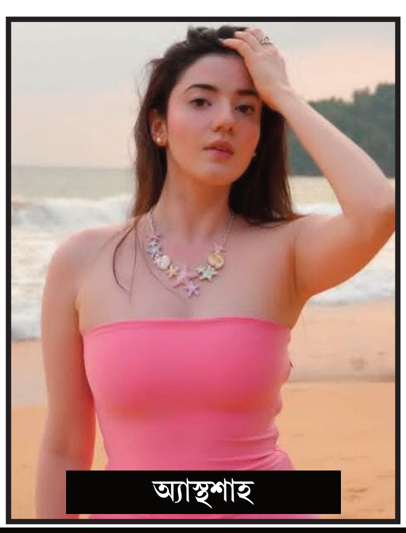

অ্যাস্থশাহ

কৃষ্ণা

ভালোবাসা দিবসে নতুন ট্যাটুতে শিরোনামে হার্দিক

নয়া জামানা ঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনায় থাকেন। প্রথম স্ত্রী নাতাসা স্ট্যান্ডকফ এর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পরে গতবছরই তিনি তার নতুন বান্ধবীর সাথে লাইম লাইটে আসেন। চলতি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা সফরে বান্ধবীকে নিয়েই খেলছেন একাধিক ম্যাচ। ক্রিকেট খেলার মাঝেই এই বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে ভালোবাসা প্রকাশে নতুন চমক দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। বান্ধবী তথা প্রেমিকা মাহিকা শর্মার নামের প্রথম অক্ষরের ট্যাটু খোদাই করে প্রকাশ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় আসলেন হার্দিক। সম্পর্কের গভীরতাই এই ট্যাটুর প্রতীক- এমনটাই জানালেন ট্যাটু বিশেষজ্ঞরা। হার্দিকের এই ট্যাটু তাকে পুনরায় একটি বিশেষ শিরোনামে তুলে ধরেছে। ঘাড়ের কাছে হার্দিক ট্যাটুটি করিয়েছেন। যেই স্টুডিও থেকে তিনি এই ট্যাটুটি করিয়েছেন তার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এনেছেন। ট্যাটুতে দেখা যাচ্ছে দুটি লেপার্ড রয়েছে একসঙ্গে। একটি স্পষ্ট। আরেকটি অবয়ব, যার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রেমিকা মাহিকার নামের প্রথম অক্ষর এম।

অনিয়মিত পিরিয়ড? অবহেলা নয়,প্রতিকার জানুন

নয়া জামানা ঃ অনিয়মিত মাসিক বা পিরিয়ড হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, মানসিক চাপ, পিসিওএস, থাইরয়েড সমস্যা বা জীবনযাত্রার পরিবর্তন এর কারণে ২১ থেকে ৩৫ দিনের স্বাভাবিক চক্রের বাইরে হওয়াকে বোঝায়।
পিরিয়ডের অবিরাম অনিয়ম, অতিরিক্ত রক্তপাত বা পেটে চরম ব্যাথার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। নয়তো ভবিষ্যতে এটি বন্ধ্যাত্বের কারণ হতে পারে।
অত্যাধিক মানসিক চাপ, দ্রুত ওজন পরিবর্তন, অত্যাধিক শারীরিক ব্যায়াম অনিয়মিত মাসিকের প্রধান কারণ গুলির মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও বিবাহিত জীবনের পরবর্তী ক্ষেত্রে গর্ভনিরোধক পিল বারংবার ব্যবহারের ফলেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও রয়েছে অনিয়মিত খাবার খাওয়ার অভ্যাস এবং অপুষ্টিকর খাবার খাওয়ার প্রবণতা। মূলত আট দিনের বেশি রক্ত প্রবাহ জারি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অসহ্যনীয় পেটে যন্ত্রণা এবং দু-তিন ঘন্টা অন্তর অন্তর যদি প্যাড পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাবেন। মাসিকের অনিয়মের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু প্রতিকার মেনে চলা উচিত। এগুলি হল বেশি করে জল খাওয়া, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ,পর্যাপ্ত ঘুম সঠিক শারীরিক ব্যায়াম। একাধিক হরমোনাল পরীক্ষার মধ্যে দিয়েও চিকিৎসকের বুঝতে সুবিধা হয় যে আপনার মাসিকের সমস্যাটা কতটা জটিল। অনিয়মিত মাসিক নিয়ে খুব বেশি চিন্তার কিছু নেই কারণ মাসিকের পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক বিষয়।

চুল কিছুতেই বাড়ছে না? জেনে নিন এর পিছনের কারণগুলি

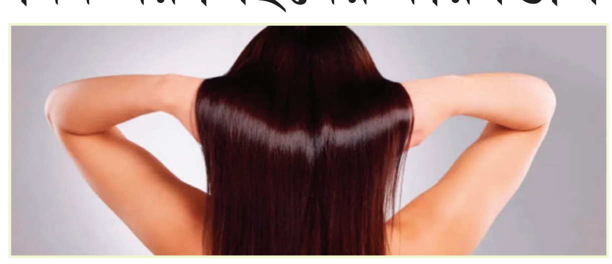

নয়া জামানা লম্বা চুল কে না চায়? কিন্তু চাইলেই কি আর সব পাওয়া যায়। চুল ঠিকমত না গজানো, ছোট চুল বড় না হওয়া,ঘন চুল পাতলা হয়ে যাওয়া- এইসবের পিছনে একাধিক কারণ থাকে। রোজ মাথা ভিজিয়ে স্নান করছেন, চুলে নিয়মিত তেল দিচ্ছেন কিন্তু তাও কেন চুল বাড়ছে না? উল্টো আরো চুল পড়ে যাচ্ছে- এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। চুলের বৃদ্ধি না হওয়ার ক্ষেত্রে হেলদি লাইফ স্টাইল না থাকা, পলিউশন স্ট্রেস ইত্যাদি কারণগুলি অন্যতম।
১. জেনেটিক কারণ আপনার পরিবারের একেকজনের চুল একেক রকম। কারোর খুব ঘন আবার কারোর একদমই পাতলা আবার কারোর হয়ত মাথায় চুল নেই। কেবলমাত্র বাবা-মায়ের চুল ঘন হলে যে সন্তানদের চুল ও ভালো হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বংশ কারুর চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যা থাকলে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যেও লক্ষণীয় হবে।
২. স্ট্রেস লেভেল যেকোনো শারীরিক ও মানসিক চাপ আপনার হেয়ার গ্রোথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এই স্ট্রেসের কোন সঠিক চিকিৎসা নেই। হেয়ার গ্রোথের স্টেজ যদি ছয় মাস অতিক্রান্ত করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে হেয়ার লসও হতে পারে।
৩. অয়েলিং একটি তথাকথিত কথা তেল-জল না পড়লে চুল বাড়ে না। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আপনার চুলে ততটাই তেল ও জল দিন যতটা চুলের গোড়াকে মজবুত রাখে। নোংরা মাথায় যদি তেল দেন তাহলে সেই তেল স্ক্যাল্পে গিয়ে জীবাণু তৈরি করে। যার ফলে হেয়ার গ্রোথ তো কমবেই পাশাপাশি প্রচুর হেয়ার লস হবে। ভিজে চুল সচরাচর আচড়াবেন না। চুল শুকানোর পরে আচড়ান।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/16/2026 2:27 AM Page 15

বিএনপির বিজয়ে ঢাকা, দিল্লি সম্পর্কে নতুন শুরুর সম্ভাবনা দেখছে ভারত

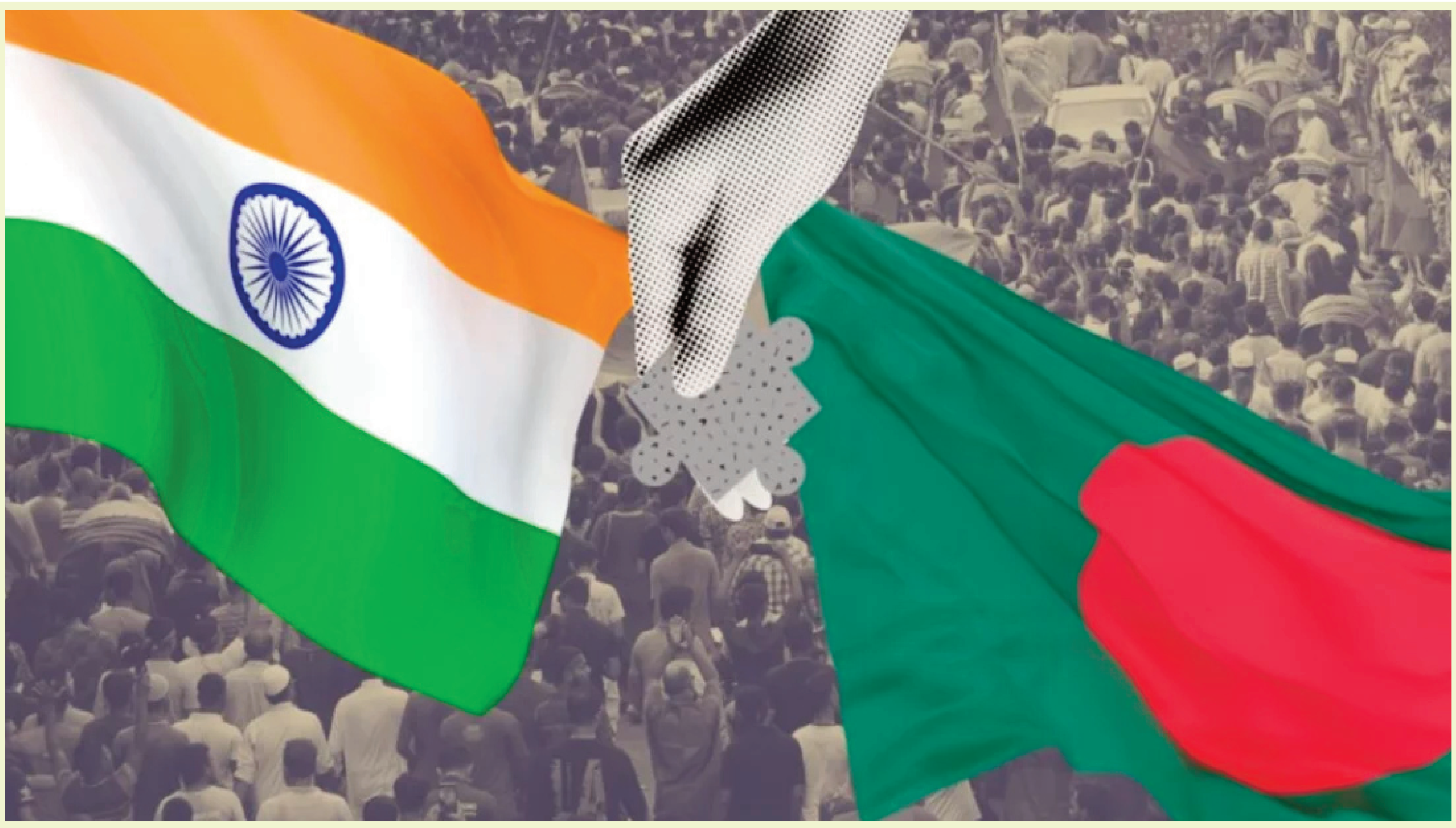

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। এ ফলাফলকে ঘিরে সতর্ক আশাবাদ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবছে ভারত। নয়াদিল্লির দৃষ্টিতে, অন্তর্বর্তী সময় শেষ হয়ে নির্বাচিত সরকারের প্রত্যাবর্তন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুন করে অগ্রগতির সুযোগ তৈরি করেছে। ভারতীয় সরকারের জ্যেষ্ঠ সূত্রগুলো বলেছে, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারই দুই দেশের সম্পর্কে স্থিতিশীলতা ও পূর্বানুমানযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে;এ অবস্থান দীর্ঘদিন ধরে ধরে রেখেছে নয়াদিল্লি। তাদের মতে, সাম্প্রতিক ভোটের রায় সেই বিশ্বাসকে জোরদার করেছে। নয়াদিল্লির কৌশলগত মূল্যায়নে, মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী প্রশাসনের সময়টিকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে অস্থিরতার পর্ব হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারতীয় কর্মকর্তাদের অভিযোগ, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনর্বহালে বিলম্ব, 'অরাজকতা উৎসাহিত করা' এবং দ্বিপক্ষীয় টানাপোড়েনের জন্য ভারত ও ভারতীয় গণমাধ্যমকে দায়ী করার প্রবণতা সম্পর্কের অবনতির কারণ হয়েছে। এ বর্ণনাকে ভারত প্রত্যাখ্যান করেছে।

তাদের দাবি, অন্তর্বর্তী প্রশাসনের নীতিগত সিদ্ধান্তই পরিস্থিতির অবনতি ডেকে আনে। ভারতীয় সরকারি সূত্র এনডিটিভিকে জানিয়েছে, 'জনপ্রিয় ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত নির্বাচিত সরকারের সঙ্গেই ভারত সবসময় সম্পৃক্ত থেকেছে।' এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, 'জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারই ভারত, বাংলাদেশ সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য।' তাঁর মতে, এবারের রায় 'উদার মূল্যবোধ ও ১৯৭১ সালের চেতনার প্রতি সম্মানকে সমর্থন করেছে।' অন্তর্বর্তী সময়ে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও ভীতির ঘটনায় দৃশ্যমান পদক্ষেপের অভাব ছিল;এটি ভারতের কাছে সংবেদনশীল ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে। দিল্লির দাবি, ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্যভাবে উদ্বেগ জানালেও তা যথাযথভাবে সমাধান হয়নি, ফলে আস্থার ঘাটতি তৈরি হয়। একই সঙ্গে ইসলামপন্থী প্রান্তিক গোষ্ঠী ও পাকিস্তানপন্থী উপাদান রাজনৈতিক পরিসরে বেশি সুযোগ পেয়েছে বলেও ভারতীয় মহলের অভিযোগ। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত সরকারের প্রত্যাবর্তনকে 'উপযুক্ত সময়' হিসেবে দেখছে ভারত। এখন নজর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিকে। অতীতে বিএনপি সরকারের সঙ্গে মতপার্থক্য ছিল স্বীকার করলেও, বর্তমান বাস্তবতায় তিনি আরও বাস্তববাদী কূটনৈতিক অবস্থান নেবেন;এমন আশা করছে নয়াদিল্লি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলার কথা জানিয়ে নির্বাচনী বিজয়ে অভিনন্দন জানান। তিনি দুই দেশের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির প্রতি ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করেন। কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে ভারতীয় সূত্রগুলো। তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলে সেখানে ভারতের একজন জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন। এর আগে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বাংলাদেশ সফর করেন। ভারতের কৌশলগত অবস্থান স্পষ্ট;গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন, গঠনমূলক সম্পৃক্ততা এবং পারস্পরিক আস্থা পুনর্গঠন; পাশাপাশি নিরাপত্তা ও সংখ্যালঘু অধিকার বিষয়ে সতর্ক নজর রাখা। নয়াদিল্লির মতে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, বরং নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতাই দুই দেশের ভবিষ্যৎ অংশীদারত্বের ভিত্তি হতে পারে।

এআই-বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে ভারত! ট্রাম্পের চোখরাঙানি উড়িয়ে দাবি চ্যাটজিপিটি-র স্রষ্টা অল্টম্যানের

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিতে গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। এমনটাই মত ওপেনএআই-এর কর্ণধার স্যাম অল্টম্যান। চ্যাটজিপিটি-র স্রষ্টা জানিয়েছেন, ভারতে যে হারে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ছে দিনে দিনে, তা নজরে রেখে এ দেশে ব্যবসার বিস্তার ঘটানোর কথাও ভাবা হচ্ছে। এমনকি অংশীদারিত্বের পথেও হাঁটা হতে পারে বলে জানান স্যাম। ঘটনাচক্রে, কিছুদিন আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের রোষে পড়েছিল ওপেনএআই। ভারতের সঙ্গে শুল্কযুদ্ধ এবং বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে বিবাদের আবহে হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো অভিযোগ করেছিলেন, আমেরিকার করদাতাদের পয়সায় ভারত, চিনের মতো বিভিন্ন দেশকে এআই পরিষেবা দিচ্ছে চ্যাটজিপিটি। হোয়াইট হাউসের প্রাক্তন মুখ্য কৌশলী স্টিভ ব্যাননকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাভারো বলেছিলেন, তভারত এআই ব্যবহার করবে, আর তার জন্য আমেরিকার নাগরিকেরা কেন পয়সা খরচ করবেন? চ্যাটজিপিটি আমেরিকার মাটি থেকে কাজ করছে। আমেরিকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে। আর পরিষেবা দিচ্ছে ভারত, চিন এবং বাকি বিশ্বে। যদিও সম্প্রতি ভারত-মার্কিন সম্পর্কে টানাপড়েন খানিক কমেছে। ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। পাশাপাশি বাণিজ্য সমঝোতাও হয়েছে দু'দেশের মধ্যে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিন প্রশাসনের হুঁশিয়ারির পর ভারতের প্রশংসা করে স্যাম যে মন্তব্য করেছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকে। সোমবার থেকে নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুরু হচ্ছে 'গ্লোবাল এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬'। ওই সম্মেলনে যোগ দিতে এসে স্যাম জানিয়েছেন, ওপেনএআই-এর ব্যবহারকারীর সংখ্যার নিরিখে আমেরিকার পরেই ভারত। ভারতে চ্যাটজিপিটি-র সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে ১০ কোটি। শুধু তা-ই নয়, সারা বিশ্বে যত পড়ুয়া চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে সাহায্য করতে পারে, সে রকম টুলও রয়েছে চ্যাটজিপিটি-র। সেটির নাম 'প্রিজম'।

এই এআই টুল ব্যবহারে বিশ্বে চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারত। গত বছরই নয়াদিল্লিতে নতুন দপ্তর খুলেছে ওপেনএআই। স্যাম জানিয়েছেন, ভারতের চারটি বড় শহরের বিভিন্ন অলাভজনক সংস্থার অন্তত ২০০ জন আধিকারিককে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে। এবার সরকারের সঙ্গে এআই প্রযুক্তি নিয়ে সমঝোতার পথে হাঁটা হবে ইঙ্গিত দিয়েছেন ওপেনএআই-এর কর্ণধার।

ভোট মিটতেই রণক্ষেত্র বাংলাদেশ নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি আমিরের

ব্যালট যুদ্ধের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বাংলাদেশ। ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তাল ওপার বাংলার একাধিক জেলা। জয়ী বিএনপি-র দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে এবার সরব হলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে অবিলম্বে 'নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু' তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। নির্বাচনী ফলের পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর আসতে শুরু করেছে। সমাজমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে জামাত প্রধান স্পষ্ট জানিয়েছেন, কেবল রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণেই তাঁদের কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে। শফিকুর লিখেছেন, 'জামায়াত, ১১,দলীয় জোটের সমর্থক, স্বতন্ত্র (নির্দল) প্রার্থী ও বিএনপির মতের সঙ্গে ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান রাখার কারণে এসব সহিংসতা ঘটছে।' তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ আর ভয়ের শাসনে ফিরতে রাজি নয়। জুলাই আন্দোলনের স্মৃতি উসকে দিয়ে তিনি বলেন, 'দেশের মানুষ একবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আবারও ভয়,ভীতির অন্ধকারে ফিরে যাবে না।' এবারের নির্বাচনে অভাবনীয় ফল করেছে জামাত। ৩০০ আসনের সংসদে ৬৮টি আসনে জয় ছিনিয়ে নিয়ে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তারা। সঙ্গে রয়েছে সহযোগী দল এনসিপি, খেলাফত মজলিস ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস।

গুরুতর অসুস্থ ইমরানকে নিয়ে উদ্বেগ পাকিস্তানে

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে ফের জল্পনা। গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইমরান। এবার দাবি করা হল, পরিবারকে না জানিয়ে তাঁকে জেল থেকে গোপনে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরিকল্পনা চলছে। পাকিস্তান সরকারের এই গোপনীয়তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তাঁর দল 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ। তাঁদের অভিযোগ, যা ঘটছে তা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, ইমরানের জীবন ঝুঁকির মধ্যে। একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ২০২৩ সালে ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করেছিল শাহবাজ সরকার। বর্তমানে ৭৩ বছর বয়সি ইমরান বন্দি রয়েছেন আদিয়ালা জেলে। কারাগারে দফায় দফায় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলেও চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। দাবি করা হয়েছে, বিনা চিকিৎসায় তাঁর ডান চোখের ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে।

২০২৬ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে, চোখের সমস্যার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং একটি ছোটখাটো অস্ত্রোপচারও করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরিবারকে আগে থেকে কিছুই জানানো হয়নি। এই অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করে পিটিআইয়ের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, ইমরান খানকে তাঁর পরিবারের অজান্তেই গোপনে হাসপাতালে ভর্তি করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এই ধরনের মৌলিক অধিকার ও আইনি বিধানের গুরুতর লঙ্ঘন। পিটিআইয়ের আরও অভিযোগ, ইমরান খানের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে ইমরানের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে দলের তরফে। শুধু তাই নয়, ইমরানের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তরফেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁর চোখ পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করার। এদিকে ইমরান ইস্যুতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমাগত বাড়ছে। গত শুক্রবার ইমরানকে হাসপাতালে ভর্তি করার দাবিতে পার্লামেন্টের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় বিরোধী শিবির।

ধর্নায় বসেছেন বহু নেতা।

হুঁশিয়ারি দিয়ে জানানো হয়েছে, যতক্ষন না ইমরানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে ততক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ চলবে। সরকার অবশ্য জানিয়েছে ইমরানকে চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে তাঁর দল ও পরিবারের দাবি, পরিবারের সম্মতি ছাড়া যেন কোনও পদক্ষেপ না করা হয়।

মোদীকে নিয়ে 'আপত্তিকর' মন্তব্য উত্তরপ্রদেশে শ্রীঘরে এক যুবক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লক্ষ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য ও ভিডিও পোস্ট করার মাসুল দিতে হলো উত্তরপ্রদেশের এক যুবককে। সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে 'আপত্তিকর' পোস্ট করার অভিযোগে পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম জিতেন্দ্র কুমার কাশ্যপ। চারথাবল থানা এলাকার এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতেই অভিযুক্ত জিতেন্দ্রকে জালে তোলা হয়। উত্তরপ্রদেশের চারথাবল থানার অন্তর্গত এলাকায় বাস এই যুবকের। অভিযোগ, তিনি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল থেকে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেন এবং একটি বিতর্কিত ভিডিও পোস্ট করেন। ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হতেই পুলিশের নজরে আসে বিষয়টি। কালক্ষেপ না করে প্রশাসন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করে এবং তদন্তে নামে।

চারথাবল থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) সত্যনারায়ণ দাহিয়া জানিয়েছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫২ এবং ৩৫৩ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তেল কূটনীতিতে 'জাতীয় স্বার্থ' আগে ট্রাম্পের দাবিতে জবাব এস জয়শঙ্করের

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক দাবি ঘিরে যখন আন্তর্জাতিক মহলে শোরগোল তুঙ্গে, ঠিক তখনই মিউনিখ থেকে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে সস্তায় অশোধিত তেল কিনেছে ভারত। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করেন এবং শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করেন। সম্প্রতি বাণিজ্য-সমঝোতার হাত ধরে সেই শুল্ক উঠলেও জট খোলেনি পুরোপুরি। ওয়াশিংটন যখন দাবি করছে ভারত রুশ তেল কেনা বন্ধ করেছে, তখন মস্কোও পাল্টা জানিয়ে দিয়েছে যে তেল কেনার ব্যাপারে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। জয়শঙ্করের বক্তব্যে এই দ্বিমুখী টানাপোড়েনের মাঝে ভারতের সেই স্বকীয় অবস্থানই আবার জোরালো হল।। আমেরিকার চাপের কাছে মাথা নত করার চিরাচরিত পথে না হেঁটে জয়শঙ্কর সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত তার 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' বজায় রাখতে দায়বদ্ধ। নয়াদিল্লির বিদেশনীতি যে কোনও বিদেশি শক্তির নির্দেশে নয়, বরং জাতীয় স্বার্থের বুনিয়াদেই দাঁড়িয়ে আছে, তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন তিনি। মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে জয়শঙ্কর সরাসরি রুশ তেল এবং ভারতের বাণিজ্যনীতি নিয়ে মুখ খোলেন।

ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে, ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করেছে বলেই তিনি ভারতীয় পণ্যের ওপর থেকে ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু জয়শঙ্কর এই দাবিকে সরাসরি স্বীকৃতি না দিয়ে বরং ভারতের সার্বভৌমত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমরা কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের প্রতি পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ। কারণ, এটা আমাদের ইতিহাস এবং বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। এটি দেশের রাজনৈতিক বিভাজন ছাপিয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।' অর্থাৎ, আমেরিকা শুল্ক তুললেও ভারত কার কাছ থেকে তেল কিনবে, সেই রাশ দিল্লি নিজের হাতেই রাখছে। বিদেশমন্ত্রীর এই মন্তব্যের অন্তরালে লুকানো রয়েছে এক অমোঘ বাস্তব। ভারত বরাবরই বলে আসছে যে জাতীয় স্বার্থই তাদের বাণিজ্যের প্রধান কম্পাস। মিউনিখের মঞ্চে কঠিন।' এই পরিস্থিতিতে ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমাবে কি না, সেই বলটি তিনি ঠেলে দিয়েছেন তেল সংস্থাগুলির কোর্টে। তাঁর ব্যাখ্যা, 'তেল সংস্থাগুলি তাদের বাণিজ্যিক লাভ-ক্ষতি বিচার করে

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক দাবি ঘিরে যখন আন্তর্জাতিক মহলে শোরগোল তুঙ্গে, ঠিক তখনই মিউনিখ থেকে কড়া বার্তা দিলেন ভারতের ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে সস্তায় অশোধিত তেল কিনেছে ভারত। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করেন এবং শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করেন। সম্প্রতি বাণিজ্য-সমঝোতার হাত ধরে সেই শুল্ক উঠলেও জট খোলেনি পুরোপুরি।

জয়শঙ্কর বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভারত কোনও বিশেষ দেশের ওপর নির্ভর করে থাকতে রাজি নয়। তাঁর কথায়, "ভারত জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা কখনওই বিদেশি চাপের কাছে মাথা নত করে সিদ্ধান্ত নেব না।" ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি এবং দিল্লির অবস্থানের মধ্যে যে একটি সূক্ষ্ম ফারাক রয়েছে, তা জয়শঙ্করের প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠেছে।

ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা জ্বালানি সংগ্রহের উৎস একাধিক রাখতে চায়, যাতে কোনও এক দেশের মর্জির ওপর নির্ভর করতে না হয়। রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিদেশমন্ত্রী অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে বিষয়টিকে বাণিজ্যিক লাভ-ক্ষতির দিকে ঘুরিয়ে দেন। তিনি কোনও বিশেষ দেশের নাম করে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পথে হাঁটেননি। বরং তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, 'জ্বালানির বাজার সিদ্ধান্ত নেবে।' এর মাধ্যমে জয়শঙ্কর বুঝিয়ে দিলেন যে সরকার রাজনৈতিকভাবে কোনও বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দিচ্ছে না, বরং বাজারই ঠিক করবে ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপ। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই রাশিয়ার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে সস্তায় অশোধিত তেল কিনেছে ভারত। ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করেন এবং শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপ করেন। সম্প্রতি বাণিজ্য-সমঝোতার হাত ধরে সেই শুল্ক উঠলেও জট খোলেনি পুরোপুরি। ওয়াশিংটন যখন দাবি করছে ভারত রুশ তেল কেনা বন্ধ করেছে, তখন মস্কোও পাল্টা জানিয়ে দিয়েছে যে তেল কেনার ব্যাপারে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। জয়শঙ্করের বক্তব্যে এই দ্বিমুখী টানাপোড়েনের মাঝে ভারতের সেই স্বকীয় অবস্থানই আবার জোরালো হল।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/16/2026 2:27 AM Page 16

বয়কটের জবাব ব্যাটে-বলে দিলেন সূর্যরা
পাক-বধ করে বিশ্বকাপের সুপার এইটে টিম ইন্ডিয়া

ম্যাচ বয়কট জারি রাখলেই কি ভালো হত? টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের কাছে দুরমুশ হওয়ার পর ভাবতেই পারেন পাকিস্তানের ক্রিকেটভক্তরা। শ্রীলঙ্কার মাটিতে সলমন আলি আঘারা গেলেন, নামলেন এবং হারলেন। পাকিস্তানের বয়কট নাটকের জবাব ব্যাটে-বলে দিলেন সূর্যকুমার যাদবরা। কখনও ঈশান কিষানের ব্যাটে ঝড় তো কখনও ভারতীয় স্পিনারদের নাগপাশ। ভারতের ১৭৫ রানের জবাবে বাবররা গুটিয়ে গেলেন ১১৪ রানে। অর্থাৎ এই বিশ্বকাপে আমেরিকা ও নামিবিয়ার থেকেও কম রানে শেষ পাক ইনিংস। সব মিলিয়ে পাকিস্তান হারল ৬১ রানে। আর ভারত পৌঁছে গেল বিশ্বকাপের সুপার এইটে। ও, 'এইট' থেকে মনে পড়ল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই নিয়ে আটবার পাকিস্তানকে হারাল ভারত। টসে জিতুক বা হারুক, সূর্যদের জয়ের পরিসংখ্যান বদলায় না। পাক অধিনায়ক সলমন টসে জিতে আশা করেছিলেন, রান তাড়া করা তুলনায় সহজ হবে। বাস্তবটা যে কতটা কঠিন, তা প্রথমে বোঝালেন ঈশান কিষান। পরে জশপ্রীত বুমরাহ-অক্ষর প্যাটেলরা। কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের স্লো, স্পিন-সহায়ক পিচে ১৭৬ রান তাড়া করা মানে যে পাহাড়প্রমাণ চাপ মাথায় নেওয়া, সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝলেন বাবর আজমরা। ম্যাচের প্রথম ওভারে অভিষেক শর্মার উইকেট তুলে সেলিব্রেশনে মেতেছিলেন সলমনরা। আর শেষে এসে শুধুই হতাশা। ঠিক এশিয়া কাপের তিনটে ম্যাচের মতো। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অভিষেকের উইকেট হারালেও চাপে পড়েনি টিম ইন্ডিয়া। সেটা হতে দিলেন না ঈশান কিষান। পাকিস্তানের বোলারদের যেভাবে তিনি মাঠের বাইরে ফেললেন, তাতে মনেই হবে না দু'মাস আগেও টিম ইন্ডিয়ার র‍্যাডারে ছিলেন না। মাত্র ২৭ বলে হাফসেঞ্চুরি করলেন। শাদাব খান, শাহিন আফ্রিদি এক-একটা করে বল করছেন, আর ভারতের ভক্তরা অপেক্ষা করছেন সেই বলটা ঈশান মাঠের কোনদিকে পাঠান। এভাবেই ১০টা চার ও ৩টি ছক্কায় ৪০ বলে ৭৭ রান করে ফেলেন। সাইম আয়ুবের বলে যখন তিনি আউট হচ্ছেন, তখন ভারতের ইনিংস শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরপর আউট হয়ে টিম ইন্ডিয়াকে বিপাকে ফেলে দিয়েছিলেন তিলক বর্মা ও হার্দিক পাণ্ডিয়া। সূর্য ধরে খেললেন, কিন্তু দরকারের সময় রানের গতি বাড়াতে পারলেন না। ৩২ রান করে উসমান তারিকের বলেই ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন ভারতের অধিনায়ক। পাকিস্তানের অদ্ভুত অ্যাকশনের এই স্পিনারকে নিয়ে কম চর্চা হয়নি। তাঁকে সামলাতে ভারতীয় ব্যাটারদের একটু সমস্যা হল ঠিকই।

তবে পাক অধিনায়কের দুই সিদ্ধান্তে ভারতের কাজ সহজ হয়ে যায়। এক, ঈশানের ব্যাটিংয়ের সময় উসমানকে বল করতে আনেননি। দুই, শেষ ওভারে শাহিন আফ্রিদিকে বোলিংয়ে নিয়ে এলেন।

যে ওভারে রিঙ্কু সিং-শিবম দুবেরা তুললেন ১৬ রান। ভারতের রান দাঁড়াল ১৭৫। বিশ্বকাপে আগের দু'টি ম্যাচে ভারতকে একেবারেই বেগ দিতে পারেনি আমেরিকা ও নামিবিয়া। এত নাটকের পর অন্তত পাকিস্তান লড়াই দেবে, এটা তো আশা করাই যায়। কোথায় কী? প্রথম দুই ওভারেই পাক ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙে গেল। তার জন্য স্পিনারদের ডাকার প্রয়োজনই পড়েনি। প্রথম ওভারেই সাহিবজাদা ফারহানকে আউট করেন হার্দিক। এশিয়া কাপে পাক ব্যাটার ব্যাট দিয়ে স্টেনগান সেলিব্রেশন করেছিলেন। এদিন গোলাবারুদ সবই জলে গেল। পরের ওভারে মিসাইল ছুড়লেন জশপ্রীত বুমরাহ। সাইম আয়ুব ও সলমন আলি আঘার জন্য দু'টো 'বুম বুম' এবং দুই পাক ব্যাটার সোজা ড্রেসিংরুমে। ম্যাচের ভাগ্য ওখানেই ঠিক হয়ে যায়। এরপর বাবর আজম 'টেস্ট ব্যাটিং'য়ের ধারা বজায় রাখলেন। অক্ষর প্যাটেলের বলটা যেন তাঁর উইকেট ভাঙল না, ছুরির মতো সোজা গিয়ে বিঁধল। সেখান থেকে কিছুটা মরিয়া মনোভাব দেখিয়েছিলেন উসমান খান। কিন্তু তা যেন একা কুম্ভের লড়াই। কারণ বিপরীতে শাদাব খান, মহম্মদ নওয়াজরা মাঠে আসা ও ড্রেসিংরুমে ফেরার ধারা বজায় রেখেছিলেন। তিলক বর্মা ফেরালেন শাদাবকে

এবং কুলদীপের শিকার নওয়াজ। আর অক্ষর প্যাটেলের ধাঁধার কোনও উত্তর খুঁজে না পেয়ে আউট উসমান! পাকিস্তান যে ১০০-র মধ্যেই গুটিয়ে গেল না, তার জন্য ভারতের দু'টো ক্যাচ মিস দায়ী। আর শাহিন আফ্রিদি ১৯ বলে ২৩ রান করে কিছুটা লজ্জা বাঁচালেন। হার্দিক, জশপ্রীত, অক্ষর, বরুণ- চার বোলারের সংগ্রহ দু'টি করে উইকেট। ভারত চলে গেল সুপার এইটে। আর পাকিস্তানের বিশ্বকাপ ভাগ্যে ফের রেড ফ্ল্যাগ!

পাক-যুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে জোড়া বদল

এশিয়া কাপে শুরু হয়েছিল করমর্দন না করার 'প্রথা'। সেই টুর্নামেন্টে তিনটি ম্যাচ, মেয়েদের বিশ্বকাপ থেকে ছোটদের একাধিক টুর্নামেন্ট, এই 'নিয়মই' বহাল থেকেছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কলম্বোতে এই ম্যাচে যে নিয়ম বদলাবে, তার পূর্বাভাস ছিল না। টসের সময় দুই দেশের তারকা মাঠে আসতেই বোঝা যায়, বরফ একটুও গলেনি। বয়কট নাটকের পর যে ভারত-পাক ম্যাচের গুরুত্ব আরও বেড়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। টসের সময়ও দেখা গেল দুই অধিনায়কই গুরুগম্ভীর, চোয়াল শক্ত। সূর্য তো স্বীকার করেই গেলেন, এই ম্যাচকে আর পাঁচটা ম্যাচ বলে ভুল করার কোনও কারণ নেই। আর সেখানে বিশ্বকাপের আগের দু'টি ম্যাচের মতো ভারতকে এই ম্যাচেও আগে ব্যাট করতে হবে। পাক অধিনায়ক সলমন জানালেন, প্রেমদাসা স্টেডিয়ামের পিচ স্লো। এই ধরনের পিচে তাঁরা গত ৬ মাস ধরে খেলছেন, ফলে রান তাড়া করতে সুবিধা হবে। সূর্যর বক্তব্য, তিনি টসে জিতলেও আগে ব্যাটই করতেন। অবশ্য কবে যে তিনি টসে জিতে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, সেটা কেউই জানে না। তাই শুরুতেই উসমান তারিক, সাইম আয়ুবদের ঘূর্ণি সামলাতে হবে অভিষেক শর্মাদের। পেটের সমস্যার জন্য নামিবিয়ার জন্য খেলতে পারেননি। এই ম্যাচে ফিরলেন, রানে ফিরবেন কি না সেটাই দেখার। অন্যদিকে কলম্বোর স্লো পিচে বল ঘুরবে বুঝেই ভারতীয় দলে আরেক পরিবর্তন। অর্শদীপ সিংয়ের জায়গায় খেলবেন কুলদীপ যাদব। অর্থাৎ বরুণ চক্রবর্তী, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপের স্পিন অস্ত্রে সাজানো ভারতের বোলিং বিভাগ। ভারতের প্রথম একাদশঃ ঈশান কিষান (উইকেটকিপার), অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী ও যশপ্রীত বুমরাহ।

ভাগ নকভি ভাগ! বাবরদের দুঃসহ ব্যাটিং সহ্য করতে না পেরে মাঝপথেই পালালেন পিসিবি প্রধান

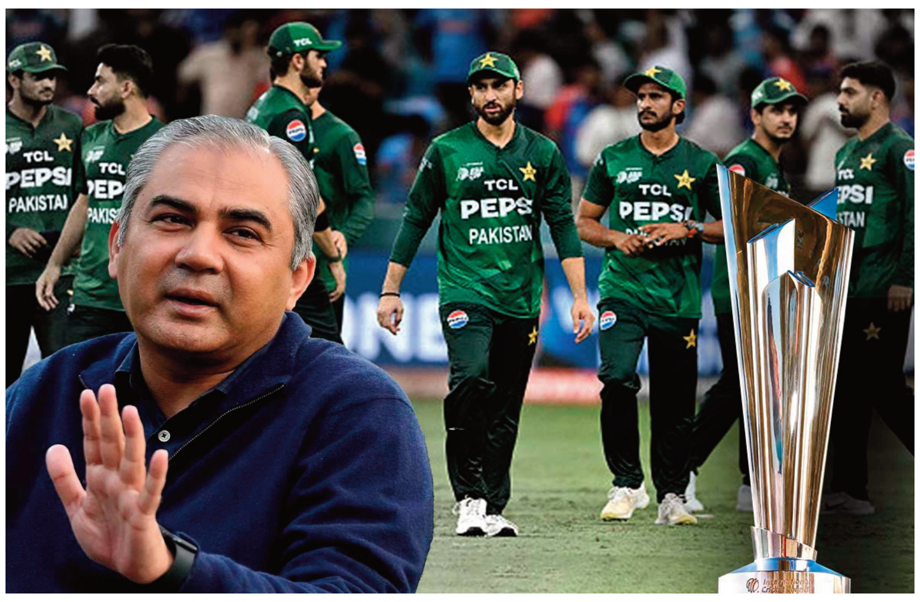

বিশ্রী ক্রিকেট। অবধারিত হার। লজ্জার পরিস্থিতি হতে চলেছে বুঝতে পেরে ভারত-পাক ম্যাচ শেষ করার আগেই স্টেডিয়াম ছেড়ে পালালেন পাক বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভি।

খেলা চলাকালীনই স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল তাঁর গাড়ি। যে ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এমনিতে ভারত-পাক ম্যাচে ইদানিং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষ থাকে না। ফলে উত্তেজনাও আগের চেয়ে কমেছে। তবে শ্রীলঙ্কায় রবিবার যে মহারণ হয়ে গেল, সেটার দিকে গোটা ক্রিকেটবিশ্বের নজর ছিল। সেটা পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির সৌজন্যে। ম্যাচের আগে তিনি বয়কটের নাটক ফেঁদে নিস্প্রাণ লড়াইয়ে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। শেষমেশ নিজের অবস্থান থেকে সরে এসে পাক বোর্ড রবিবার দল নামিয়েছিল। কিন্তু মাঠে নেমে সলমন আলি আঘারা যে পারফরম্যান্স দেখালেন, তাতে হয়তো নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসায় আফসোসই হবে নকভির। এতটাই হতাশাজনক ক্রিকেট তাঁর দল উপহার দিল যে মহসিন নকভি পুরো ম্যাচটা শেষও করতে পারলেন না। এদিন খেলা চলাকালীন পাকিস্তানের সপ্তম উইকেটের পতন ঘটতেই ভিআইপি বক্স থেকে বেরিয়ে যান পাক বোর্ডের প্রধান। কিছুক্ষণ পরই স্টেডিয়াম থেকে কার্যত পালিয়ে যেতে দেখা যায় তাঁকে। স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় তাঁর গাড়ি। আর পালাবেন নাই বা কেন, বয়কট নাটকের পর এই ম্যাচটা নকভির জন্য ছিল প্রেস্টিজ ইস্যু। আর এ হেন ম্যাচে এত জঘন্য পারফরম্যান্স কেই বা সহ্য করতে পারে! নকভিও পারেননি। সেকারণেই পলায়নের সিদ্ধান্ত।

এর আগে এদিন ভিভিআইপি বক্সেও ভারতীয় কর্তারা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন নকভির সঙ্গে। এদিন ভারতীয় বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা, সচিব দেবজিৎ সইকিয়ারা একসঙ্গে বসেন। মাঝে বসেন আইসিসি সভাপতি জয় শাহ। আর তাঁদের থেকে বহু দূরে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট কর্তা নকভি।

সেখানে থেকেই সসম্মানে কেটে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

ইমরান খানের ডান চোখে নেই দৃষ্টিশক্তি!
সঠিক চিকিৎসা দেওয়ার আহ্বান ওয়াসিম-ওয়াকারদের

প্রাক্তন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও ১৯৯২ বিশ্বকাপ জয়ী নায়ক ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, কারাগারে থাকা অবস্থায় তার ডান চোখের বেশিরভাগ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ৭৩ বছর বয়সী ইমরান বর্তমানে একাধিক মামলায় সাজা ভোগ করছেন। তার আইনজীবী দলের দাবি, গুরুতর চক্ষু সমস্যার কারণে তিনি কার্যত দৃষ্টিশক্তির বড় অংশ হারিয়েছেন এবং যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়াকেই তারা দায়ী করছেন। পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি লেখেন, 'আমাদের অধিনায়ক ইমরান খানের অসুস্থতার খবর অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

আশা করি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেবে এবং তাকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করবে। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।' অপর কিংবদন্তি পেসার ওয়াকার ইউনিস রাজনীতি পাশে সরিয়ে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিৎসা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ইমরানই পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন এবং একটি ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন।

ওয়াকার লেখেন, 'রাজনীতি বাদ দিয়ে বলছি, আমাদের জাতীয় নায়ক, যিনি দেশকে সর্বোচ্চ ক্রীড়া গৌরব এনে দিয়েছেন এবং ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি এখন স্বাস্থ্য সংকটে। যথাযথ ও সময়োপযোগী চিকিৎসা নিশ্চিত করা হোক।' প্রাক্তন তারকা শাহিদ আফ্রিদি ও শোয়েব আখতারও চিকিৎসা পাওয়াকে মৌলিক অধিকার উল্লেখ করে দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান৷ তারা ইমরানের সুস্থতা ও কল্যাণ কামনা করেন।

ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার হিসেবে বিবেচিত ইমরান খান পাকিস্তানের হয়ে ৮৮টি টেস্ট ও ১৭৫টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০০-এর বেশি রান ও ৩০০'র বেশি উইকেট নেওয়া মাত্র আটজন ক্রিকেটারের একজন তিনি।

কি কারণে বোর্ড পরীক্ষা দিচ্ছেন না বৈভব সূর্যবংশী

ভারতের ১৪ বছর বয়সী ক্রিকেট সেনসেশন বৈভব সূর্যবংশী এ বছর ১০ম শ্রেনীর বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন না। ক্রিকেটে ব্যস্ত সূচির কারণে পরীক্ষার প্রস্তুতি ঠিকমতো নিতে না পারায় পরিবার ও স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিহারের তাজপুরের বাসিন্দা বৈভব পড়াশোনা করেন মডেস্টি স্কুল তাজপুরে। স্কুল সূত্রে ভারতের সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, তার পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করা হয়েছিল এবং অ্যাডমিট কার্ডও ইস্যু হয়েছিল। তবে টানা ট্রেনিং ক্যাম্প, প্রস্তুতি ম্যাচ ও আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ায় তিনি দীর্ঘ সময় বাড়ি ও স্কুলের বাইরে ছিলেন, যা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে প্রভাব ফেলেছে। সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে আলোচনায় আসেন বৈভব। সাত ম্যাচে ৪৩৯ রান করে তিনি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হন। গড় ছিল ৬২.৭১ এবং স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৬৯। একটি সেঞ্চুরি ও তিনটি অর্ধশতকের পাশাপাশি তার সর্বোচ্চ ইনিংস ১৭৫ রান। পুরো আসরে তিনি রেকর্ড ৩০টি ছক্কা হাঁকান, যা অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বাধিক। এ ছাড়া তিনি অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হিসেবেও নিজের অবস্থান শক্ত করেছেন। ২৫ ইনিংসে ১,৪১২ রান করেছেন গড় ৫৬.৪৮-এ, রয়েছে চারটি সেঞ্চুরি ও সাতটি ফিফটি। আগামী মরশুমে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে খেলবেন এই তরুণ তারকা। ফলে আপাতত পড়াশোনার চেয়ে ক্রিকেটকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তিনি। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে সুবিধাজনক সময়ে বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ক্রিকেটে দেশের নাম উজ্জ্বল করার পাশাপাশি শিক্ষাজীবনও এগিয়ে নিতে চান বৈভব, এমনটাই আশা তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

বয়কট থেকে মাঠে ফিরেই বাজিমাত রোনাল্ডোর

দীর্ঘ টানাপোড়েন আর গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আল নাসরের হয়ে মাঠে ফিরলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আল নাসরের হয়ে সৌদি প্রো লিগের দুটি ম্যাচে খেলেননি তিনি। সবশেষ ট্রান্সফার উইন্ডোতে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তার অভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে আল ইত্তিহাদ ও আল রিয়াদের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করেন তিনি। শনিবার আল ফাতেহর বিপক্ষে মাঠে নামলেন এবং শুরুতেই করলেন গোল। সম্প্রতি দলবদলের বাজারে তার দল প্রত্যাশা অনুযায়ী বড় বিনিয়োগ করতে না পারায় রোনাল্ডো ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিশেষ করে, প্রতিদ্বন্দ্বী দল আল হিলাল পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের (পিআইএফ) সহায়তায় করিম বেঞ্জেমার মতো তারকাকে দলে টানলে নিজের ক্লাবের পিছিয়ে থাকা তিনি মেনে নিতে পারেননি। অবশেষে বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এবং জোয়াও ফেলিক্স, সাদিও মানে ও কিংসলে কোম্যানের সঙ্গে শুরুর একাদশে জায়গা পান। অধিনায়ক হিসেবে মাঠে নেমে ২-০ ব্যবধানের জয়ে ১৮ মিনিটে গোল করেন তিনি। এই জয়ে আল নাসর সৌদি প্রো লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে গেল। শীর্ষে থাকা আল হিলালের চেয়ে এক পয়েন্ট পেছনে তারা। চলতি লিগ মরশুমে ১৮তম গোল করলেন রোনালদো। গোল্ডেন বুটের দৌড়ে আল কাদসিয়াহর জুলিয়ান কুইনোন্সের পাশে বসলেন তিনি। আল আহলির ইভান টনির চেয়ে দুই গোল পেছনে পর্তুগিজ তারকা।

ইডেনে থ্রিলায়ন্সদের ইউরোপিয়ান ডার্বি জয়ের নায়ক টম ব্যান্টন

দুই ওভারের মধ্যে ফিল সল্ট ও জস বাটলারের বিদায়ের পর ক্রিজে যাওয়া টম ব্যান্টন ছিলেন ভীষণ চাপে। টি-২০ বিশ্বকাপে আগের দুই ম্যাচে ফিরেছিলেন ২ রান করে। এবার তিনিই প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ত্রাতা। চমৎকার ব্যাটিংয়ে ফিরলেন দলকে জিতিয়ে। এতে দারুণ একটি অর্জনও ধরা দিয়েছে ব্যান্টনের হাতে। টি-২০'তে দ্বিতীয়বার তিনি জিতেছেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার, বিশ্বকাপে প্রথম। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে 'সি' গ্রুপের ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতেছে ইংল্যান্ডে। বাংলাদেশের জায়গায় সুযোগ পাওয়া স্কটল্যান্ডের ১৫২ রান তারা পেরিয়ে গেছে ১০ বল বাকি থাকতে। এই জয়ে বড় ভূমিকা ব্যান্টনের। ৪১ বলে তিন ছক্কা ও চারটি চারে তিনি খেলেছেন অপরাজিত ৬৩ রানের ইনিংস। মাঝের ওভারগুলোতে প্রতিপক্ষ স্পিনারদের চেপে ধরতে দেননি তিনি। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে ২৭ বছর বয়সী মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান বললেন, ঝুঁকি নিয়ে খেলতে হয় বলেই হয়তো আগের ম্যাচগুলোতে সাফল্য পাননি। 'টি-২০ হলো উচ্চ ঝুঁকির খেলা। এখানে আপনার নিজের ওপর আস্থা রাখতে হবে। কখনও কখনও এটা আপনার বিপক্ষে যাবে; কিন্তু বারবার ঘুরে দাঁড়াতে হবে।'

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/16/2026 2:27 AM Page 17

লো প্রেশার কেন হয়

রক্তচাপ সামান্য কমলেই যে লো প্রেশার তা নয়

অনেকে বলেন, আমার ‘লো প্রেশার’, সব সময় রক্তচাপ কম থাকে। অনেকে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন। আসলেই কি কারও লো প্রেশার বা নিম্ন রক্তচাপ থাকতে পারে? কেনই,বা হয়? রক্তচাপ মাপার সময় আমরা দুটো পরিমাপ দেখি। ওপরেরটা হলো সিস্টোলিক রক্তচাপ। আর নিচেরটা হলো ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ। সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২০ মিলিমিটার পারদের কম আর ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটার পারদের কম থাকা উচিত, এটাই রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা। কিন্তু কত কম পর্যন্ত স্বাভাবিক? আসলে সিস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ মিলিমিটার পারদের কম অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৬০ মিলিমিটার পারদের কম না হলে নিম্ন রক্তচাপ বা ‘লো প্রেশার’ বলা হয় না। তার মানে ৯০/৬০ মিলিমিটার পারদ থেকে ১২০/৮০ মিলিমিটার পারদ পর্যন্ত মাত্রা হলো স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকে সামান্য কমের দিকে রক্তচাপ পেলেই তাকে কম রক্তচাপ, নিম্ন রক্তচাপ বা ‘লো প্রেশার’ ভাবেন, যা ঠিক নয়। দিনের বিভিন্ন সময় আমাদের রক্তচাপের তারতম্য হয়। হাঁটাচলা, ব্যায়াম, পরিশ্রম, পানিশূন্যতা, বিশ্রাম বা ঘুম; অনেক কিছুর সঙ্গে রক্তচাপের সম্পর্ক রয়েছে। দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো, শোয়া বা বসে থাকাও রক্তচাপের ওপর প্রভাব ফেলে। মধ্যরাতে ঘুমের মধ্যে রক্তচাপ সবচেয়ে কম থাকে। বাড়তে শুরু করে ভোর থেকে। দুপুর ও বিকেলে সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে কমতে থাকে সন্ধ্যা থেকে। এই ওঠানামা সাধারণত সিস্টোলিকের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৫ মিলিমিটার এবং ডায়াস্টোলিকের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ মিলিমিটারের মধ্যে থাকে। তাই বিভিন্ন সময় পরিমাপ একটু এদিক,ওদিক পাওয়াটা স্বাভাবিক।নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মতো কোনো রোগ নয়। নিম্ন রক্তচাপ হতে পারে অন্য কোনো রোগের উপসর্গ। তাই কারও নিম্ন রক্তচাপ হলে (৯০/৬০ মিমি পারদের কম), তার সঠিক কারণ বের করে চিকিৎসা করতে হবে। আর যদি হঠাৎ করে এমনটা হয় তাহলে অন্যান্য উপসর্গ বিবেচনা করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা যখন কমের দিকে

অ্যাথলেট, দৌড়বিদ বা নিয়মিত ভারী পরিশ্রম করেন এমন ব্যক্তিদের রক্তচাপ স্বাভাবিকভাবেই কমের দিকে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিদের নানা কারণে রক্তচাপ কমতে পারে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো নানাবিধ ওষুধের ব্যবহার। শোয়া বা বসা থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে রক্তচাপ একটু কমে যায়। ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে ১০ থেকে ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে এই সমস্যা থাকে।রাতে, ঘুমের মধ্যে বা ঘুমের পরে এবং খাওয়ার পর রক্তচাপ খানিকটা কম থাকে।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার প্রথম দিকে রক্তচাপ কম থাকতে পারে।

রক্তচাপ কমে যাওয়া যখন উপসর্গ

ডায়রিয়া, বমি, রক্তক্ষরণ, রক্তশূন্যতা বা জলশূন্যতায় রক্তচাপ কমার আশঙ্কা থাকে।

হরমোনজনিত কিছু সমস্যা, বিশেষ করে থাইরয়েড ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির হরমোন সমস্যায় রক্তচাপ কমে যেতে পারে।

হৃদ্ রোগ যেমন হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিওর, হার্ট-ভালভের অসুখ এবং জন্মগত হৃদ্ রোগ থেকেও রক্তচাপ কম হতে পারে।

কম রক্তচাপের লক্ষণ

রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে সাধারণত যেসব লক্ষণ দেয়, তা হলো

মাথা ঝিমঝিম, মাথা ঘোরা বা মাথা হালকা বোধ করা।
বসা বা শোয়া থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে ভারসাম্যহীনতা।
দুর্বল লাগা।
চোখে ঘোলা বা অন্ধকার দেখা।
খুব তৃষ্ণা অনুভূত হওয়া।
হঠাৎ পড়ে যাওয়া বা জ্ঞান হারানো।
স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত গতির হৃৎস্পন্দন।
হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা।
প্রস্রাব কম হওয়া।

রক্তচাপ কমলে করণীয়

অনেকেরই রক্তচাপ স্বাভাবিকভাবে একটু কমের দিকে থাকে। এতে তাঁদের কোনো সমস্যা হয় না। এ নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। যাঁরা উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁরা অনেক সময় স্বাভাবিক বা একটু কমের দিকে রক্তচাপ পেলে ভয়ে ওষুধ বন্ধ করে দেন। এটাও ঠিক না। দরকার হলে ওষুধ বা এর মাত্রা পরিবর্তন করার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন, নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন না। তবে রক্তচাপ বেশি কমে গিয়ে কারও সমস্যা হলে বা কোনো উপসর্গ দেখা দিলে, সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে চিকিৎসা নিতে হবে।

রক্তচাপ খুব বেশি কমে গেলে মস্তিষ্ক, কিডনি ও হৃৎপিণ্ড রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারে এবং তা থেকে এসব অঙ্গের নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে।

হঠাৎ রক্তচাপ কমে গেলে

কম রক্তচাপ কোনো অসুখের উপসর্গ হলে, হঠাৎ তা দেখা দিতে পারে। এ সময় নাড়ির গতি বা পালস স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত গতির হয় এবং রোগীর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। এটি শকের লক্ষণ। নানা কারণে রোগী শকে যেতে পারে। ডায়রিয়া, বমি, রক্তক্ষরণ, রক্তশূন্যতা, জলশূন্যতা, ইনফেকশন এবং হৃদ্ রোগে হঠাৎ নিম্ন রক্তচাপ থেকে শকের ঘটনা বেশি ঘটে।

প্রতিরোধ

দীর্ঘ সময় এক স্থানে বসা বা শুয়ে থাকার পর ধীরে উঠতে হবে। ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের এটা অবশ্যই করা উচিত।

লম্বা সময় খালি পেটে থাকা উচিত নয়। দীর্ঘ কাজের ফাঁকে হালকা নাশতার অভ্যাস করা ভালো।

পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। গরমের দিনে অতিরিক্ত ঘামে যাতে শরীরে জলশূন্যতা তৈরি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অনেকে ভুল ধারণাবশত খাবারের তালিকা থেকে লবণ একেবারে বাদ দিয়ে দেন। এটা ঠিক নয়। সব মিলিয়ে দৈনিক এক চামচের মতো লবণ খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে।

ডায়রিয়া বা বমি হলে যাতে শরীরে জলশূন্যতা তৈরি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ সময় পরিমাণমতো খাবার স্যালাইন, তরল খাবার, ডাবের জল পান এবং স্বাভাবিক খাবার খেতে হবে।

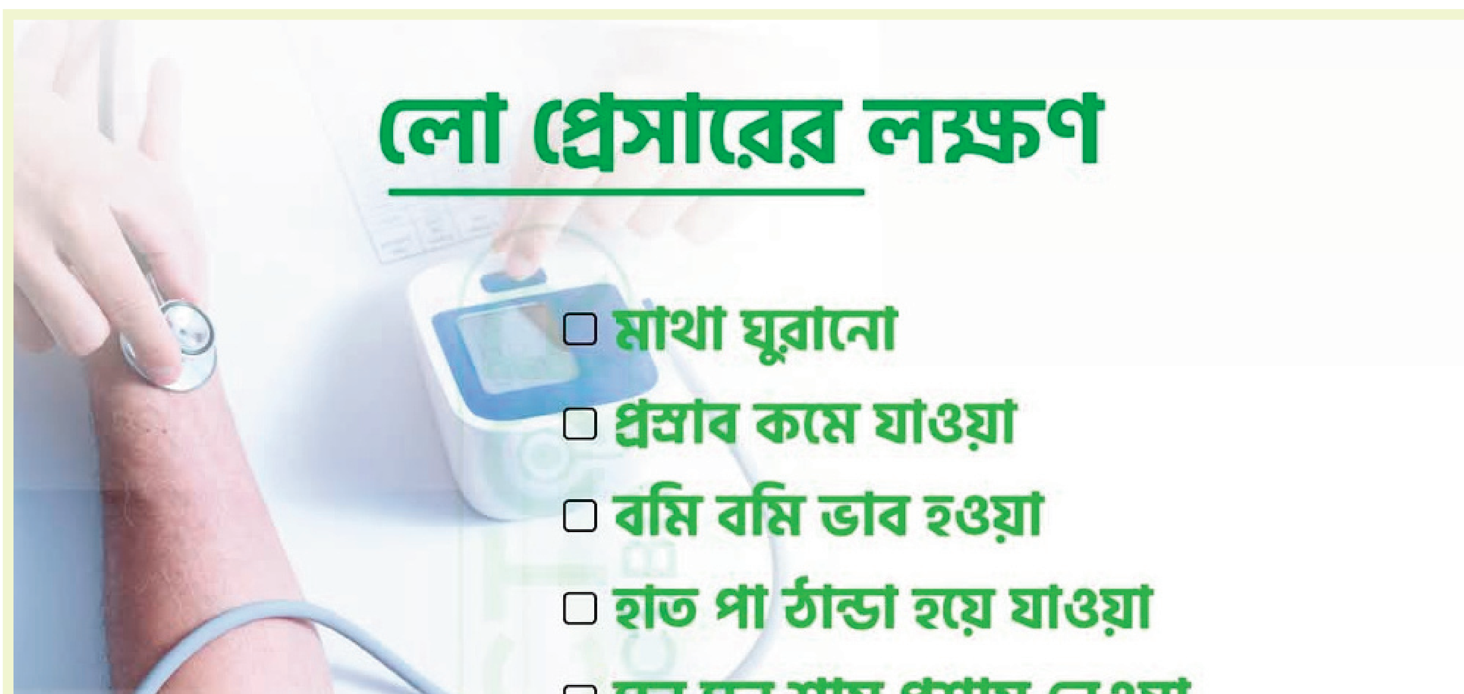

অনেকে বলেন, আমার ‘লো প্রেশার’, সব সময় রক্তচাপ কম থাকে। অনেকে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন। আসলেই কি কারও লো প্রেশার বা নিম্ন রক্তচাপ থাকতে পারে? কেনই,বা হয়? রক্তচাপ মাপার সময় আমরা দুটো পরিমাপ দেখি। ওপরেরটা হলো সিস্টোলিক রক্তচাপ। আর নিচেরটা হলো ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ। সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২০ মিলিমিটার পারদের কম আর ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ মিলিমিটার পারদের কম থাকা উচিত, এটাই রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা। কিন্তু কত কম পর্যন্ত স্বাভাবিক? আসলে সিস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ মিলিমিটার পারদের কম অথবা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৬০ মিলিমিটার পারদের কম না হলে নিম্ন রক্তচাপ বা ‘লো প্রেশার’ বলা হয় না। তার মানে ৯০/৬০ মিলিমিটার পারদ থেকে ১২০/৮০ মিলিমিটার পারদ পর্যন্ত মাত্রা হলো স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকে সামান্য কমের দিকে রক্তচাপ পেলেই তাকে কম রক্তচাপ, নিম্ন রক্তচাপ বা ‘লো প্রেশার’ ভাবেন, যা ঠিক নয়। দিনের বিভিন্ন সময় আমাদের রক্তচাপের তারতম্য হয়। হাঁটাচলা, ব্যায়াম, পরিশ্রম, পানিশূন্যতা, বিশ্রাম বা ঘুম;অনেক কিছুর সঙ্গে রক্তচাপের সম্পর্ক রয়েছে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।